বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.ird.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর, ২০২৩

প্রকাশক
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সম্পাদন কমিটি:

০১.	জনাব মোঃ আব্দুল গফুর, যুগ্মসচিব	আহবায়ক
০২.	জনাব বনানী বিশ্বাস, উপসচিব	সদস্য
০৩.	জনাব মোঃ সেলিম রেজা, সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
০৪.	জনাব কানাই লাল শীল, সিনিয়র সহকারী সচিব	সদস্য
০৫.	জনাব মোঃ মঈনুল আলম, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	সদস্য
০৬.	জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস, সহকারী প্রোগ্রামার	সদস্য
০৭.	জনাব দীপক কুমার বিশ্বাস, উপসচিব	সদস্য সচিব

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণে একটি শক্তিশালী অর্থনীতি নির্ভর দক্ষ, সেবামূখী, জবাবদিহিতামূলক ও জনবান্ধব রাষ্ট্র গড়ে তোলা। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্নকরণ, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্খা পূরণ এবং ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গড়ার পথে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা জনহিতৈষী পদক্ষেপ, উন্নত রাষ্ট্রচিন্তা, স্থিতিশীল অর্থনীতির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। উন্নয়নশীল দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রেখে ২০২৬ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি ও জাতীয় সঞ্চয়নীতি অনুসরণ এবং দক্ষ, ন্যায়ানুগ, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মূললক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ দেশের মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৮৭ শতাংশ আহরণ করে থাকে যার মাধ্যমে সরকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের দৃশ্যমান উন্নয়ন এখন সারা বিশ্বের রোলমডেল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে একটি শক্তিশালী রাজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ, যুগোপযোগী ও জনবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন গড়ে তোলার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে একটি দক্ষ, সেবামূখী, জবাবদিহিতামূলক, অন্তর্ভূক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা একযোগে কাজ করে যাচ্ছি। বাঙালী জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, উন্নত জাতি গঠন, সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়াই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের লালিত স্বপ্ন।

বাংলাদেশ শীঘ্রই এলডিসি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে "অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ" যুগোপযোগী ও স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে এ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অব্যাহত ডিজিটাল উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত, সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নীতকরণের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামো, তথ্য প্রযুক্তি ও সামাজিক মূলধন খাতে বিপুল বিনিয়োগ ও অর্থায়ন। সরকারের গৃহীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করার জন্য অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে কাঙ্খিত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের সিংহভাগ অর্থায়নের যোগান দিয়ে আসছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর সংগ্রহ, সঞ্চয়পত্র ও বন্ড ব্যবস্থাপনা এবং স্ট্যাম্প ডিউটি ও বিবিধ ফি আদায় সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপর ন্যস্ত। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের দপ্তরসংস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের প্রধান রাজস্ব আহরণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, আবগারী শুল্ক, কাস্টমস ডিউটিসহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আদায়ের মাধ্যমে দেশের মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগের বেশি যোগান দিচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পদক্ষেপ হিসাবে ই-পেমেন্ট, ভ্যাট অটোমেশন, National Single Window (NSW), Integrated VAT Adminstration System (IVAS), Customs Automation, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল, Bond Automation সহ বিভিন্ন প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আহরণ অবকাঠামোকে ডিজিটাইজ করা হচ্ছে। Electronic Tax Deduction at Source (e-TDS) platform- এর মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ব্যবস্থাকে ডিজিটাল ও সহজ করা হয়েছে। ভ্যাট প্রদানে স্বচ্ছতা এবং খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে ভ্যাট সংগ্রহ সহজতর করার জন্য Electronic Fiscal Device (EFD) এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীম ও বিনিয়োগযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে একদিকে ঘাটতি বাজেটে তহবিল যোগান দিচ্ছে, অপরদিকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আহরণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি, আয়কর, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর, সঞ্চয় ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালা সংস্কার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আয়কর আইন-২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে, কাস্টমস আইন-২০২৩ এবং স্ট্যাম্প আইন-২০২৩ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এ বার্ষিক প্রতিবেদনটি জাতীয় রাজস্ব আহরণের সার্বিক তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে যথাসময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কাজের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব

সূচিপত্র

১. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১.১	পরিচিতি	১
১.২	ভিশন	১
১.৩	মিশন	১
১.৪	২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি	১-২
১.৫	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন।	২-৩
১.৬	আইসিটি শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৩-৫
১.৭	আয়কর অধিশাখার উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম	৫-৬
১.৮	শুল্ক অধিশাখার উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম	৬-৭
১.৯	উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	৭-৮
১.১০	তথ্যসেবা প্রদান	৮-৯
১.১১	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৯
১.১২	ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম	৯
১.১৩	ই-নথি বাস্তবায়ন	১০
১.১৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	১০-১১
১.১৫	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১১-১২
১.১৬	উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১৩
১.১৭	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভূক্ত কার্যক্রমের তালিকা	১৩-১৫
১.১৮	ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, এসডিজি ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা - ২১০০ বাস্তবায়ন	১৫-১৬
১.১৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগসমূহের মধ্যে ২টির বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন	১৬
১.২০	মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা	১৭
১.২১	আইন/বিধি সংক্রান্ত (কাস্টমস ও ভ্যাট)	১৭
১.২২	২০২২-২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ	১৭-২০
১.২৩	জনবল কাঠামো	২০-২৩
১.২৪	অডিট আপত্তি	২৩-২৪
১.২৫	মানবসম্পদ উন্নয়ন	২৪
১.২৬	তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন	২৫
১.২৭	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা	২৫

২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

২.১	পরিচিতি	৩০
২.২	প্রতিষ্ঠা	৩০
২.৩	গঠন	৩০
২.৪	কার্যাবলী	৩০
২.৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সাম্প্রতিকালে চালু ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীণ অটোমেশন কার্যক্রম	৩০-৩২
২.৬	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩২
২.৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো	৩৩
২.৮	রাজস্ব পরিসংখ্যান	৩৪-৩৮
২.৯	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা	৩৯-৪১
২.১০	অডিট আপত্তি	৪১-৪২
২.১১	মানবসম্পদ উন্নয়ন	৪২
২.১২	তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন	৪২
২.১৩	বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ	৪৩
২.১৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অর্জনসমূহ	৪৩-৫২

২.১৫ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ৫২
২.১৬ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫৩
২.১৭ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন ৫৪
২.১৮ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন ৫৫
২.১৯ রাজস্ব সম্মেলন ৫৫
২.২০ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ৫৬-৬৬

৩. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
৩.১ ভিশন ৬৮
৩.২ মিশন ৬৮
৩.৩ কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ ৬৮
৩.৪ কার্যাবলী ৬৮
৩.৫ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬৮-৬৯
৩.৬ জনবল ৬৯
৩.৭ জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম ৭০
৩.৮ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বর্ণনা ৭১-৮০
৩.৯ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিদ্যমান মুনাফার হার (২১/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখ থেকে কার্যকর) ৮০-৮২
৩.১০ মুনাফার হার ৪/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখ থেকে কার্যকর ৮২
৩.১১ উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের তথ্য (২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত) ৮২-৮৩
৩.১২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা ৮৪
৩.১৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ৮৫
৩.১৪ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ৮৫-৮৬
৩.১৫ জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ৮৬
৩.১৬ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ কার্যক্রম ৮৬-৮৭
৩.১৭ উদ্বুদ্ধকরণ র্কাযক্রম ৮৭
৩.১৮ ইনোভেশন কার্যক্রম ৮৮-৮৯
৩.১৯ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ৮৯
৩.২০ কমিশনের হার যৌক্তিকীকরণ ও সরকারের ব্যয় সাশ্রয় ৯০
৩.২১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৯১
৩.২২ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা ৯১
৩.২৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯১-৯২
৩.২৪ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ ৯৩
৩.২৫ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ৯৩
৩.২৬ বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ৯৪-১১০

৪. কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল
৪.১ ট্রাইব্যুনালের পটভূমি ১১৪
৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১১৪
৪.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্য ১১৪
৪.৪ কার্যাবলী ১১৪
৪.৫ জনবলের তথ্য ১১৫-১১৬
৪.৬ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কাযর্ক্রম ও অর্জন ১১৬-১১৭
৪.৭ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ১১৮-১২০
৪.৮ অভিযোগ নিষ্পত্তি ১২১
৪.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর অর্জন ১২১-১২২
৪.১০ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রদান ১২২
৪.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অর্জন ১২৩-১২৪

৪.১২ ইনোভেশন কার্যক্রম ১২৪
৪.১৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম ১২৪
৪.১৪ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনা ১২৫
৪.১৫ ট্রাইব্যুনালের চ্যালেঞ্জ ১২৫
৪.১৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১২৫

৫. ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল
৫.১ পরিচিতি ১৩১
৫.২ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের সাংগঠনিক কাঠামোর (কর্মকর্তাদের) সংক্ষিপ্ত চিত্র ১৩২
৫.৩ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কার্যাবলী ১৩৩
৫.৪ বিদ্যমান জনবল সংক্রান্ত তথ্য ১৩৩
৫.৫ মামলা নিষ্পত্তি ১৩৩-১৩৪
৫.৬ সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলী ১৩৪-১৩৫
৫.৭ নিয়োগ কার্যক্রম ১৩৬
৫.৮ মানবসম্পদ উন্নয়ন ১৩৬
৫.৯ ইনোভেশন কার্যক্রম ১৩৭-১৩৮
৫.১০ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৩৮
৫.১১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩৯
৫.১২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা ১৩৯-১৪০
৫.১৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ১৪০-১৪৫
৫.১৪ বার্ষিক মূল্যায়ন ১৪৫
৫.১৫ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা ১৪৫-১৪৬
৫.১৬ তথ্য অধিকার ১৪৬-১৪৮
৫.১৭ শুদ্ধাচার ১৪৮-১৪৯
৫.১৮ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ১৪৯

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১.১ পরিচিতি

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪টি বিভাগের মধ্যে একটি। সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের আলোকে ২১ শে এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে ৪/৫৯/৭৯ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ গঠিত হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ জোরদারকরণ, দেশজ শিল্পের প্রতিরক্ষণ এবং আয় বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আশির দশকের শুরুতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন বাজেটে অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণে সদা তৎপর এবং একটি সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১.২ ভিশন

অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ

১.৩ মিশন

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি ও জাতীয় সঞ্চয়নীতি অনুসরণে ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ।

১.৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি :

১। সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা;

২। প্রযোজ্য সকল ট্যাক্স, কাস্টমস, ডিউটিস ও ফিস ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৩। লটারী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৪। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং কর সংক্রান্ত সকল কমিটি এবং কমিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৫। জাতীয় সঞ্চয় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

৬। স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

৭। সকল প্রকার স্ট্যাম্প সরবরাহ এবং বিতরণ ও স্ট্যাম্প এ্যাক্ট সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;

৮। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন কার্যাবলী;

৯। বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি;

১০। বিসিএস (কর) ক্যাডারের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাদি;

১১। আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাজ;

১২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল কর অঞ্চল এবং সকল কাস্টমস অফিসের যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৩। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৪। কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৫। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ;

১৬। এ বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন;

১৭। এ বিভাগের উপর আরোপিত যাবতীয় আইন প্রণয়ন;

১৮। এ বিভাগের উপর অর্পিত তদন্ত এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ;

১৯। কোর্ট ফি ব্যতীত এ বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন বিষয়ের ফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১.৫ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

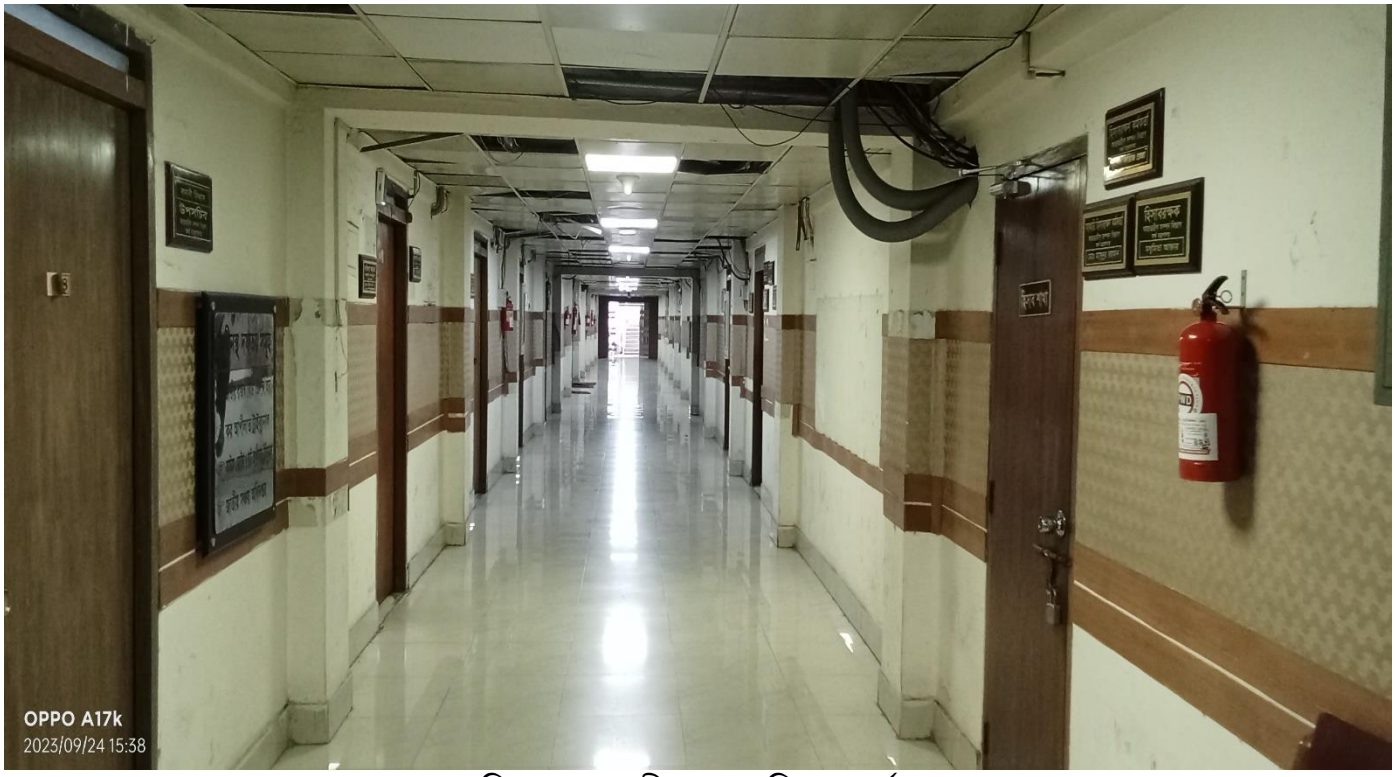

চিত্র-১: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

১.৫.১ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

- ❖ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্টোর ব্যবস্থাপনা অটোমেশন করা হয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাহিদা ও সরবরাহ অটোমেটেড সিস্টেমের web-based software এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- ❖ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ব্যবস্থাপনা digitize করার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Web App-এ বিভাগের আওতাধীন বিসিএস (কর), বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পরিচিতি নম্বর অনুযায়ী তাদের হালনাগাদ এসিআর অনলাইনে এন্ট্রি প্রদান করা হয়।

১.৬ আইসিটি শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

❖ ১.৬.১ মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

বিভিন্ন আদালতে চলমান সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার ডাটাবেজ সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য এ বিভাগের আইসিটি শাখা কর্তৃক মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের একটি অর্জন। এই সিস্টেমে উচ্চ আদালতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট চলমান মামলার তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা যায়, ফলে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন মামলার মনিটরিং এর সুযোগ রয়েছে।

❖ ১.৬.২ বিভাগীয় মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলার তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভাগীয় মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিভাগের আইসিটি শাখা কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে যা এ বিভাগের একটি ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনা। অ্যাপ্লিকেশনটিতে

অভিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর কপি সংযুক্তির মাধ্যমে পরবর্তী প্রতিটি কার্যক্রমের তথ্য সংযোজন এবং হালনাগাদ করা যায় ফলে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার মনিটরিং এর সুযোগ রয়েছে।

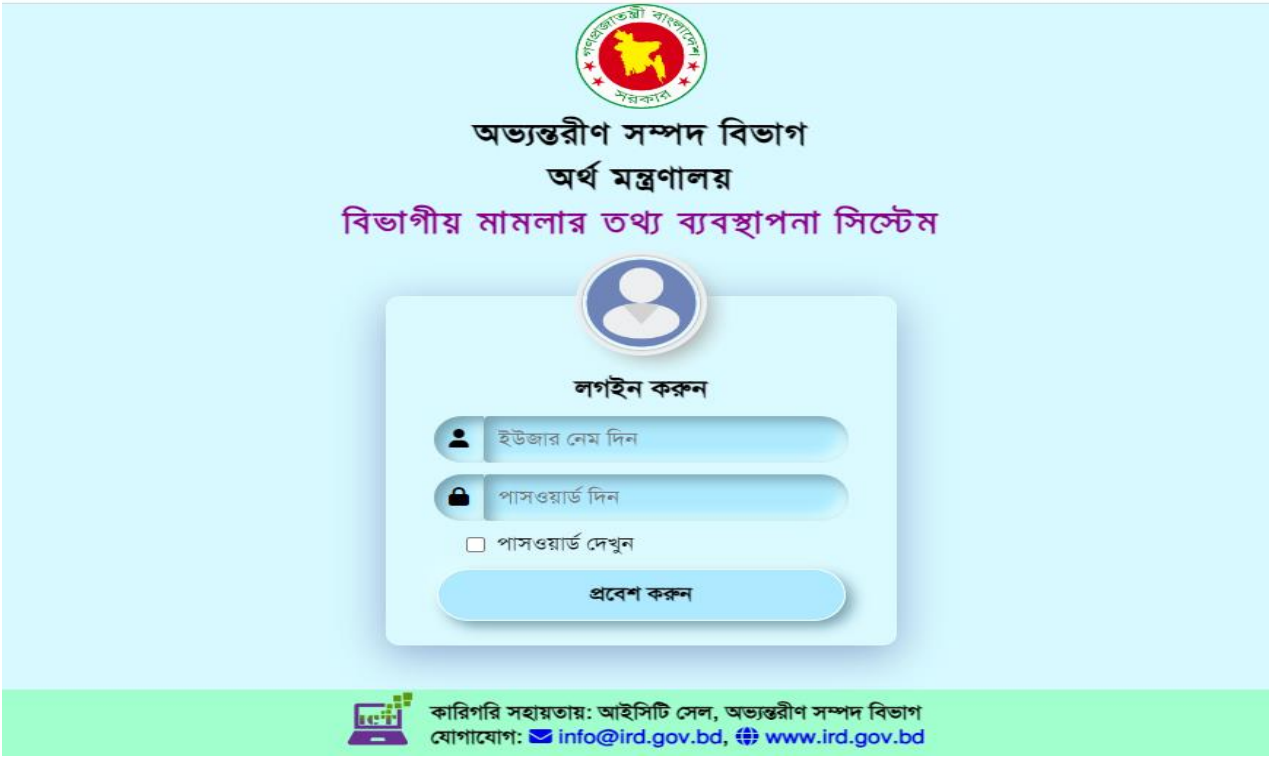

❖ ১.৬.৩ সরকারি অফিস ভাড়া ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়ার হার এ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। উক্ত নির্ধারণ হারের তথ্য নির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে সকারি অফিস ভাড়া ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এ বিভাগের আইসিটি শাখা হতে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সফটওয়্যারটি বর্তমানে চালু রয়েছে। উল্লিখিত সফটওয়্যারটি এক্সেল বেজড যা Visual Basic for Applications (VBA) এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত এবং নিজস্ব নেটওয়ার্ক এর মধ্যে স্থাপিত। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়ার হার নির্ধারণের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বেসরকারি বাড়ি ভাড়ার হার নির্ধারণের জন্য পূর্বের সংরক্ষিত তথ্য সহায়ক ভূমিকা রাখছে যা কাজের গতি বৃদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করছে।

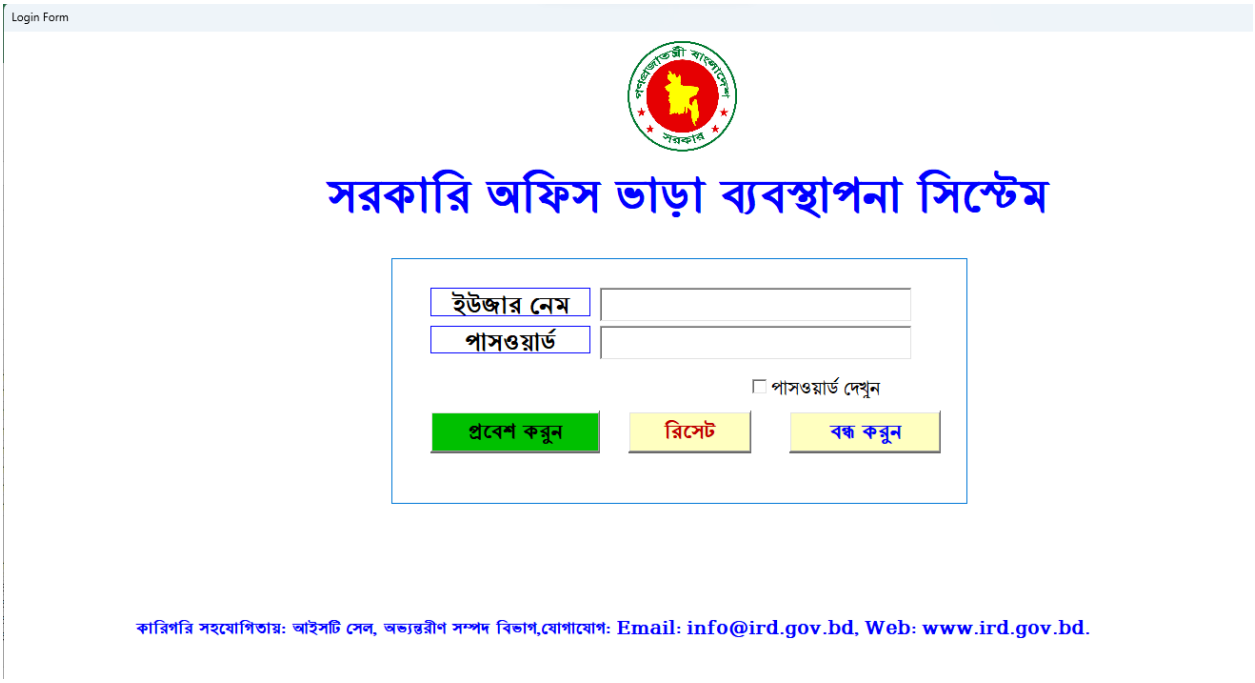

১.৭ আয়কর অধিশাখার উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম:

ক্রমিক নং	বিষয়	বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
১.	২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি	(১) আয়কর অনুবিভাগের জন্য মোট ৩২টি নতুন অফিস ও ৬৯০৪ জনবল সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন প্রদান করা হয়। পরবর্তী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন অনুযায়ী পদ ও জনবল সৃজনে অর্থ বিভগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে উক্ত বিভাগ হতে ২৮টি নতুন অফিস ও ৪৬০০ জনবল সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ক্যাডার পদের সংখ্যা ৬৫৭টি। উক্ত সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মানুযায়ী সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। চলমান সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হতে আয়কর অনুবিভাগের অফিস ৬৮টি এবং জনবল ১৩,৫৩২ জনে উন্নীত হবে। ক্যাডার পদ ১৬৭৩ এ উন্নীত হবে। (২) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ আইন হিসেবে প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২৩ জুন ২০২৩ তারিখে প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। (৩) বাংলাদেশ ও হাঙ্গেরি এর মধ্যকার বিদ্যমান দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে প্রথম দফা সমঝোতা বৈঠক ০৮/১১/২০২২ তারিখে সংগঠিত হয়েছে। (৪) বাংলাদেশ ও ইরান এর মধ্যকার বিদ্যমান দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তি ০৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ইরানে স্বাক্ষর হয়। চুক্তিটি ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুসমর্থন লাভ করে।

		(৫) বাংলাদেশ ও মরিশাস এর মধ্যকার বিদ্যমান দ্বৈত করারোপণ পরিহার ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ সংক্রান্ত চুক্তি সংশোধনের জন্য উভয় দেশ ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে একটি খসড়া প্রটোকল স্বাক্ষর করে।
২.	কর্তৃপক্ষের সকল আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, নিয়ম-কানুন ইত্যাদির তালিকাসহ তার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণি-বিন্যাস (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)	আয়কর সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালার তালিকা নিম্নরুপঃ ১. আয়কর আইন, ২০২৩।

১.৮ শুল্ক অধিশাখার উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম:

১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারী) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন :

রাজস্ব আহরণের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯২ হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন নতুন দপ্তর গঠন করা হয়েছে এবং বিদ্যমান দপ্তরের জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১১ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগের সংস্কার, পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ এবং ২০২১ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন নতুন দুটি দপ্তর/অফিস যথা: কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট এবং কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) সৃজনের সময়ে BCS (Customs and Excise) ক্যাডারের নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

তাছাড়া, বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগের সাথে সামঞ্জস্যকরণ ও মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সাথে সঙ্গতি বিধানের জন্য ১৯৯৫ সালে The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর সংশ্লিষ্ট ধারার সংশোধনের মাধ্যমে BCS (Customs and Excise) ক্যাডার পদসমূহের পদনাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে, Bangladesh Civil Service (Customs and Excise) Composition and Cadre Rules, 1980 সংশোধনপূর্বক বিধিমালাটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারী) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ২০২৩ হিসেবে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের উদ্যোগ করা হয়েছে।

২. শূন্যপদে জনবল নিয়োগ:

বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারে প্রবেশ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার পদটি মাঠ পর্যায়ে সরাসরি রাজস্ব আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। বিগত ১০ বছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৩০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের কারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যয় নির্বাহ ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করছে। এ কারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ তথা রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিকল্পে সহকারী কমিশনার এর শূন্যপদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ২৩টি; ৪৩তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে ১৪টি এবং ৪৫তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে ৫৪টি পদে নিয়োগের অধিযাচন প্রেরণ করা হয়।

৪০তম বি.সি.এস. এর মাধ্যমে বি.সি.এস. (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের ৭২ (বাহাত্তর) জন সহকারী কমিশনারকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। উক্ত ৭২ (বাহাত্তর) জনের মধ্যে ৭০ (সত্তর) জন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে যোগদান করেন।

তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের অধীন বিভিন্ন কাস্টম হাউস/ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট/ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এবং অন্যান্য বিশেষায়িত দপ্তর/অফিসসমূহের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত

১১-২০তম গ্রেডের সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদে জনবল নিয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম আরও বেগবান করার লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

৩. বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে "Agreement on Co-operation and Mutual Assistance in Customs Matters" শীর্ষক চুক্তি অনুমোদন।

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান, বাণিজ্য সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ, শুল্ক ফাঁকি রোধে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দুই দেশের বন্ধুপ্রতীম সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে উভয় দেশের শুল্ক বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। খসড়া চুক্তিটি ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। চুক্তিটি কার্যকর হলে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত উপায়ে লাভবান হবে :

(ক) বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে;
(খ) দুই দেশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ সুসংহত হবে;
(গ) পণ্যের অবৈধ বাণিজ্য ও চোরাচালান প্রতিরোধে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;
(ঘ) এ ধরণের সহযোগিতা দু'দেশের অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর হবে;
(ঙ) এ ধরণের সহযোগিতা দু'দেশের অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর হবে;
(চ) শুল্ক বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাপানের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

৪. শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সম্প্রসারণ :

বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় রসদ যোগানের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসনিক ও কৌশলগত সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ার আউটপুটের মাইলফলক হিসেবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ আগামী ০২ (দুই) বছরের মধ্যে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। রাজস্ব আহরণের কাজের পরিধি বিস্তৃত বিধায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারনের মাধ্যমে আমদানি রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম দ্রুততর ও সহজীকরণ, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আদলে ঝুঁকি ব্যবস্থা পদ্ধতি সৃষ্টি, খালাসোত্তর নিরীক্ষা পদ্ধতি, এডভান্স রুলিং, প্রিএরাইভাল প্রসেসিং, এডভান্স প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম, অথোরাইজড ইকোনমিক অপারেটর পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সম্পসারণ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের ১১,৯২১টি নতুন পৃদ সৃজন এবং ১২টি নতুন অফিস/দপ্তর সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৬,১৯৬ (ছয় হাজার একশত ছিয়ানব্বই) টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পদ সৃজনের প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগের বিবেচনাধীন রয়েছে।

১.৯ উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২০২২-২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(১) Stamp Act, 1899 & The Stamp Duties (Additional Modes of Payment) Act, 1974-এর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৬৩২৬,০০,০০,০০০ টাকা লক্ষ্যমাত্রার ৬৬.০২% রাজস্ব আহরণ করা হয়।

(২) ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অর্জন ও প্রবৃদ্ধি:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
২০২২ – ২৩	৩,৭০,০০০	৩,৩১,৫০২.১৮	(+) ১০.১৯ শতাংশ
২০২১ – ২২	৩,৩০,০০০	৩,০১,৬৩৩.৮৪	(+) ১৫.২৬ শতাংশ
২০২০ – ২১	৩,০১,০০০	২,৬১,৬৮৯.২০	(+) ২০.৯০ শতাংশ

(৩) সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে আহরিত অর্থ দেশের ঘাটতি বাজেটে অর্থায়নসহ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (কোটি টাকায়)				
	বিক্রয়	মূল পরিশোধ	মুনাফা পরিশোধ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	১১৪২৭৫.০০	৭৯২৭৫.০০	৪২৬৭৫.০০	৩৫০০০.০০
অর্জন	৮০,৮৫৮.৬২	৮৪,১৫৪.৫৬	৪৪,৭৯৯.৭৪	-৩,২৯৫.৯৪
শতকরা হার	৭০.৭৬%	১০৬.১৬%	১০৪.৯৮%	-৯.৪১%

(৪) ট্যাকসেস আপিলাত ট্রাইব্যুনালের ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে কার্যক্রম- দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

আপীল মামলার সংখ্যা			
অর্থ বৎসর	দায়েরকৃত	নিষ্পত্তিকৃত	বৎসর শেষে পেন্ডিং
পূর্বের জের			২২১০
২০২২-২৩	৭,৯৮৭	৯,১১০	১০৮৭

(৫) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ:

ক্রম	**কার্যক্রম**
১.	গৃহীত মোট মামলা ২,৫৬৯টি
২.	নিষ্পত্তিকৃত মামলা ৪,০৮২টি
৩.	অনিষ্পন্ন মামলা ৫৮৭টি

১.১০ তথ্যসেবা প্রদান

জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। বিবেক ও বাক স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিককে এ বিভাগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়। এ বিভাগের তথ্য অধিকার আইন,

২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সুরাইয়া পারভীন শেলী, যুগ্মসচিব (শুল্ক) ও আপীল কর্তৃপক্ষ জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, সিনিয়র সচিব।

১.১১ মানবসম্পদ উন্নয়ন

চিত্র-২: সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ২০২৩, প্রশিক্ষণ একাডেমি, বিউরো, ঝিলংজা, কক্সবাজার বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। (২০২৩-০১-০৮)

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ২০২১-২২ অর্থবছরে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮, নথি ব্যবস্থাপনা, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি, প্রতিবেদন লিখন, সার-সংক্ষেপ লিখন, তথ্য অধিকার আইন, সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণমুখী স্কীম, শুদ্ধাচার, এপিএ, সরকারী আচরণ বিধিমালা-১৯৭৯ ও শৃঙ্খলা বিধিমালা-২০১৮ ইত্যাদি বিষয়ে ৬০-ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত মোট ৪৯টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মোট ৫২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১.১২ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.ird.gov.bd) রয়েছে যা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয়। এ ওয়েবসাইটে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য উপাত্ত নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এ কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। GRS, NIS, এবং APA ও বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিও ওয়েবাসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে ফেইসবুক পেজ ও ভিডিও বক্স রয়েছে যেখানে এ বিভাগ সম্পর্কিত কার্যক্রম, ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে Store Management System web application চালু করে বর্তমান ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থার মধ্যে সিসি টিভি ক্যামেরা ও ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

১.১৩ ই-নথি বাস্তবায়ন

চিত্র-৩: নথি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (*২০২৩-০৩-২০*)

সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে গত ২৮/১২/২০১৬ খ্রি: তারিখ হতে এ বিভাগে ই-নথি কার্যক্রম শুরু করে বর্তমানে চালু রয়েছে। বর্তমানে এ বিভাগের সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন' কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ই-নথির ব্যবহার হচ্ছে।

১.১৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

উদীয়মান প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা এবং সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অবশ্যই কর্তব্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এরই অংশ হিসেবে সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলের রূপকল্প হচ্ছে "সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা"।

শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় এ বিভাগের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে একটি নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনায় এ বিভাগের একজন যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে এক বছর মেয়াদী সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এর অংশ

হিসাবে ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে রেসপন্স ও ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেমের প্রবর্তন করা হয়েছে। অনলাইনে অভিযোগ (www.grs.gov.bd) গ্রহণের লক্ষ্যে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের কাজের গুণগত মান মূল্যায়ন এবং উত্তম চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। শুদ্ধাচার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১.১৫ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

চিত্র-৪:অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।
(২০২৩-০৬-২২)

চিত্র-৫: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) খসড়া চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত কর্মশালা (২০২৩-০৫-১১)

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮ তে বর্ণিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সরকারের অন্যান্য কৌশলপত্র, এ বিভাগের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে উল্লিখিত Key Performance Indicator (KPI) এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কর্মসূচির আলোকে এ বিভাগের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে।

১.১৬ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১ অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সরকারের অধিকাংশ সেবা এবং অফিস কার্যাবলি ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ সরকারের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য একক বৃহত্তম অর্থযোগানদাতা হিসাবে কাজ করছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ তাদের করদাতা ও গ্রাহক সেবার মান ও অফিসের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে। অধিকাংশ উদ্যোগ করদাতা সেবার পরিবেশকে অধিকতর সহজ ও দ্রুততর করে। একই সাথে মূল্য সংযোজন কর, কাস্টমস ও আয়কর অফিসের সাথে কায়িক যোগাযোগ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে করদাতার ব্যবসায়িক খরচ কম হচ্ছে। এছাড়াও, বিভিন্ন আদালতে চলমান সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার ডাটাবেজ সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য **"মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম"**, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলার তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত **"বিভাগীয় মামলার তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম"** অ্যাপ্লিকেশন এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য বেসরকারি বাড়ি ভাড়ার হার নির্ধারণের তথ্য নির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে **"সরকারি অফিস ভাড়া ব্যবস্থাপনা সিস্টেম"** সফটওয়্যারটি বর্তমানে চালু করা হয়েছে। এই উদ্ভাবন উদ্যোগগুলোর ফলে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সেবার মান সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.১৭ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভুক্ত কার্যক্রমের তালিকা:

(ক) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যেমাত্রা ৩,৮৫,৯২৫ কোটি টাকা অর্জন;
(খ) করনেট সম্প্রসারণ (কর জিডিপি অনুপাত ১০% এর উপর উত্তরণের লক্ষ্যে):
(i) আয়করদাতা বৃদ্ধি;

(ii) ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি;

(iii) শুল্ক ফাঁকি রোধ, সঠিক মূল্যায়ন;

(iv) যথাযথ স্ট্যাম্প শুল্ক নির্ধারণ, ফাঁকিরোধ;

(v) নন-ট্যাক্স আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; এবং

(vi) Secondary data ব্যবহারের মাধ্যমে করনেট এর আওতা বৃদ্ধির জন্য BRTA, DPDC, নির্বাচন কমিশন এবং সিটি করপোরেশন এ র সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ।

(গ) স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন:

- প্রযুক্তি সমৃদ্ধ রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আয়কর অনুবিভাগ এবং শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগ সম্প্রসারণ;
- National Single Window (NSW) প্রকল্পের আওতায় কাস্টমস সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমে ওয়ানস্টপ সার্ভিস সুবিধা প্রদান;
- আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ঘোষণা যাচাই, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দ্রুততার সাথে পণ্যচালান খালাসের লক্ষ্যে সকল কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস স্টেশনে Non-Intrusive Inspection (NII) প্রযুক্তির আধুনিক কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপন;
- পণ্য খালাস এবং যাত্রীর দ্রুত গমনাগমন নিশ্চিত করতে Advance Passenger Information System (API)/Passenger's Name Record (PNR) প্রচলন;
- পণ্যচালান দ্রুত খালাস, Compliance বৃদ্ধি এবং যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকল্পে আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Risk Management Unit) গঠন;
- রপ্তানিমুখী শিল্পের আমদানিকৃত উপকরণ খালাসে দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস এবং বন্ড সুবিধা অপব্যবহার রোধ কল্পে বন্ড সিস্টেম অটোমেশন করার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বন্ড অটোমেশন প্রজেক্ট এর কার্যক্রম গ্রহণ;
- VAT আহরণে টেকসই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য EFDMS চালুকরণ;
- শতভাগ e-TIN registration;
- শতভাগ e-Return চালুকরণ;
- e-TDS system এর মাধ্যমে ৫০০০ উৎসে কর কর্তকারী কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;
- Finantial Statement Audit এর ক্ষেত্রে Document Verification System (DVS) এর মাধ্যমে একক Financial Statements প্রণয়ন পদ্ধতি জোরদারকরণ;
- আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সময়পযোগিকরণ (আয়কর আইন, কাস্টমস আইন, স্ট্যাম্প আইন ও সঞ্চয় আইন);
- স্ট্যাম্পের কার্যক্রম প্রযুক্তি সমৃদ্ধকরণ ও স্ট্যাম্প শুল্ক আহরণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরকে "সঞ্চয় ও স্ট্যাম্প অধিদপ্তর" হিসাবে সৃজন; এবং
- ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলা ও আপীল মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকরণ।

(ঘ) বিনিয়োগ/ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি;

(i) আয়কর ব্যবস্থা সহজীকরণ;

(ii) আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম ও সাধারণ উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ;

(iii) Made in Bangladesh" ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে কর প্রণোদনা প্রদান:

(iv) দীর্ঘ মেয়াদি পুঁজি সংগ্রহে ও বন্ড মার্কেট সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

(v) দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে সহায়তা প্রদান;
(vi) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতে সহায়তা প্রদান;
(vii) পোশাক শিল্পের জন্য জন্য প্রণোদনা প্রদান;
(viii) রপ্তানি খাতে প্রণোদনা প্রদান;
(ix) তথ্য প্রযুক্তি খাতে সহায়তা প্রদান;
(x) কর্মসংস্থান তৈরিতে কর অবকাশের সুবিধা প্রদান;

১.১৮ ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১, এসডিজি ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০ বাস্তবায়ন;

ক) ভিশন-২০২১ এর অর্জিত লক্ষ্যসমূহের তালিকা:

- ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ও মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.২৬ :

কোটি টাকায়

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
২০১১-১২	৯২৩৭০	৯৫০৫৮.৯৯	১৯.৭২%
২০১২-১৩	১১২২৫৯	১০৯১৫১.৭৩	১৪.৮৩%
২০১৩-১৪	১২৫০০০	১২০৮১৯.৮৫	১০.৬৯%
২০১৪-১৫	১৩৫০২৮	১৩৫৭০০.৭০	১২.৩২%
২০১৫-১৬	১৫০০০০	১৫৩৬২৬.৯৬	১৩.২১%
২০১৬-১৭	১৮৫০০০	১৭১৬৫৬.৪৪	১১.৭৪%
২০১৭-১৮	২২৫০০০	২০২৩১২.৯৪	১৭.৮৬%
২০১৮-১৯	২৮০০৬৩	২২০৭৭১	৯.১২%
২০১৯-২০	৩০০৫০	২১৬৪৫১.৭৭	-১.৯৬%
২০২০-২১	৩০১০০০	২৬১৬৮৯.২০	২০.৯০%

- অনলাইনে ভ্যাট আহরণ;
- রপ্তানি খাতে সহায়তা এবং “Made in Bangladesh” ব্রান্ডিং- কে কর প্রণোদনা প্রদান;
- ৭০০০ ইএফডি/এসডিসি মেশিন স্থাপন;
- e-TDS system এ ৪৫০০ কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন সম্পন্নকরণ;
- বাণিজ্য কার্যক্রমকে সহজ এবং গতিশীল করার উদ্দেশ্যে রাজস্ব বোর্ড Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থা;
- অটোমেটেড রিক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে কাস্টমস রিক্স ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপন।
- শুল্ক বন্দর ও শুল্ক স্টেশনে আধুনিক স্ক্যানিং সিস্টেম স্থাপন।

খ) অর্জিত লক্ষ্যসমূহের টেকসই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের গৃহীত কার্যক্রম : রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও টেকসই করণের জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল সিস্টেম (e-Return System) চালু করা হয়েছে।
- e-TIN (e-TIN registration system) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- e-TDS system (Electronic Tax deduction at Source) চালু করা হয়েছে।
- যথাযথ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ৭৮৩২ টি EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

- ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট আদায় নিশ্চিত ও EFDMS এর সফল বাস্তবায়ন এর উপর জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
- Document Verification System (DVS) প্রবর্তন করা হয়েছে।
- ASYCUDA সিস্টেমে শুল্কায়ন করা হচ্ছে।

গ) ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে ক্ষেত্রভিত্তিক সর্বশেষ কার্যক্রম:

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের লক্ষ্য শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন। এ বিভাগের ভিশন "অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ" এলক্ষ্যে কর জিডিপি অনুপাত ১৫% এ উন্নীতকরণ। এ লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে।

ঘ) ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর লক্ষ্যেসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীতব্য কার্যক্রমে তালিকা:

(১) ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ; (২) ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; (৩) ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন, (৪) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (৫) পানির নিরাপত্তা এবং পানির ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি (৬) সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা (৭) জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা (৮) অন্ত: ও আন্ত:দেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যক্রর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা এবং (৯) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এর অংশ। Internal Resource Mobilization এর মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম সম্পন্নকরণে সহায়তা প্রদান করবে।

১.১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগসমূহের মধ্যে ২টির বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ:

- স্বয়ংক্রিয় সঞ্চয় স্কিম চালুকরণ;
- স্বয়ংক্রিয় রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
- ডিজিটাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা:

  (i) ই-নথির ব্যবহার,

  (ii) এসিআর ইনফরমেশন Web-App,

  (iii) স্বয়ংক্রিয় স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম,

  (iv) ফরেন ভিজিট ট্র্যাকার এবং বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যার (PBRIS)।

নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমসমূহ:

- বিসিএস (কর) এবং বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রায় ৪০% নারী কর্মকর্তা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নারী কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পদায়ন করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তার মালিকানাধীন SME খাতের কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভারের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়কে করমুক্ত করা হয়েছে।
- নারী-শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত গার্লস-স্কুল বা কলেজ এবং ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে প্রদত্ত অনুদানকে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

১.২০ মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা:

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ আয়কর অনুবিভাগের বিদ্যমান ৪০ টি কর অঞ্চল/কর আপীল অঞ্চল/বিশেষায়িত অফিসের অতিরিক্ত আরও ৩২ টি কর অঞ্চল/কর আপীল অঞ্চল/বিশেষায়িত অফিস স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আয়কর অনুবিভাগের সম্প্রসারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৬৮৭৬টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের বিদ্যমান ২৯ টি কাস্টম হাউস, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট/আপীল কমিশনারেট বিশেষায়িত অফিসের অতিরিক্ত আরও ৩১ টি নতুন অফিস সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগের সম্প্রসারণের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ৬১৯৬টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে;
- আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আইনগুলোকে সময়পযোগিকরণ (আয়কর আইন, কাস্টমস আইন, স্ট্যাম্প আইন ও সঞ্চয় আইন) করা হচ্ছে।

১.২১ আইন/বিধি সংক্রান্ত (কাস্টমস ও ভ্যাট)

- Bangladesh Civil Service (Customs and Excise) Composition and Cadre Rules, 1980 হালনাগাদপূর্বক "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কাস্টমস এবং ভ্যাট) গঠন ও ক্যাডার বিধিমালা, ২০২৩" প্রণয়নের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের, শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (রাজস্ব কর্মকর্তা ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ব্যতীত) সমন্বিত নিয়োগ বিধিমালা এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.২২ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

ক্রম	প্রকল্পের	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী)	স্থির চিত্র	সংশ্লিষ্ট জেলা (সমূহ)	মন্তব্য
০১.	'সাতক্ষীরা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা এলসি স্টেশন নির্মাণ' প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩) **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৪৪.২৫ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি)	(ক) সাতক্ষীরা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগীয় দপ্তর এবং ভোমরা শুল্ক স্টেশন এর ভৌত সুবিধা বৃদ্ধি করা; (খ) ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধির মাধ্যমে সাতক্ষীরা অঞ্চলে শুল্ক ও ভ্যাট আহরণ বৃদ্ধি করা যাতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ সম্ভব হয়; (গ) কাস্টমস, শুল্ক ও ভ্যাট আদায় কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি করা; (ঘ) সাতক্ষীরা অঞ্চলে বিসিএস (কাস্টমস ও এক্সাইজ) ক্যাডার এর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন নন-ক্যাডার কর্মকর্তাকে উন্নত আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ; (ঙ) সুষ্ঠ, স্বাস্থ্যকর ও সুপরিসর দাপ্তরিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যার ফলে কাস্টমস ও ভ্যাট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায়; এবং	সমাপ্ত	সাতক্ষীরা	প্রকল্পটি জুন/২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

		(চ) সরকারি রাজস্ব আহরণে সেফগার্ড নিশ্চিত করা।			
০২.	**বন্ড ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)** (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৪) **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৯৩.০১৯৮ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি)	এ প্রকল্পটি জুন, ২০২৪-এ সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন Customs Bond Management System (CBMS) নামীয় ওয়েব-বেজড অটোমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হবে। ১) বন্ড ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক কর্মপদ্ধতিতে পূর্ণস্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে; ২) স্থানীয় বাজারে অবৈধভাবে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্ট অসম প্রতিযোগিতা হতে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সুরক্ষিত হবে; ৩) ব্যবসা পরিচালন ব্যয় ও সময় হ্রাস পাবে; ৪) সেবা প্রদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে; ৫) আদালতে সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা হ্রাস হবে এবং সকল মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ করা যাবে; ৬) কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন ও আয়করসহ প্রযোজ্য শুল্ক করাদি সংক্রান্ত রাজস্ব সুরক্ষিত হবে; ৭) পুরাতন ও নতুন ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটা আর্কাইভ ও ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আধুনিকায়ন সম্ভব হবে; ৮) তৃতীয় পক্ষের সিস্টেম (Bangladesh Bank, BGMEA/ BKMEA and NBR-ASYCUDA World, IVAS)-এর সাথে ইন্টিগ্রেশনের ফলে তথ্যের সঠিকতা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিশ্চিত করা যাবে; ৯) সিস্টেমেটিক রিকনসিলিয়েশন পদ্ধতির মাধ্যমে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামালের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত পণ্যের রপ্তানি নিশ্চিত করা যাবে; ১০) দাপ্তরিক কার্যক্রমে কাগজের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। অর্থাৎ সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে। ১১) উল্লিখিত সফটওয়্যারের ২৪টি মডিউলের মধ্যে ৩টি মডিউল ডেভেলপমেন্ট শেষে **GO Live করা হয়েছে, ৯টি মডিউল পাইলটিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ২টি মডিউল চূড়ান্তভাবে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং অব**শিষ্ট ১০টি মডিউলের ডেভেলপামেন্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	অনলাইন প্রকল্প (চলমান)	সমগ্র বাংলাদেশ।	প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত হবে।
০৩.	**ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)** (জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২৩) **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৫৮৪.৯৫ কোটি **প্রকল্প সাহায্য:** (বিশ্ব ব্যাংক) ৫২৯.২৯ কোটি **জিওবি:** ৫৫.৬৬ কোটি	ক) ইলেকট্রোনিক, অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রক্রিয়া দ্রুততর ও স্বচ্ছতর করা; খ) আন্তর্জাতিক পণ্য খালাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা; গ) ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় ও সময় হ্রাস করা; ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রশাসনকে উন্নত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য তথ্যের উৎস বৃদ্ধি করা; ঙ) নিবন্ধিত বেসরকারি স্টোকহোল্ডার এবং সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য একটি সুশৃঙ্খল ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারকারী-বান্ধব ইলেকট্রোনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;	অনলাইন প্রকল্প (চলমান)	সমগ্র বাংলাদেশ।	চলমান প্রকল্প

		চ) আমদানিকারক/রপ্তানিকারক ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্বচ্ছ ও দক্ষ করা।			
০৪.	**খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প** (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪) **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৭১.৭৬ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি)।	ক) উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে খুলনা শহরে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত্য দপ্তরসমূহের বিপুল বাড়ি ভাড়া সাশ্রয় হবে। খ) কর বিভাগ খূলনার বিভাগীয় দপ্তরসমূহের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধি হবে এবং ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধির মাধ্যমে খূলনার কর বিভাগের অব্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ সম্ভব হবে। গ) আয়কর ও অন্যান্য কর আদায় কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি হবে এবং খুলনা অঞ্চলে বিসিএস (কর) ক্যাডার-এর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন নন-ক্যাডার কর্মকর্তাকে উন্নত অফিস সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ; ঘ) সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও সুপরিসর দাপ্তরিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যার ফলে আয়কর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি এবং সরকারি রাজস্ব আহরণে সেফগার্ড নিশ্চিত করা।	চলমান প্রকল্প	খুলনা	৩০ জুন, ২০২৪ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
০৫.	**হিলি, বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প** (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪) **প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৮০.৬১ কোটি (সম্পূর্ণ জিওবি)।	ক) উত্তরাঞ্চলের হিলি, বুড়িমারি ও বাংলাবান্ধা স্থল শুল্ক স্টেশনসমূহের আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক আদায় বৃদ্ধি করা যাতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ সম্ভব হয়; খ) আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ও ভ্যাট আদায় র্কাযক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকি বৃদ্ধি করা; গ) এলসি স্টেশনসমূহে কর্মরত বিসিএস (শুল্ক ও ভ্যাট) ক্যাডার-এর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন নন-ক্যাডার কর্মকর্তাকে উন্নত আবাসিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ; ঘ) সীমান্ত এলাকায় শুল্ক ও আবগারী কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে চোরাচালান এবং অবৈধ বাণিজ্যের প্রসার রদ করা; ঙ) সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর ও সুপরিসর দাপ্তরিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যার ফলে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক আদায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায়; চ) সরকারি রাজস্ব আহরণে সেফগার্ড নিশ্চিত করা। ছ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্থানীয় জনগণের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যেহেতু রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে সে কারণে বর্ধিত রাজস্ব আয়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। এর ফলে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।	চলমান প্রকল্প	হিলি, বুড়িমারী, বাংলাবান্ধা	চলমান প্রকল্প
০৬.	**সাউথ এশিয়া সাবরিজিওনাল ইকনমিক কোঅপারেশন (SASEC) ইনটিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশ (০১ এপ্রিল, ২০২২ হতে ৩০ জুন, ২০২৬)**	ক) প্রকল্পটি World Trade Organization (WTO) এর Trade Facilitation Agreement (TEA) এর বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে। খ) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের চলমান Customs Reform and Modernization Initiatives এর আওতায় Customs Strategic Action Plan 2019-2022 এর বাস্তবায়নের সাথে সংগতিপূর্ণ এছাড়া প্রকল্পটি SASEC এর Rey Sector হিসেবে Trade	অনলাইন প্রকল্প (চলমান)	সমগ্র বাংলাদেশ।	নতুন অনুমোদিত

	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩১৩.০০ কোটি **প্রকল্প সাহায্য:** ২৬৩.৫০ (এডিবি) কোটি **জিওবি:** ৪৯.৫০ কোটি	Facilitation and Customs Modernization এর উন্নয়নের সাথে সংগতিপূর্ণ, যা প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বাংলাদেশের Border Crossing Point গুলোর ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। গ) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।			

১.২৩ জনবল কাঠামো :

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর পদ ভিত্তিক মোট পদের সংখ্যা

(১) প্রশাসনিক

হালনাগাদ

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর পদ ভিত্তিক শূণ্য পদের সংখ্যা

ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূণ্য	মন্তব্য
০১.	সিনিয়র সচিব/সচিব	১	১	-	
০২.	অতিরিক্ত সচিব	১	-	১	
০৩.	যুগ্মসচিব	২	২	-	
০৪.	উপসচিব	৫	৪	১	
০৫.	সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব	১	-	১	
০৬.	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	১২	৭	৫	
০৭.	গবেষণা কর্মকর্তা	১	-	১	
০৮.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-	
০৯.	সিস্টেম এনালিষ্ট	১	১	-	
১০.	প্রোগ্রামার	১	১	-	
১১.	সহকারী প্রোগ্রামার	২	১	১	

১২.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	-	
	মোট=	**২৯**	**১৯**	**১০**	
১৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩	৯	৪	২টি পদ সরাসরি পুরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২টি পদ পদোন্নতি কোটায় পুরণ করা হবে।
১৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭	৫	২	পদোন্নতি প্রদানযোগ্য পদ।
১৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	-	
	মোট=	**২১**	**১৫**	**৬**	
১৬.	হিসাবরক্ষক	১	১	-	
১৭.	ক্যাশিয়ার	১	১	-	
১৮.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	৪	-	
১৯.	কম্পিউটার অপারেটর	৪	১	৩	
২০.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯	৯	--	
২১.	গাড়িচালক	১	১	-	
২২.	ক্যাশ সরকার	১	-	১	
	মোট=	**২১**	**১৭**	**৪**	
২৩.	দপ্তরী	১	১	-	
২৪.	ডেসপাস রাইডার	১	১	-	
২৬.	ফটোকপি অপারেটর	১	১	-	
২৭.	অফিস সহায়ক	১৯	১৫	৪	
	মোট=	**২২**	**১৮**	**৪**	
	সর্বমোট=	**৯৩ টি**	**৬৯**	**২৪**	

২. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৯৩	৭০	২৩	-	-
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২২২১০	১৪৩২৩	৭৮৮৭	-	-
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৪৬০	৩০২	১৫৮	৯৬	-
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৫৩	৭৭	৭৬	২৬	-
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	৬৫	৫০	১৫	-	-
মোট	**২২৯৮১**	**১৪৮২২**	**৮১৫৯**	**১২২**	**-**

৩. শূন্যপদের বিন্যাস

অফিস	অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০১	-	০৯	০৬	০৩	০৪	২৩
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	-	-	৫৪০	২৩১৮	৪০৮৫	৯৪৩	৭৮৮৭
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	-	-	১৫	৩০	৭৯	৩৪	১৫৮
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	১৩	-	৩০	৩৩	৭৬
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	০৩	০১	০৮	০৩	১৫
মোট=	০১	-	৫৮০	২৩৫৫	৪২০৫	১০১৭	৮১৫৯

৪. নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	-	-	-	-	১৪	১৪	-

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	২২৪	৩৯	২৬৩	৩৪৯	৪৬৮	৮১৭	-
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	-	০২	০২	-	-	-	-
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	০১	০১	-	-	-	-
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-	-
মোট=	২২৪	৪২	২৬৬	৩৪৯	৪৮২	৮৩১	-

১.২৪ অডিট আপত্তি

(১) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্রম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	১৬	.৩৬	১৬	৪	-	১২	
০২.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৮২৭০	২৬১৩০.৬৩	৭৪০৮	১০০৬	৯৭০৩.৩২	৬৯৯০	২১৩০৯.৫৬
০৩.	জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৩১	৪৯৪.৫৮	০১	১৪	২৭৪.৩৬	১৭	২২০.২২
০৪.	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-	-
০৫.	কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-	-
	সর্বমোট	৮৩১৭	২৬৬২৫.৫৭	৭৪২৫	১০২৪		৭০১৯	

(২) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
		চাকুরিচ্যুতি / বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
	১	২	৩	৪	৫	৬
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	-	-	-	-	-	-

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	১১০	০২	২৪	২৪	৫০	৭৫
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	০৪	-	-	-	-	০৪
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-	-	-	-	-

১.২৫ মানবসম্পদ উন্নয়ন

১. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	১	২
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০২	৫৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৩১	৮৭৬
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	৪৪	১১৮৫
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	১৯	১৩৫
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-

২. মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে তার বর্ণনা:

(১) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ- ২৬টি, (২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- ০০টি, (৩) জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর- ০৬টি, (৪) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল- ০৬টি।

৩. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
	১	২
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০৮	১৮২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	০৯	৩১৭
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর	১৩	৪৬৩
ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	০৭	১৯
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল	-	-

১.২৬ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৫৯৩	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২৫৫	৩৩১

১.২৭ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা :

- আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অটোমেশন এবং পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- রাজস্ব আয় বাড়ানোসহ করের পরিধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট ও সঞ্চয় অফিস স্থাপন;
- জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে আয়কর, ভ্যাট এবং সঞ্চয় অফিসসমূহকে একই কমপ্লেক্সে আনয়ন ও আধুনিকায়ন;
- আমদানি, রপ্তানি ও ট্রানজিটের ক্ষেত্রে One Stop Service প্রদানের জন্য সকল সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে একটি Virtual Electronic Platform-এ আনয়নের লক্ষ্যে National Single Widnow (NSW) বাস্তবায়ন;
- Authorized Economic Operator (AEO) পদ্ধতি কার্যকরভাবে সচল রাখা;
- The Customs Act, 1969; The Income Tax Ordinance, 1984 ও Stamp Act, 1899 কে আধুনিক, যুগোপযোগী ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্থির চিত্র:

চিত্র-৬ : বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

চিত্র-৭ : আগারগাঁওস্থ নবনির্মিত রাজস্ব ভবন পরিদর্শন ও উদ্বোধন।

চিত্র-৮ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং খুলনা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, খুলনার প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় সিনিয়র সচিব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

চিত্র-১ : নবনির্মিত রাজস্ব ভবন

২.১ পরিচিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (জারাবো) সরকারের রাজস্ব প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সংস্থা। এর মূল কাজ হল কাস্টমস, মূসক ও আয়কর এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও রাজস্ব আহরণ করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীন চারটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। আইআরডির অধীন চারটি সংস্থার অন্যতম জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব পদাধিকারবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান। শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর বিষয়ক যাবতীয় নীতি প্রণয়নসহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব নীতি/আইন প্রণয়ন বোর্ডের অন্যতম প্রধান কাজ।

২.২ প্রতিষ্ঠা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি দক্ষ রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

২.৩ গঠন

পদাধিকারবলে সিনিয়র সচিব/সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) অনুবিভাগের আটজন এবং শুল্ক ও মূসক (পরোক্ষ কর) অনুবিভাগের সাতজন সদস্য এবং বোর্ড প্রশাসনে অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন সদস্য পদস্থ থাকেন। সদস্যদের মধ্যে আয়কর (প্রত্যক্ষ কর) অনুবিভাগ থেকে তিনজন এবং শুল্ক ও মূসক (পরোক্ষ কর) অনুবিভাগ থেকে তিনজন, মোট ছয়জন সদস্য গ্রেড-১ ভূক্ত কর্মকর্তা এবং বাকী সদস্যগণ গ্রেড-২ ভূক্ত কর্মকর্তা।

২.৪ কার্যাবলী

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ, পরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও আহরণ;
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণ সম্পর্কিত আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা প্রদান এবং বিশ্লেষণ;
- ন্যায়নীতি নির্ভর এবং গ্রাহকবান্ধব পরিবেশে আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক,আবগারি ও আয়কর আহরণে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- কর নীতি ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় রাজস্ব বাজেট প্রস্তুতকরণে, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশসমূহের সঙ্গে সাধারণ সহযোগিতা চুক্তি, অনুদান ও ঋণ এবং কর সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;
- স্বেচ্ছা প্রতিপালনে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে করদাতা এবং রাজস্ব আহরণের পরিধি বৃদ্ধি ও সঠিক কর নিরুপণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ ও গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা;
- কর ফাঁকিরোধ, চোরাচালান প্রতিরোধ, আমদানি-রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষে সরকারি নীতি প্রণয়ন;

২.৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সাম্প্রতিকালে চালু ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীণ অটোমেশন কার্যক্রম

২.৫.১ কাস্টমস

- ASYCUDA World System বর্তমানে ০৬ টি কাস্টম হাউজসহ মোট ৪৪টি কাস্টম স্টেশনে চালু রয়েছে;
- কন্টেইনার, ব্যাগেজ স্ক্যানার স্থাপন;

- রেমন স্পেকটোমিটার এর সাহায্যে রাসায়নিক পন্য দ্রুত খালাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- e-Payment/অনলাইনে শুল্ক-কর পরিশোধে Real Time Gross Settlemet (RTGS/শতভাগ ইলেকট্রনিক Payment নিশ্চিতকরণ;
- বিভিন্ন সংস্থার সাথে পযায়ক্রমিক Access Point Integrity (API) স্থাপন;
- কুরিয়ার সার্ভিসের পন্য দ্রুত খালাসের জন্য Standard Operation Procedure (SOP) করা হচ্ছে;
- স্থানীয়ভাবে নিজস্ব উদ্যোগে Small Inovation Project (SIP) Sub-System নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি ও চালু;
- কাস্টমস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের জন্য National Enquiry Point (NEP) চালু করা হয়েছে;
- Bond Automated, National Single Window (NSW) প্রক্রিয়াধীন।

২.৫.২ ভ্যাট

- নতুন ভ্যাট আইনের আওতায় অনলাইনভিত্তিক iVAS (Vat Automation System) পরিপূর্ন কাযক্রম শুরু করেছে;
- রিটার্ন দাখিলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো কর পরিশোধ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অনলাইনে কর পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারফেস স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;
- মূল্য সংযোজন কর আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধান সহজীকরণ করা হয়েছে;
- ব্যবসায়ী ও সেবার ভ্যাট আদায়ে Electronic Fiscal Device Management System EFDMS চালু;
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডিজিটালাইজড কর-প্রশাসন গঠনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের cost of doing business উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কর প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে;
- অনলাইনে রাজস্ব পরিশোধ A-Challan/e-challan ব্যবহার;
- ব্যাংক ও বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের System Integration চলমান;
- স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ;
- মূসকের হার বৃদ্ধি না করে আওতা বৃদ্ধি;
- বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তথ্য আদান প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃসংযোগ স্থাপন (API)

২.৫.৩ আয়কর

- e-TIN registration system সরকারের গত মেয়াদ হতে এ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় বেগবান করার লক্ষ্যে Bangladesh Road Transport Authority (BRTA), অর্থ বিভাগের iBAS++ সিস্টেম, Integrated Vat Automation System (IVAS), National Telecommunication Monitoring Center (NTMC), Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) এর সাথে integration সম্পন্ন হয়েছে। অতি সম্প্রতি Dhaka Power Distribution Company Ltd. এর সাথে তথ্য বিনিময়ের দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে;

- অনলাইনে Return প্রদান e-filling System সম্পন্ন হয়েছে;
- উৎস কর আহরণ সম্পর্কিত Electronical Tax Deducted Add Source (ETDS) চালু রয়েছে;
- আয়কর রিটার্ন দাখিলে অটোমেশন ও অনলাইন ভেরিফিকেশন
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিৎ করার লক্ষ্যে ও সময়োপযোগী নিরবচ্ছিন্নভাবে Digitally সেবা প্রদানের নিমিত্তে www.incometax.gov.bd পোর্টালে Hyperlink এর মাধ্যমে Tax office management system এবং Return Verify System গত ০৫.০৭.২০২২ খ্রি. তারিখ সংযোজন করা হয়।
- ePayment এ অর্থ বিভাগের অটোমেটেড চালান তথা A-Challan এর Application Programmable Interface (API) স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। A-Challan ব্যবহার করে ২৫(পঁচিশ) টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অনলাইনে এবং ৫১ (একান্ন) টি তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে অফলাইনে তথা Over the Counter (OTC) চালান সম্পন্ন করা যাচ্ছে। A-Challan ব্যবহার করে Mobile Financial Service তথা Rocket, bKash, Nagad, TAP ব্যবহার করেও অনলাইনে চালান সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

২.৬ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- অনলাইনে কর প্রদানে সর্বক্ষেত্রে এ-চালানের প্রচলন।
- ডিজিটাল আয়কর অডিট ব্যবস্থাপনা।
- অনলাইন মূসক রিটার্ন দাখিল ১০০% এ উন্নীতকরণ
- ভ্যাট ও আয়করের নেট বৃদ্ধি
- কর আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধি
- কর প্রদান সহজীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ

২.৭ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো:

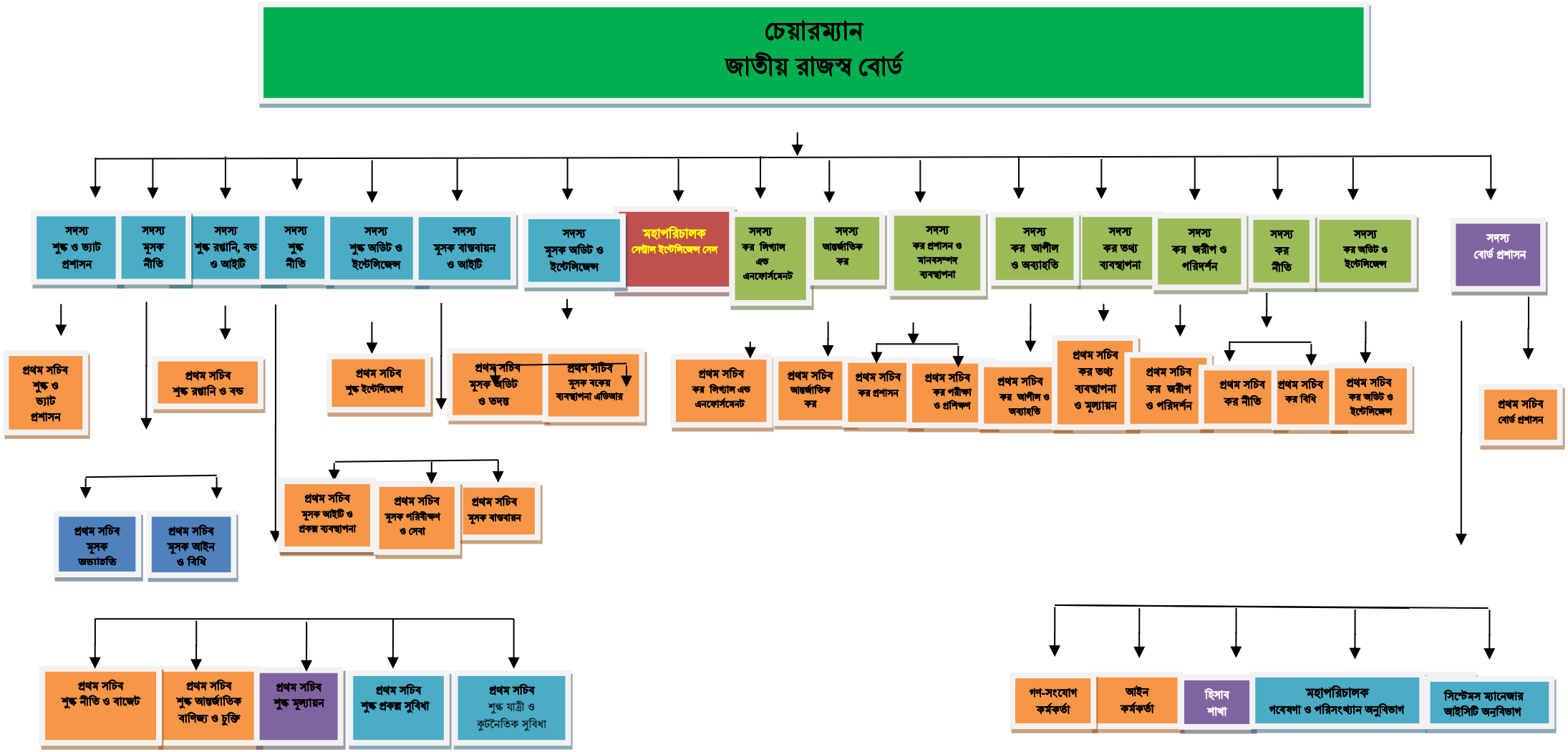

২.৮ রাজস্ব পরিসংখ্যান

গত ৪ বছরের আহরণের প্রধান তিনটি করের অনুপাত

(রাজস্ব সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

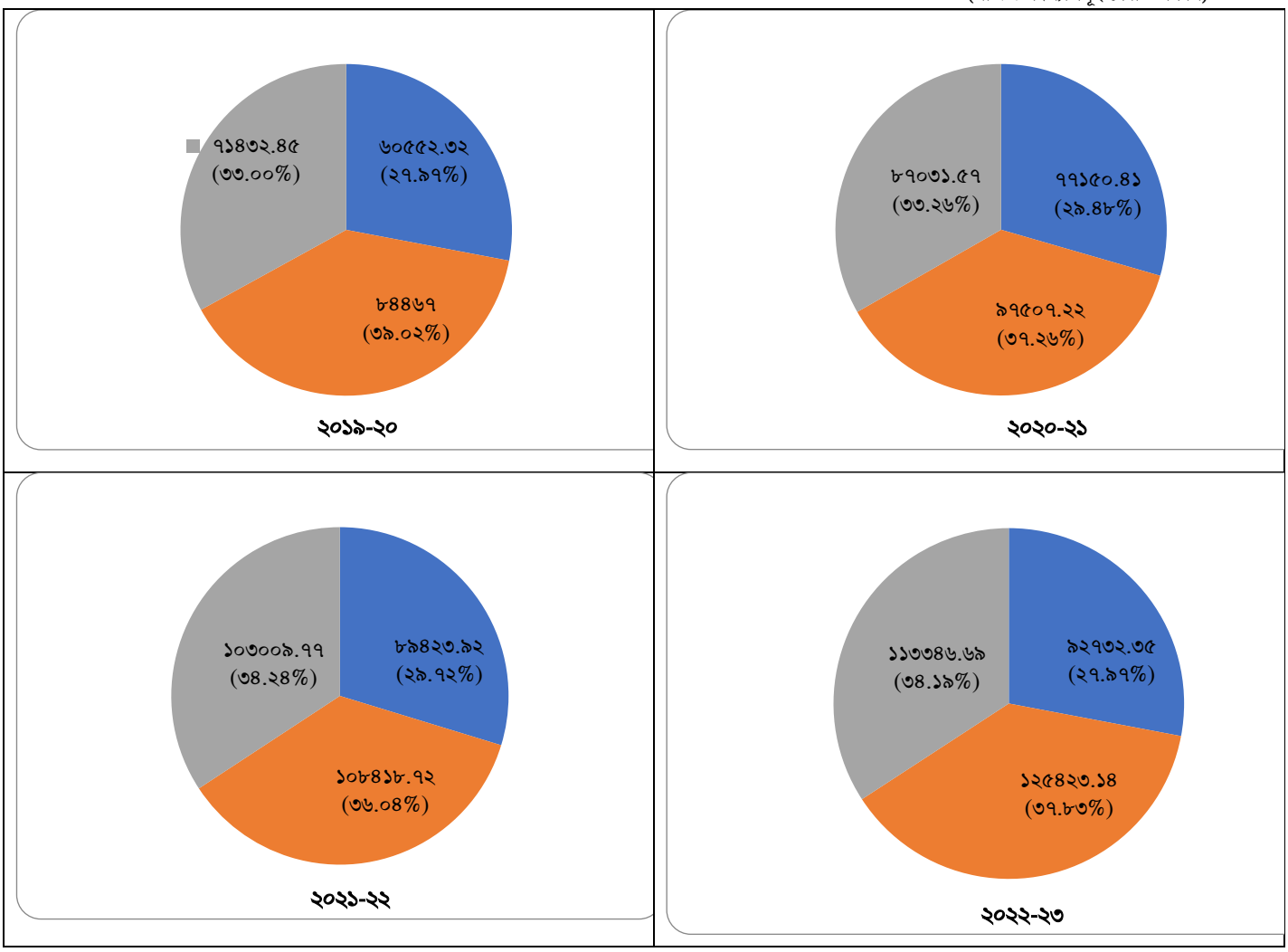

১৯৭২-৭৩ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধান তিনটি করের আহরণ প্রবণতা

(রাজস্ব সংক্রান্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

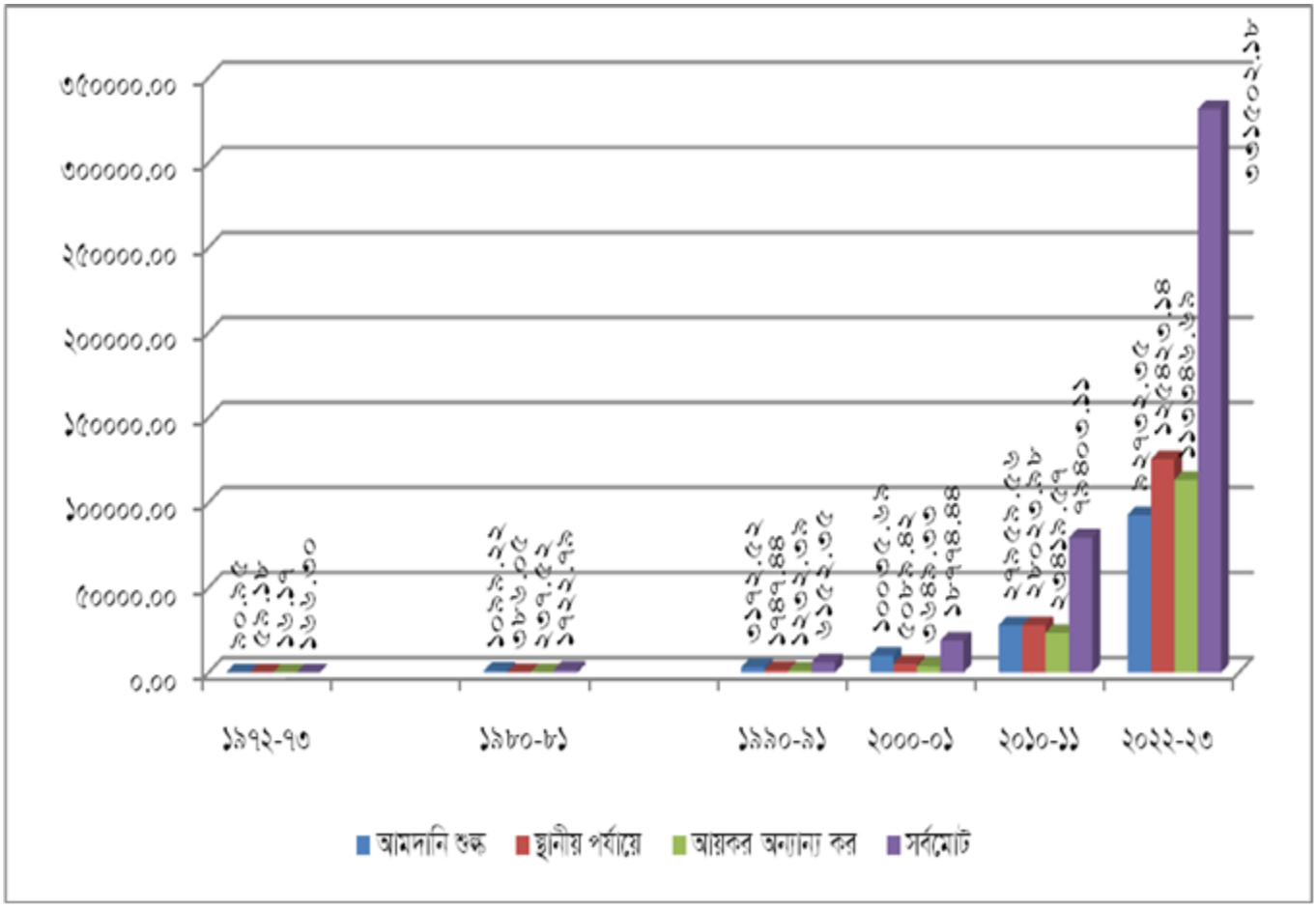

- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অর্থবছর ১৯৭২-৭৩ এ রাজস্ব আহরণ হয় ১৬৬ কোটি টাকা, যেখানে আয়করের অবদান ছিল ৯.৭২%, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আয়করের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.১৯%।
- ১৯৭২-৭৩ সালে মোট রাজস্ব আহরণে আবগারী ও বিক্রয় করের অবদান ছিল ৩৫.৫৯% এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এর অবদান বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭.৮৩%
- ১৯৭২ সালে, আমদানি শুল্কের অবদান ছিল ৫৪.৬৯%, পরবর্তীতে বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ এবং ট্যারিফ সুষমকরণ নীতির আওতায়, আমদানী শুল্কের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায়, আমদানী শুল্ক ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে।
- সময়ের পরিক্রমায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে ৯২,৭৩২.৩৫ কোটি টাকা, স্থানীয় পর্যায়ে মূসক ১২৫৪২৩.১৪ কোটি টাকা এবং আয়কর ও অন্যান্য কর হতে ১,১৩,৩৪৬.৬৯ কোটি টাকা সহ সর্বমোট রাজস্ব আহরণ (সাময়িক) কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৩১,৫০২.১৮ কোটি টাকা। গত ৫০ বছরের তুলনায় রাজস্ব বেড়েছে ১৯৯৭ গুন।

বছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহের মোট লক্ষ্যমাত্রা এবং আহরণ

(রাজস্বসংক্রান্ত সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

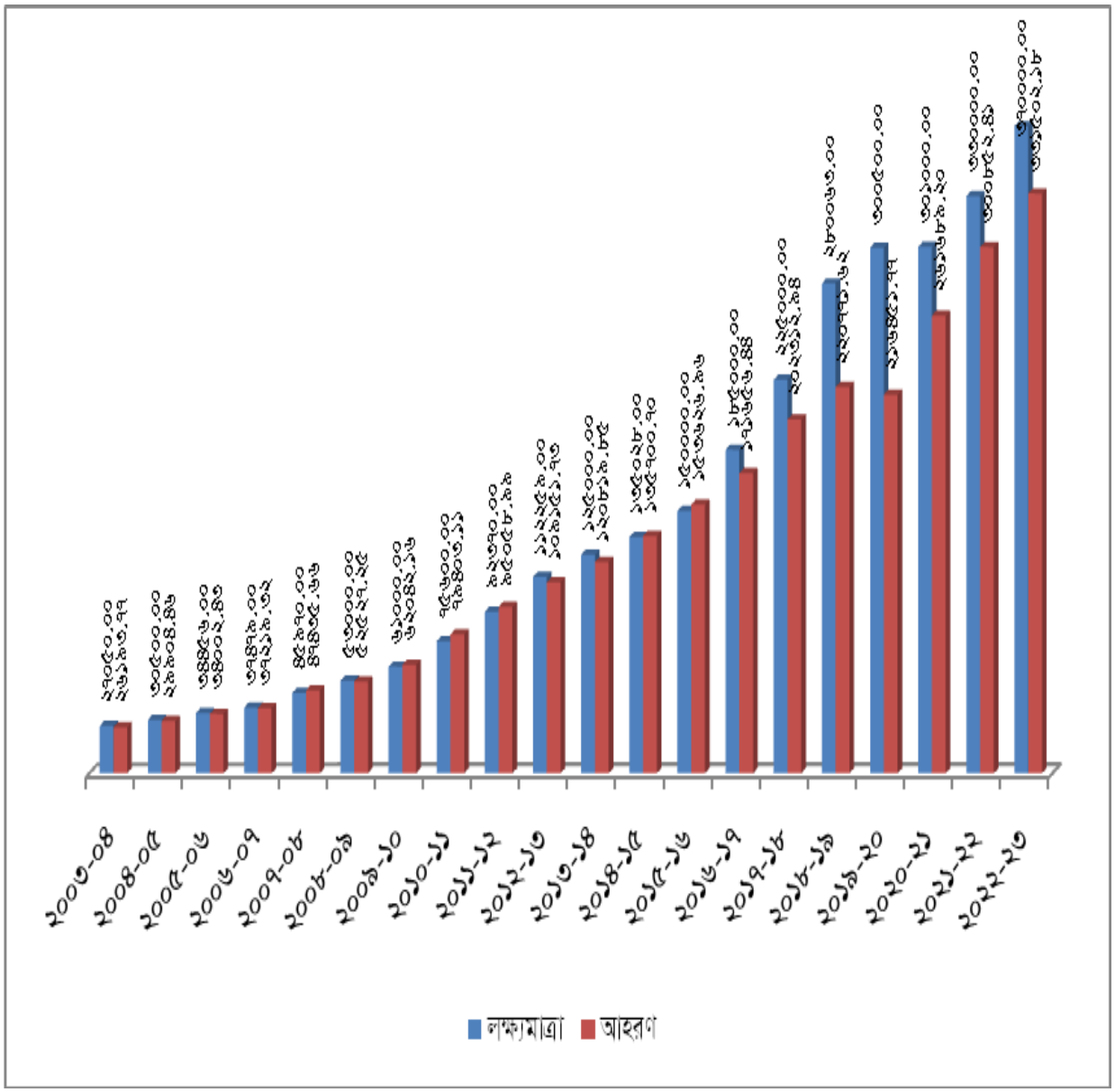

২০১২-১৩ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান খাতভিত্তিক, লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, প্রবৃদ্ধি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১২-১৩			২০১৩-১৪		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৩৫৬০০.০০	৩২৩১২.৫১	৩.০৬%	৩২৮৭০.০০	৩৩২৪৪.৯২	২.৮৯%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	৪০৪০০.০০	৩৯১২৮.৭৬	১৩.১৮%	৪৬৮৫০.০০	৪৩৭২৬.৪১	১১.৭৫%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৩৬২৫৯.০০	৩৭৭১০.৪৬	২৯.৪৪%	৪৫২৮০.০০	৪৩৮৪৮.৫২	১৬.২৮%
সর্বমোট		১১২২৫৯.০০	১০৯১৫১.৭৩	১৪.৮৩%	১২৫০০০.০০	১২০৮১৯.৮৫	১০.৬৯%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১৪-১৫			২০১৫-১৬		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৩৭৫০০.০০	৩৮৩৩৩.৩৭	১৫.৩১%	৪২৫০০.০০	৪৫১৯৯.০১	১৭.৯১%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	৪৮২৬৪.০০	৪৯০১৩.৫৩	১২.০৯%	৫৪০৬৪.০০	৫৬০৮০.৬৬	১৪.৪২%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৪৯২৬৪.০০	৪৮৩৫৩.৮০	১০.২৭%	৫৩৪৩৬.০০	৫২৩৪৭.২৯	৮.২৬%
সর্বমোট		১৩৫০২৮.০০	১৩৫৭০০.৭০	১২.৩২%	১৫০০০০.০০	১৫৩৬২৬.৯৬	১৩.২১%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১৬-১৭			২০১৭-১৮		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৫৫০০০.০০	৫৪২৮১.৮৭	২০.১০%	৬৪০০০.০০	৬১২৭৮.৫৫	১২.৮৯%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	৬৬০০০.০০	৬৩৫৬২.৪২	১৩.৩৪%	৮৩০০০.০০	৭৮৬৯৩.৯৭	২৩.৮১%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৬৪০০০.০০	৫৩৮১২.১৫	২.৮০%	৭৮০০০.০০	৬২৩৪০.৪২	১৫.৮৫%
সর্বমোট		১৮৫০০০.০০	১৭১৬৫৬.৪৪	১১.৭৪%	২২৫০০০.০০	২০২৩১২.৯৪	১৭.৮৬%
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০১৮-১৯			২০১৯-২০		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৭৯৪২৫.০০	৬৩৩৯০.৬০	৩.৪৫%	৮৫২২১.০০	৬০৫৫২.৩২	-৪.৪৮%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	১০৪০০৬.০০	৮৭১৭৯.৮৩	১০.৭৮%	১০৮৬০০.০০	৮৪৪৬৭.০০	-৩.১১%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৯৬৬৩২.০০	৭০২০১.১৯	১২.৬১%	১০৬৬৭৯.০০	৭১৪৩২.৪৫	১.৭৫%
সর্বমোট		২৮০০৬৩.০০	২২০৭৭১.৬২	৯.১২%	৩০০৫০.০০	২১৬৪৫১.৭৭	-১.৯৬
ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০২০-২১			২০২১-২২		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি	লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	৯৪০০০.০০	৭৭১৫০.৪১	২৭.৪১%	৯৬০০০.০০	৮৯৪২৩.৮০	১৫.৯১%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	১১০০০০.০০	৯৭৫০৭.২২	১৫.৪৪%	১২৮০০০.০০	১০৮৪১৮.৭২	১১.১৯%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	৯৭০০০.০০	৮৭০৩৭.৫৭	২১.৮৪%	১০৬০০০.০০	১০৩০০৯.৭৭	১৮.৩৫%
সর্বমোট		৩০১০০০.০০	২৬১৬৮৯.২০	২০.৯০%	৩৩০০০০.০০	৩০০৮৫২.৪১	১৪.৯৭%

২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ ও প্রবৃদ্ধি:

ক্রমিক নং	রাজস্ব আয়ের খাতসমূহ	২০২২-২৩		
		লক্ষ্যমাত্রা	আহরণ	প্রবৃদ্ধি
১।	আমদানি পর্যায়ে	১১১০০০.	৯২৭৩২.৩৫	৩.৭০%
২।	স্থানীয় পর্যায়ে	১৩৬৯০০.	১২৫৪২৩.১৪	১৫.৬৮%
৩।	আয়কর অন্যান্য কর	১২২১০০.	১১৩৩৪৬.৬৯	১০.০৩%
সর্বমোট		৩৭০০০০.	৩৩১৫০২.১৮	১০.১৯%

২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ চিত্রঃ

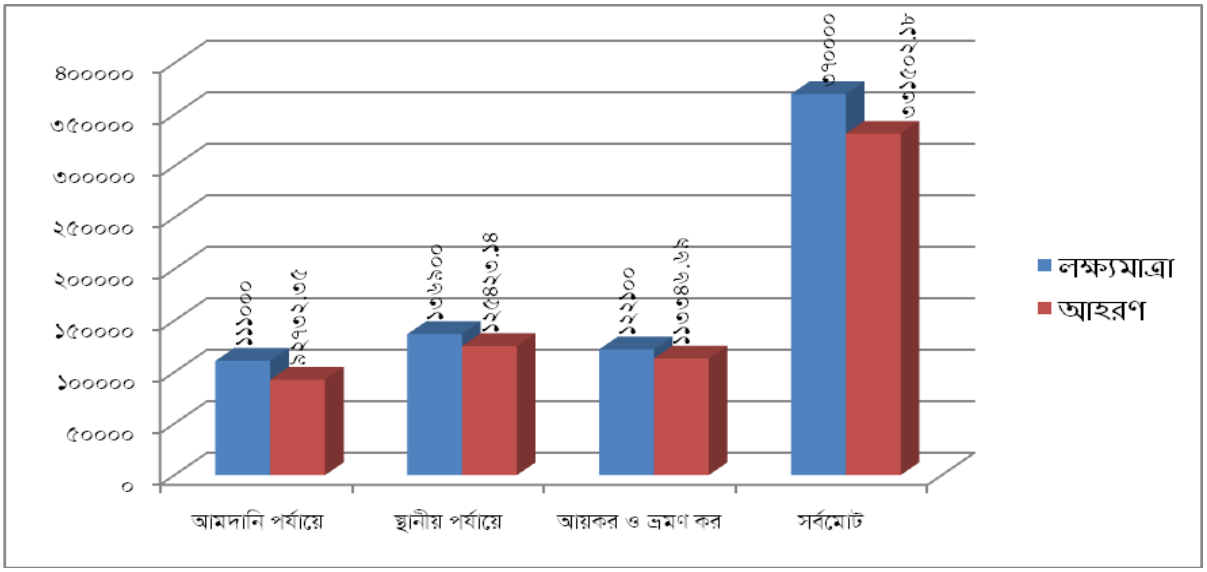

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ৩,৭০,০০০.০০ কোটি টাকা।
- উক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বের বছরের আহরণের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.১২%
- গত পাঁচ বছরের আহরণের প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ১২.১২%
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের আহরণ হয়েছে ৩,৩১,৫০২.১৮ কোটি টাকা।
- লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম আহরণ হয়েছে ৩৮,৪৯৭.৮২ কোটি টাকা বা (১০.৪০%)
- পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বেশী আহরণ হয়েছে ৩০৬৪৯.৭৭ কোটি টাকা।
- প্রবৃদ্ধির হার ১০.১৯ % পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৯৭%

২.৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা :

প্রতিবেদনাধীন বছর : ২০২২-২৩

(১) প্রশাসনিক

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	২২,২১০	১৪,৩২৩	৭৮৮৭	--	--
মোট	২২,২১০	১৪,৩২৩	৭৮৮৭	--	--

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
--	--	৫৪০	২৩১৮	৪০৮৫	৯৪৩	৭৮৮৭

১.৩ অন্যান্য পদের তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২
শূণ্য	শূণ্য

১.৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২৪	৩৯	২৬৩	৩৪৯	৪৬৮	৮১৭	

১.৫ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সিনিয়র সচিব/সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
খুলনা, ২২-২৪ জুলাই, ২০২২	-	-	খুলনাস্থ আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থ বিলের আনীত পরিবর্তন বিষয়ক মত বিনিময় সভা।	-
চট্টগ্রাম, ২৮ জুলাই, ২০২২	-	-	চট্রগ্রাম কাস্টম হাউস এর মডিউলার ডাটা সেন্টার উদ্বোধন।	-
রাজশাহী, ৩১ জুলাই, ২০২২			রাজশাহীস্থ আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থ বিলের আনীত পরিবর্তন বিষয়ক মত বিনিময় সভা।	
রংপুর ও নীলফামারী ১৬-১৭ আগস্ট, ২০২২			রংপুরস্থ আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থ বিলের আনীত পরিবর্তন বিষয়ক মত বিনিময় সভা।	
সিরাজগঞ্জ ২২ অক্টোবর, ২০২২			কোভিড- ১৯ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা	
বরিশাল, ২৯-৩০ অক্টোবর, ২০২২			কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিষয়ে বরিশাল বিভাগের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণদের সাথে মত বিনিময় সভা।	
ময়মনসিংহ, ২৪-২৫ নভেম্বর, ২০২২			কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিষয়ে ময়মনসিংহ বিভাগের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকগণদের সাথে মত বিনিময় সভা।	
সিলেট ও হবিগঞ্জ, ১৪-১৫ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২৩			সিলেট চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও সিলেট বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
রাজশাহী, ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২৩			রাজশাহী চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও রাজশাহী বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
খুলনা, ০২-০৩ মার্চ, ২০২৩			খুলনা চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও খুলনা বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
রংপুর, ০৯ মার্চ, ২০২৩			রংপুর চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও রংপুর বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার, ১৫-১৮ মার্চ, ২০২৩			চট্রগ্রাম চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি ও চট্রগ্রাম বিভাগের সকল চেম্বার এর সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা ও চট্রগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর সাথে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রাক বাজেট আলোচনা।	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ০৬ মে, ২০২৩			ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া স্থল কাস্টমস স্টেশন এর নবনির্মিত ভবনসহ স্থাপিত ব্যাগেজ স্ক্যানার এর শুভ ুউদ্বোধ ও পরিদর্শন।	

১.৬ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সিনিয়র সচিব/সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
যুক্তরাষ্ট্র, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০৪ অক্টোবর, ২০২২	-	-	"Business Design and Future Technology Understanding"	
ইরান, ০৬-১২ অক্টোবর, ২০২২			"Double Taxation Avoidance Agreement between Bangladesh & Iran"	
হাঙ্গেরি, ০৬-১২ নভেম্বর, ২০২২			"Double Taxation Avoidance Agreement between Bangladesh & Hungary"	
মরিশাস, ১৫-২১ জানুয়ারি, ২০২৩			''Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income''	
জাপান, ২৫-২৯ এপ্রিল, ২০২৩			Signing the Agreement between the Government of the people's Republic of Bangladesh and the Government of Japan on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matter.	

২.১০ অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৮২৭০	২৬১৩০.৬৩	৭৪০৮	১০০৬	৯৭০৩.৩২	৬৯৯০	২১৩০৯.৫৬
সর্বমোট		৮২৭০	২৬১৩০.৬৩	৭৪০৮	১০০৬	৯৭০৩.৩২	৬৯৯০	২১৩০৯.৫৬

২.২ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগএবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২২-২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরেনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১১০	২	২৪	২৪	৫০	৭৫

২.৩ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
শূণ্য	শূণ্য	শূণ্য	শূণ্য	শূণ্য

২.১১ মানবসম্পদ উন্নয়ন

১. দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৩১	৮৪৬

২. প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : ১৩০ জন।

৩. সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
ওয়ার্কশপ-৬টি	২০০ জন
সেমিনার-৩টি	১১৭ জন

২.১২ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৩০৬	আছে	আছে	আছে	৮৩	১৯৮

২.১৩ বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ

- নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল নথি (নতুন ও পুরাতন) ক, খ, গ ও ঘ এ চারটি শ্রেণীতে বিন্যাসপূর্বক ধ্বংসকরণ।
- মুজিব বর্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গেস্ট এন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ভেহিকেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফরেন ন্যাশনাল ডাটা বেইজ সিস্টেম, রেভিনিউ মনিটরিং সিস্টেম প্রস্তুতকরণ এবং বাস্তবায়ন।
- দাপ্তরিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ।
- বাজেট বাস্তবায়ন মূল্যায়নের মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা পরিবীক্ষণ।
- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত।
- গাড়িসমূহের ইতিহাস বই হালনাগাদকরণ।
- পুরাতন আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম, মেরামত/নিলাম।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
- এপিএ বাস্তবায়নে প্রণোদনা প্রদান।

২.১৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অর্জনসমূহ:

সরকার রূপকল্প ২০২২ এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ প্রেক্ষিতে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। এ জন্য স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসন অনুবিভাগ সম্পাদিত চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (বোর্ড প্রশাসন) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ ৯৬.৭৪ পেয়ে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৪টি অনুবিভাগের (বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৬.৭৪)/ কাস্টমস্ অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯০.২৪)/ আয়কর অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৩.৪৪) এবং ভ্যাট অনুবিভাগ (প্রাপ্ত নম্বর: ৯৪.৬৪) এর মধ্যে (বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ **৯৬.৭৪ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অধিকার করেছে)**।

সেকশন-৩
বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
(মোট নম্বর-৭০)

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (Strategic Objectives)	ক্ষেত্রের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জনসমূহ
১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ও পরিদর্শন	১৫	১.১ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ও পরিদর্শন	১.১.১ লার্নিং সেশন	৫	৫
			১.১.২ প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৫	৫
			১.১.৩ শাখা পরিদর্শন	৫	৫
২। নতুন রাজস্ব ভবনে অফিস কার্যক্রম শুরু, অফিস সামগ্রী ক্রয় ও সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনা	১৫	২.১ নতুন রাজস্ব ভবনে অফিস কার্যক্রম শুরু, অফিস অফিস সামগ্রী ক্রয় ও সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনা	২.১.১ নতুন রাজস্ব ভবনে অফিস কার্যক্রম শুরু	৬	৬
			২.১.২ নতুন রাজস্ব ভবনের অফিস কক্ষের জন্য ফার্নিচার ক্রয়	৪	৪
			২.১.৩ মেরামত অযোগ্য পুরাতন আসবাবপত্র, পুরাতন আইসিটি সামগ্রী ও মেরামত অযোগ্য ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী নিলাম	৫	৫
৩। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল সেবা প্রদান ও সেবা সহজীকরণ	১৫	৩.১ আইসিটি অনুবিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল সেবা প্রদানের জন্য সফটওয়ারসমূহ প্রস্তুতকরণ	৩.১.১. e-Ticketing System	৪	৪
			৩.১.২. Post Master (SMS Gateway)	৪	৪
			৩.১.৩. User Management System	৪	৪
			৩.১.৪. Document	৩	৩

			Archive and Management System		
অফিস সামগ্রী ক্রয়, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিলাম	১৫	৪.১ অফিস সামগ্রী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও নিলাম	৪.১.১ মেরামত অযোগ্য পুরাতন কম্পিউটার (আইসিটি সামগ্রী) ও পুরাতন ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী নিলাম	৫	৫
			৪.১.২ পুরাতন গাড়ী অকেজো ঘোষনা ও নিলাম অনুমোদনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে সরকারী যানবাহন অধিদপ্তরে প্রেরণ	৫	৫
			৪.১.৩ PPR অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী	৫	৫
৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভেটিং/মতামত প্রেরন এবং বাজেট বাস্তবায়ন	১০	৫.১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভেটিং/মতামত প্রেরন এবং বাজেট বাস্তবায়ন	৫.১.১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের উপর মতামত/ভেটিং প্রেরণ	৫	৫
			৫.১.২. বাজট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা	৫	৫
				মোট=	**৭০**

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০২২-২০২৩

(মোট নম্বর: ৩০)

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (Strategic Objectives)	ক্ষেত্রের মান (Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জনসমূহ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩		১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	১
		১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	৪
		১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	৪
		১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	২
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	১৭	১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভূক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	২
		১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/ কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	৪
আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	১৫	২.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের	ক্রয় পরিকল্পনাসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	০

		অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ			
		২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবংউন্নয়ন বাজেটের)	ক্রয় পরিকল্পনাসহ বাস্তবায়িত	২	০
		২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	০
		২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	০
		২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	৫	০
শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম	১৮	৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		৩	২
		৩.২ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৫	৫
		৩.৩ ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করা	ই-ফাইলিং বাস্তবায়িত	৫	৫
		৩.৪ শাখা/ অধিশাখা ও আওতাধীন/ অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	৫	৫
	৩০	[১.১] সেবা সহজিকরণ/	[১.১.১] সেবা সহজিকরণ/	১০	১০

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ		ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত		
		[১.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা	[১.২.১] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডেটাবেজ প্রস্তুতকৃত	২	২
			[১.২.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারনা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত	৭	৭
		[১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	৪	৪
		[১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন	[১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত	৪	৪
			[১.৪.২] 4র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত	৩	৩
[২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে)	৬	৬
		[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৩	৩
			[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তাবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	৩	২
			[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	৩	৩

			[২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	২	২
			[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	৩	৩
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক	১৪	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে এবং জিআরএস সফটওয়্যারে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	৪	৪
		[১.২] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইনে/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	[১.২.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৭	৩.৯
		[১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[১.৩.১] মাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	৩	৩
পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা অর্জন	১১	২.১] কর্মকর্তা/কর্মচারী দের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৪	৪
		[২.২] [ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক	[২.২.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	৩	৩

		পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ			
		[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা	[২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা	৪	৪
প্রাতিষ্ঠানিক	১৮	[১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটি পুর্নগঠন	[১.১.১] কমিটি পুর্নগঠিত	৩	৩
		[১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.৩.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত এবং প্রতিবেদন প্রেরিত	৪	৪
		[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সভা আয়োজন	[১.২.১] সভা আয়োজিত	২	২
		[১.৪] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ (আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ)	[১.৪.১] হালনাগাদকৃত	৯	৯
সক্ষমতা অর্জন	৭	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/ সেমিনার আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজিত	৩	৩
		[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	৪	৪

		অবহিতকরণ সভা আয়োজন			
প্রাতিষ্ঠানিক	**৬**	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	৬	৬
সক্ষমতা বৃদ্ধি	**১৯**	[১.২] স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	৪
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	৩	৩
		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	৩	২
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	৪	৪
		[১.৬] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা, স্বতঃপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	৩	৩

		দের প্রশিক্ষণ আয়োজন			
		[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ	[১.৭.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত	২	২
				মোট =	**৯৬.৭৪**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা) তথ্যাদি নিম্নরূপ:

২.১৫ তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	জনাব সৈয়দ এ, মু'মেন	ঠিকানা
পদবি	পরিচালক (তথ্য) (জনসংযোগ কর্মকর্তা)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
ফোন	০২-২২২২১৭৭৭৭	
মোবাইল	০১৭৫৮-৮৭১০৭১	
ই-মেইল	Sa_momen@yahoo.com	

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	জনাব মোঃ গাউছুল আজম	ঠিকানা
পদবি	প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
ফোন	০২-২২২২১৭৭২৩	
মোবাইল	০১৭১৫-১৫৯৯৮৫	
ই-মেইল	nbrbafs2020@ gmail.com	

আপীল কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম	জনাব মো: শফিকুর রহমান	ঠিকানা
পদবি	সদস্য (বোর্ড প্রশাসন)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা
ফোন	০২-২২২২১৭৭১৬	
মোবাইল	০১৯১১-৪২০১৭৮	
ই-মেইল	boardadmin@nbr.gov.bd	

২.১৬ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল। এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ:

প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	আংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ	সুপারিশ/পরামর্শ
বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ	লক্ষ্য:১৭ টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ১৭.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা।; ১৭.১.১ : উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত ১৭.১.২ : অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সেবা বৃদ্ধি করা এবং ডিজিটেলাইজেশন/অটোমেশন করার প্রক্রিয়া চলছে। ৭.৪৭% (জিডিপি সাময়িক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অংশ)	১. জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ; ২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে; ৩. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব অফিস বিল্ডিং স্থাপন; ৪. বর্তমান জনবল কাঠামো সম্প্রসারণ করা জরুরী পদক্ষেপ চলমান।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল দপ্তরের জনবল ও অফিস সম্প্রসারণের পদক্ষেপ চলমান।

সূত্র: ১. বিবিএস এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের (সাময়িক) জিডিপি ৪৪৩৯২৭৩ কোটি টাকা ।
সূত্র: ২. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আহরণ ৩৩১৫০২.০৫ কোটি টাকা।

২.১৭ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন:

৫ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩, রবিবার, আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত ভবন (রাজস্ব ভবন) উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা, এম.পি। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এ প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বা স্মার্ট করে তৈরির লক্ষ্যে গঠিত হয় একটি আধুনিক রাজস্ব ভবন। রাজস্ব ভবনটি ১২ (বার) তলাবিশিষ্ট এবং মোট আয়তন ৬,৮২,৮৯৭ (ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার আটশত সাতানব্বই) বর্গফুট। দুটি বেজমেন্ট- যার প্রতিটির আয়তন ৬৬,০০০ (ছেষট্টি হাজার) বর্গফুট। নিচ তলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতি তলা ৪৪,০০০ (চুয়াল্লিশ হাজার) বর্গফুট এবং ৫ম হতে ১২ তলা প্রতি ফ্লোর এর আয়তন ৪৬,০০০ বর্গফিুট। ভবনের প্রত্যেক ফ্লোরের উচ্চতা ১৩ ফুট। ভবনটিতে রয়েছে কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সার্বক্ষণিক জেনারেটর সুবিধা। ভবন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Building Management System) এবং প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ নিরাপত্তা পদ্ধতি (Access Control Security System) এর মাধ্যমে এটি সুরক্ষার নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ও সিনিয়র সিটিজেনদের প্রবেশ, নির্গমন ও চলাচলের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এটিতে রয়েছে ২ (দুই) টি ক্যাফেটেরিয়া, ২টি ডে-কেয়ার সেন্টার, কল সেন্টার, লাইব্রেরি, রাজস্ব যাদুঘর (Revenue Museum), ৬টি প্যাসেঞ্জার লিফট ও ২টি ফায়ার লিফট, ২টি এস্কেলেটর ইত্যাদি। তদুপরি প্রতি ফ্লোরে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট জোন স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল কার পার্কিং সিস্টেমের আওতায় নির্মিত গ্যারেজে ২৪৬ (দুইশত ছেচল্লিশ) টি কার ও ১৭২ (একশত বাহাত্তর) টি মোটরসাইকেল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার (৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) সকালে আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত ভবন (রাজস্ব ভবন) সুইচ টিপে উদ্বোধন করে দোয়া মোনাজাত করেন - ইয়াসিন কবির জয়/ফোকাস বাংলা নিউজ

২.১৮ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন:

৫ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩, রবিবার, আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নবনির্মিত ভবন (রাজস্ব ভবন) পরিদর্শন পরবর্তী পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা, এম.পি।

৫ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩, রবিবার, আগারগাঁওয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (রাজস্ব ভবন) ***উদ্বোধন পরবর্তী পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা, এম.পি।***

২.১৯ রাজস্ব সম্মেলন:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের অংশ গ্রহণে প্রথমবারের মতো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ০৫ ও ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ দুই দিনব্যাপী 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজস্ব সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনা পেয়ে রাজস্ব বোর্ডের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত। নবনির্মিত রাজস্ব ভবনের শুভ উদ্বোধন, 'রাজস্ব সম্মেলন-২০২৩' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দিনটি ছিল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

২.২০ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী:

২.২০.১ কাস্টমস বিষয়ক:

- বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রপ্তানিমুখী শিল্প বহুমুখীকরণ এবং তার পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স এবং আইসিটি খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- Ease of doing business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব (মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর) আহরণ বৃদ্ধি।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ৩% এবং ১২ (বার) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

১। ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড ও বর্ণনা ইত্যাদিতে যেসব অসঙ্গতি, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে-তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

২। স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ:

আমদানি বিকল্প (Import substitute) দেশীয় শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান এবং বিদ্যমান স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য তৈরি পণ্য আমদানিতে শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩। কৃষি খাত:

কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত। অগ্রাধিকার খাত বিবেচনায় কৃষি খাতের প্রধান উপকরণ বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্ক-হার অব্যাহত রাখা এবং এ খাতের চাহিদা অনুযায়ী সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বিদ্যমান শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখার নীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

৫। স্বাস্থ্য খাত:

স্বাস্থ্য খাতকে সুসংহতকরণে ঔষধ, চিকিৎসা সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬। প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, ডেইরি খাত:

প্রাণিসম্পদ, মৎস্য ও ডেইরি খাত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাত। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা এবং কতিপয় নতুন উপকরণ উক্ত খাতের জন্য বিদ্যমান এস.আর.ও এর অন্তর্ভুক্ত করে রেয়াতি সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

৭। আইসিটি (ICT) খাত:

দেশে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনের জন্য মৌলিক শিল্প স্থাপন ও প্রসারের লক্ষ্যে এ শিল্প সংশ্লিষ্ট কাঁচামালের আমদানি শুল্ক-কর হ্রাস ও তৈরি পণ্যের ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে আইসিটি খাতের শিল্পকে বিশেষ প্রতিরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ খাত:

বিদ্যুৎ ও তেল-গ্যাস খাতের বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের জন্য বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও কে যুগোপযোগী করে নতুন এস.আর.ও জারি করা হয়েছে।

৯। রপ্তানিমুখী শিল্প খাত:

রপ্তানিমুখী শিল্প প্রসারের জন্য বিদ্যমান শুল্ক-কর প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য Non-RMG খাতকে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

১০। ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক্স ও বিবিধ শিল্প:

দেশীয় টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, লিফ্ট, মোটরসাইকেল, মোবাইল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণের জন্য শুল্ক-করের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা রয়েছে। তথাপি, এসকল শিল্পের বিকাশের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করে বিশেষ প্রণোদনা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১১। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত (LDC graduation) হওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:

বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য যে সকল কমপ্লায়েন্স পূরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা যথাসময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

১২। আমদানি রপ্তানি সহজীকরণ ও Trade Facilitation:

বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য World Trade Organization এর Trade Facilitation Agreement এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট যেসকল প্রভিশন রয়েছে তার প্রায় সবগুলোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কাস্টমস অনুবিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে Cost of doing business হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি Ease of doing business এর র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি ঘটবে।

২.২০.২ মূসক বিষয়ক:

ক) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় যেসকল আইন ও বিধি প্রণয়ন, সংশোধন/সংযোজন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

১) ভ্যাট আইনে বর্তমানে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একাধিক উৎপাদনস্থল থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ব্যবসায়িক বাস্তবতা বিবেচনা করে দুই বা ততোধিক উৎপাদনস্থলের পরিবর্তে এক বা একাধিক

উৎপাদনস্থলের ক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজড অটোমেটেড পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষনের শর্তে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ করার বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে;

২) আগাম মূল্য পরিশোধিত টেলিযোগাযোগ সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসকের পাশাপাশি সম্পূরক শুল্ক হ্রাসকারী সমন্বয়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

৩) একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরবরাহের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেনের বাধ্যবাধকতা তুলে দেয়া এবং ব্যাংকিং মাধ্যমের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে লেনদেন করলেও রেয়াত গ্রহণ করা যাবে মর্মে নতুন বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

৪) পণ্য উৎপাদনের খরচ হ্রাসের লক্ষ্যে পণ্যের স্বত্তাধিকারী কর্তৃক আমদানিকৃত উপকরণ চুক্তিভিত্তিক উৎপাদকের নিকট সরাসরি সরবরাহের বিধান সংযোজন করা হয়েছে;

৫) উৎসে ভ্যাট কর্তনের পর সরবরাহকারী কর্তৃক হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহনের সময়সীমা ২ কর মেয়াদ হতে বৃদ্ধি করে ৪ কর মেয়াদ করা হয়েছে;

৬) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (MFS) কর্তৃক ইস্যুকৃত ইনভয়েসকে চালানপত্র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে;

৭) আন্তর্জাতিক দরপত্রের ক্ষেত্রে ঋণপত্রের পাশাপাশি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ প্রছন্ন রপ্তানি হিসেবে গণ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে;

৮) ভ্যাট অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের শর্ত লংঘন করলে অব্যাহতি সুবিধা বাতিলের পরিবর্তে শুধুমাত্র জরিমানা আরোপের বিধান করা হয়েছে;

৯) এছাড়াও, অন্যান্য ধারা ও বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে।

খ) স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও করভার লাঘবের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে -

১) LPG Cylinder এর উপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ১৫% এর পরিবর্তে ৫% মূসক প্রদানের সুবিধা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে;

২) রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতি প্রত্যাহারপূর্বক ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ নির্ধারণ এবং উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

৩) রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজারের কম্প্রেসর উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

৪) পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি বলবৎ রাখার পাশাপাশি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

৫) এপিআই উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আগাম করসহ মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে;

৬) দেশে ভারী শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে ২৫০০ সিসি পর্যন্ত মোটর কার ও মোটর ভেহিক্যালের উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পর্যায়ভেদে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক এবং উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে। তবে

সম্পূর্ণ উৎপাদনকারী হিসেবে শর্ত পূরণ না করলে ২০২৬ সাল হতে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশ হারে মূসক ধার্য করা হয়েছে;

৭) থ্রি-হুইলার এর স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর ও উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে সমুদয় মূসক (আগাম করসহ) ও সম্পূরক শুল্ক ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

৮) আইডলিং স্টপ/স্টার্ট-স্টপ প্রযুক্তির মেইনটেনেন্স ফ্রি ও সিলড্ মেইনটেনেন্স ফ্রি ব্যাটারি এর স্থানীয় উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আরোপণীয় মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) ও সম্পূরক শুল্ক ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের প্রসারে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে -

তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের ব্যাটারি, চার্জার ও ইন্টারেকটিভ ডিসপ্লে এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) কৃষি উৎপাদনে খরচ হ্রাস ও যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে –

১) পাওয়ার টিলার এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

২) নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃষিকার্যে ব্যবহার্য কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ Castor Oil Polyglycol 36-37, Solvesso 150 (APAC), Genapol 100, Propoconazole Technical 220 KG 22D, Dodecylbzols Acid Branched CA-S Sol আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে;

৩) নিবন্ধিত হাঁস-মুরগির খামার কর্তৃক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে;

৪) পশু খাদ্য আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান অব্যাহতি সুবিধা বলবৎ রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) সমাজকল্যাণ খাতে গৃহীত পদক্ষেপঃ

সমাজ কল্যাণমূলক সেবা হিসেবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি মানুষদের পড়ার উপকরণ ব্রেইল মুদ্রণের উপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

চ) EFD/SDC স্থাপনঃ-

করজাল বৃদ্ধি ও কর পরিশোধ সহজ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগস্ট ২০২০ হতে EFD/SDC স্থাপনের কাযক্রম শুরু করেছে। জুন, ২০২৩ এর মধ্যে ৯৪৪৯ টি প্রতিষ্ঠানে EFD (Electronic Fiscal Device)/ SDC (Sales Data Controller) স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি খুচরা/পাইকারি এবং সেবা পর্যায়ে মূসক জাল, EFDMS এর মাধ্যমে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে EFD/SDC মেশিন ক্রয়ের পরিবর্তে সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সেবা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এটি কার্যকর করার পর খুচরা, পাইকারী ও সেবা পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি এলাকা (ঢাকাতে দুটি ও চট্টগ্রামে একটি) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং অতি শীঘ্রই মেশিন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হবে। এক্ষেত্রে

১ম বছরে ৬০ (ষাট) হাজার ও পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে সর্বমোট ০৩ (তিন) লক্ষ EFD/SDC মেশিন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.২০.৩ আয়কর বিষয়ক:-

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর আওতায় যে সকল আইন ও বিধি প্রণয়ন, সংশোধন/সংযোজন করা হয়েছিল তা নিম্নরূপঃ-

১। করহারঃ

ক। কোম্পানি করহার হ্রাস

- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে তাদের করহার ২২.৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কর হার ২২.৫% বহাল থাকবে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে তাদের করহার ২২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরোক্ত করহার ২৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানির করহার ৩০ শতাংশ হতে কমিয়ে ২৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরোক্ত করহার ৩০% হবে।

খ। কোম্পানি নয় এরূপ ব্যক্তি-সংঘ, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার করহার হ্রাস

কোম্পানি নয় এরূপ ব্যক্তি-সংঘ, আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার করহার ৩০ শতাংশ হতে কমিয়ে ২৭.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কর হার ৩০% হবে।

গ। এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসির) করহার হ্রাস

এক ব্যক্তি কোম্পানি (ওপিসি) এর করহার ২৫ শতাংশ হতে কমিয়ে ২২.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সকল প্রকারের আয় ও প্রাপ্তি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উপরোক্ত করহার ২৫% হবে।

ঘ। ব্যক্তি শ্রেণির করহার

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ন্যায় যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

বিদ্যমান করধাপ	বিদ্যমান করহার
৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১ লক্ষ টাকার	৫%
পরবর্তী ৩ লক্ষ টাকার	১০%
পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকার	১৫%
পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার	২০%
অবশিষ্ট টাকার	২৫%

ঙ। সারচার্জ এর হার

সারচার্জ এর হার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ন্যায় যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

সম্পদ		বিদ্যমান সারচার্জের হার
(ক)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান তিন কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি; বা, কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মোট ৮,০০০বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ)	নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হলে-	৩৫%

চ। খামার বা হ্যাচারীর এবং মৎস্য চাষের করহার

খামার বা হ্যাচারীর এবং মৎস্য চাষের আয়ের ব্যবসার প্রকৃতি সমধর্মী হওয়ায় খামার বা হ্যাচারীর ক্ষেত্রেও মৎর্স্য চাষের জন্য প্রযোজ্য করহারের ন্যায় একই করহার এর বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে:

খামার বা হ্যাচারীর এবং মৎস্য চাষের জন্য প্রস্তাবিত করহার (একত্রিত করে)	
আয়ের পরিমাণ	করহার
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

২। সামাজিক কল্যাণ ও অন্তর্ভুক্তি বিবেচনাকরণ

ক। তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা-

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গ হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে নিম্নোক্তভাবে কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে –

- প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ); অথবা
- তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুটোর মধ্যে যেটি কম।

খ । প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা-

- কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা এনজিওতে সেবা গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবাস্থলে গম্যতার ক্ষেত্রে এবং সেবা প্রদানে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখলে ২০২২ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ কর বৎসর হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অতিরিক্ত কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন্য ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়োগ করলে উক্ত করদাতাকে নিম্নোক্তভাবে কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে -
    - প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ); অথবা
    - প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ)-এই দুটোর মধ্যে যেটি কম।

৩। উৎসে করহারঃ

ক। আমদানি পর্যায়ে উৎসে করহার হ্রাসকরণ

- স্বর্ণ আমদানির উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- সিআইশীট ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল এর উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ৩% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- হুইল চেয়ার আমদানির উৎসে করহার ৫% এর পরিবর্তে ০% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

খ। সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে করহার হ্রাস

- সরকার বা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট supply of books এর উৎসে করহার সর্বোচ্চ ৭% হতে কমিয়ে একক হার ৩% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- supply of goods to trader এর উৎসে করহার সর্বোচ্চ ৭% হতে কমিয়ে একক হার ৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- supply of raw materials to manufacturar এর করহার সর্বোচ্চ ৭% হতে কমিয়ে একক হার ৪% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

গ। সেবা খাতে উৎসে করহার হ্রাস

- ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক হিসেবে অনিবাসীর বরাবরে ব্যান্ডউইদ পেমেন্ট হতে উৎসে ২০% এর পরিবর্তে ১০% হারে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- অনিবাসীর বরাবরে উৎসে কর কর্তন সংশ্লিষ্ট আইনী বিধানের টেবিলে বর্ণিত বিভিন্ন পেমেন্ট ব্যতীত অন্যান্য পেমেন্ট হতে উৎসে ৩০% এর পরিবর্তে ২০% হারে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঘ। উৎস করহার যৌক্তিকীকরণ

- উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষের জন্য উৎসে কর কর্তনের বিধান পরিপালন সহজতর করার লক্ষ্যে নিবাসী করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট ১৪ টি ক্যাটাগরিতে সার্ভিসের উপর ভিত্তি মূল্যের সীমা নির্ধারণপূর্বক দ্বি স্তর বিশিষ্ট উৎসে কর কর্তন এর পরিবর্তে ক্যাটাগরি ভিত্তিক এক স্তর ভিত্তিক উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- যেকোন পণ্যের এক্সপোর্ট প্রসিড রিয়ালাইজেশনকালে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক রিয়ালাইজড এক্সপোর্ট প্রসিড হতে ১% হারে উৎসে কর কর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কর্পোরেট করের বিদ্যমান হার বিবেচনায় কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত ব্যাংক সুদ আয় হতে উৎসে ১০% এর পরিবর্তে ২০% হারে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪। করনেট সম্প্রসারণঃ

- নূতন করদাতাদের রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদানে আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Tax Day” এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনয়ন এর মাধ্যমে যে সকল করদাতা পূর্বে কখনই রিটার্ন দাখিল করেননি তাদের জন্য আয়বর্ষ পরবর্তী সম্পূর্ণ করবর্ষব্যপী বিনা জরিমানায় আয়কর রিটার্ন দাখিলের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- টিআইএন সনদ এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হলে ঠিকাদার বা সরবরাহকারীর নিকট হতে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ব্যাংক সুদ আয় হতে উৎসে কর কর্তনের বিধানে টিআইএন সনদ এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ ব্যাংকে দাখিলের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এক কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার রয়েছে এমন হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, রিসোর্ট, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী কে উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে কর সংগ্রহের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌযান ও বাণিজ্যিক যানবাহন হতে এস. আর. ও. অনুযায়ী প্রদত্ত করহার ঠিক রেখে ন্যূনতম করের আওতায় উৎসে কর সংগ্রহের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- টিআইএন-ধারীর পরিবর্তে যে সকল করদাতাকে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে এমন সকল করদাতাদের রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- যে সকল ক্ষেত্রে টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রসহ আরো কতিপয় ক্ষেত্রে টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র উপস্থাপনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ব্যবসাস্থলে টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র প্রদর্শনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫। ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন

উদ্ভাবনী অর্থনীতি বিকাশ এবং তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়ক হিসেবে স্টার্ট-আপকে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে-

- স্টার্ট-আপকে সংজ্ঞায়িত করা;
- স্টার্ট-আপের আয় নিরূপণের ক্ষেত্রে লোকসানের সমন্বয় ও জেরটানা ৯ বছর পর্যন্ত অনুমোদন করা;
- ন্যূনতম করহার ০.৬% এর পরিবর্তে ০.১% করা;
- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্টার্ট-আপের করনির্ধারণে ব্যবসায়িক খরচ অনুমোদনের বিধি-বিধান শিথীল করা।

৬। টেক্সটাইল শিল্পে প্রণোদনা

সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোম্পানীর ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর ১৫% (পনের শতাংশ) করহার ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বর্ধিত করে নূতন এস. আর. ও. জারীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

৭। দীর্ঘ মেয়াদি অর্থনৈতিক শৃংখলা সৃষ্টিতে সহায়তা

- মন্দ-ঋণের প্রবনতা হ্রাস করার লক্ষ্যে সকল প্রকার করদাতার পরিবর্তে কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ঋণ মওকূপ জনিত উদ্ভূত আয় করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- লোকসান সমন্বয় ও জেরটানার বিধান থাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গঠিত মোট আয়ের ৫ শতাংশের সমপরিমান স্পেশাল রিজার্ভের অংক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ লাভজনক হওয়ায় অন্যান্য বেসরকারি সিকিউরিটিজ এর ন্যায় এই বিনিয়োগ হতে উদ্ভূত মূলধনী আয়ে করারোপ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- আয়কর আইনে প্রদত্ত কোম্পানীর সংজ্ঞা কোম্পানী আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞার তুলনায় বিস্তৃত বলে অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরনী দাখিলের বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার লক্ষ্যে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিগমিত কোম্পানীসমূহের পরিবর্তে আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত কোম্পানীসমূহের আর্থিক বিবরনী নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষাপূর্বক প্রত্যয়নের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। অবচয়ের হার যৌক্তিকীকরণ

যেকোন প্রকার লিজিং কোম্পানীর ফাইন্যান্স লিজ সম্পৃক্ত সম্পদের বিপরীতে অবচয়ের অপ্রাপ্যতার বিধান আনয়ন। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট লিজিং কোম্পানী মালিকানাধীন এবং তৎপর কোন ব্যক্তির নিকট লিজ প্রদত্ত পরিসম্পদের অবচয় কেবল উক্ত পরিসম্পদ হইতে উদ্ভূত লিজ ভাড়া বাবদ আয়ের বিপরীতে বিভাজন যোগ্য হবে। কিন্তু ফাইনান্সিয়াল লিজ প্রদানকারী কোন নির্দিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এইরুপ কোন যন্ত্রপাতি, প্লান্ট, যানবাহন বা আসবাবপত্রের উপর কোন ভাতা প্রদেয় হবে না, যাহা কোন লিজ গ্রহীতাকে ফাইনান্সিয়াল লিজ হিসেবে দেয়া হয়েছে।

৯। অর্থনীতির আনুষ্ঠানিকীকরণ

- ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সেবা সরবরাহের বিল গ্রহণে ব্যর্থ হলে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- কৃষি ও ফার্মিং এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য সকল করদাতাদের আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পাদিত না হলে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা অপ্রাপ্যতার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০। ক্ষুদ্র ঋণ সংগ্রহে সহায়তা

সকল প্রকার করদাতা কর্তৃক গৃহীত ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ডিপোজিট ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যেমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা হতে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। ব্যবসা সহজীকরণ নিশ্চিতে সহায়তা

- Amalgamation এর শর্ত কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অ্যামালগ্যামেটিং কোম্পানিসমূহ বিদেশী কোম্পানি হলে শেয়ার হোল্ডিং দেশী কোম্পানির ন্যায় হবে মর্মে সুস্পষ্ট বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- "Charitable purpose" এর সংজ্ঞা অধিকতর সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে করে অপব্যবহার রোধ করা যায়।
- "Research and development" এর সংজ্ঞা প্রদান এবং এ খাতে ব্যয়িত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে আয়কর কর্তনে অস্পষ্টতা দূরীকরণে "Supply of goods" এর সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ জনবল নিয়োগে অন্তরায় হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় পারকুইজিট এর অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমা পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার হতে দশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- ট্যাক্স নিউট্রাল মার্জার এর আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ট্যাক্স নিউট্রাল মার্জার নীতি অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে সার্বিকভাবে দেশীয় অর্থনীতি উপকৃত হবে।
- এমপিওভুক্ত স্কুল যাদের ইংরেজি ভার্সন রয়েছে এমন স্কুল ব্যতীত অন্যান্য এমপিওভুক্ত স্কুল, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, স্বীকৃত প্রভিডেন্ড ফান্ড, পেনশন ফান্ড, অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ড, অনুমোদিত সুপারঅ্যানুয়েশন ফান্ড ও ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড এবং ফিক্সড বেজ নেই এমন অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিল হতে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এডিআর চুক্তি প্রাপ্ত হবার ৩০ দিনের মধ্যে তা কার্যকর করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- অফশোর ইনডাইরেক্ট ট্রান্সফার হতে কর প্রাপ্তির উদ্দ্যেশ্যে একটি বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে ।
- pre-commencement expenditure এর সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করে আমোর্টাইজ করার প্রস্তাব করা হয়েছে ।

১২। রপ্তানি খাতে সহায়তা এবং "Made in Bangladesh"- কে প্রণোদনা

- রপ্তানি বিষয়ে অস্পষ্টতা দূরীকরণে এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে সেবা খাতকে রপ্তানির অন্তর্ভূক্ত করে রপ্তানিকে সংজ্ঞায়িত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- বাংলাদেশী পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় অর্জিত আয় ব্যাংকিং মাধ্যমে বাংলাদেশে আনীত হলে তা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত করমুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে এবং রপ্তানী বহুমূখীকরণ হবে।
- রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের করহার নিম্নরূপে ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

    (অ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;

(আ) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের অর্জিত আয়ের উপর ১২%; এবং

(ই) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being an individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

১৩। কর পরিপালনে সহায়তা

- মাতা-পিতা সন্তানের নিকট হতে ৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে যেকোন পরিমাণ দান বা ঋণ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে মাতা-পিতা বা সন্তানদের যেকোন এক ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক মাধ্যম প্রযোজ্যতার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- করদাতার মোট করযোগ্য আয় নির্বিশেষে রেয়াতযোগ্য অংক হিসেবে মোট আয়ের ২০% উপর ১৫% হারে কর রেয়াতের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে কর রেয়াত ১৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫% করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিল না করলে, উৎসে আয়কর কর্তন ও সংগ্রহের বিদ্যমান বিধানাবলির পরিপালন না করলে কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা অপ্রাপ্যতার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- টিআইএন এর পরিবর্তে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলে ব্যর্থ হলে সেবা সরবরাহকারীর নিকট হতে ৫০% বেশি হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ব্যর্থতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দায় সুস্পষ্টকরণ এর প্রস্তাব করা হয়েছে।
- গ্রোথ সেন্টারের পরিবর্তে সকল প্রকার নূতন করদাতাদের অন স্পট করনির্ধারণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।
- উৎসে কর কর্তন ও সংগ্রহ ভেরিফাই ও এনফোর্স করার লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তির সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহে বিধি বিধান সুস্পষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪। অফশোর ট্যাক্স অ্যামনেস্টির বিধান আনয়ন

কোন করদাতা বাংলাদেশের বাইরে কোন সম্পদের মালিক হলে এবং উক্ত সম্পদ আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শিত না হলে নিম্নে বর্ণিত টেবিল অনুযায়ী ১ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পরিশোধের মাধ্যমে সম্পদ প্রদর্শনের সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সুযোগ গ্রহন করে বিদেশে সঞ্চিত অর্থ দেশে ফেরত আনলে তা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। পরবর্তীকালে এ ধরনের সম্পদ হতে কর আহরণ অব্যাহত থাকবে এবং রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

সম্পদের প্রকৃতি	সম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্যের উপর করের শতকরা হার
বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত নগদ অর্থ,ব্যাংক জমা, সিকিউরিটিজ এবং ফাইনানসিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট সহ সকল অস্থাবর সম্পদ যা বাংলাদেশে আনীত	৭%

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

৩ ভিশন ও মিশন:

৩.১ ভিশন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা সহায়ক আধুনিক সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা।

৩.২ মিশন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সঞ্চয় প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি আধুনিক ও জনবান্ধব সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা।

৩.৩ কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ

১) সঞ্চয় প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ;
২)জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
৩)জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টিকরণ;
৪) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

৩.৪ কার্যাবলী

১) জাতীয় সঞ্চয়স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা;
২) জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
৩) সঞ্চয় কার্যক্রমে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
৪) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে ভূমিকা পালন;
৫) দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
৬) আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা;
৭) সঞ্চয়স্কিমের বিধিমালা/নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ ও বাস্তবায়ন;
৮) অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য প্রবর্তিত ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ,এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ,এস, ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৩.৫ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- ☑ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো কর্তৃক সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম;
- ☑ জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ☑ মুদ্রণ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- ☑ সঞ্চয় স্কিমের নীতিমালা/বিধিমালা বিষয়ক কার্যক্রম;
- ☑ কর্মকর্তা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম;
- ☑ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ;
- ☑ ব্যাংক ও ডাকঘর এর সাথে সমন্বয় সাধন;
- ☑ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- ☑ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মূল্যায়ন ও সরকারকে অবহিতকরণ;
- ☑ 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নীতিমালা' অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ এবং এতদসংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

- ☑ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ☑ ইনোভেশন টিম গঠন, ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ইনোভেশন টিমের সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন ও সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং ইনোভেশন সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ;
- ☑ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এর আলোকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৩.৬ জনবল

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	মহাপরিচালক	১	১	০
২	পরিচালক	৪	১	৩
৩	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
৪	উপ-পরিচালক	১২	১২	০
৫	সহকারী পরিচালক	৮৭	৭৭	১০
৬	সহকারী প্রোগ্রামার	২	০	২
৭	সঞ্চয় অফিসার	৮১	৫১	৩০
৮	হিসাবরক্ষক	১৪	৫	৯
৯	সাঁট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	২	৩
১০	উচ্চমান সহকারী	৪৬	৮৩	৩
১১	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	০	৪
১২	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১০০	৪৩	৫৭
১৩	ডাটা এন্ট্রি অপরেটর	২	০	২
১৪	গাড়ী চালক	৭	৬	১
১৫	বার্তা বাহক	১	০	১
১৬	অফিস সহায়ক	৯২	৬০	৩২
১৭	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১	০	১
	সর্বমোট=	৪৬০	৩০৩	১৫৮

চিত্র-১ : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সাথে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জেবুন্নেছা করিম।

৩.৭ জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ৮টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪টি জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, ১৩টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো রয়েছে। নিম্নে জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো ও জেলা সঞ্চয় অফিসের কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

- ✓ জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- ✓ প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াবলী সম্পাদন করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে নির্ধারিত বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন সংক্রান্ত পুনঃভরণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে বাংলাদেশ ব্যাংক ও লিংকড ব্যাংকের সাথে সমন্বয় সাধন করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়-সাধন করা;
- ✓ সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ✓ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের অংশীজনদের সাথে প্রয়োজনীয় সভা-সমাবেশ করা;
- ✓ প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি

৩.৮ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বর্ণনা

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে ১১ (এগার)টি সঞ্চয়স্কিম চালু রয়েছে। স্কিমগুলো নিম্নরূপ-

৩.৮.১ জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক ও ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
(২) ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী)
(৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)
(৪) পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)

৩.৮.২ বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক-এর এডি শাখা কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(৫) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদী)
(৬) ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)
(৭) ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)
(৮) বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

৩.৮.৩ ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(৯) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - সাধারণ হিসাব
(১০) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - মেয়াদী হিসাব (৩-বছর মেয়াদী) এবং
(১১) ডাক জীবন বীমা (আজীবন ও মেয়াদী)

৩.৮.৪ পাঁচ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ১৯৭৭ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ১০ টাকা; ৫০ টাকা; ১০০ টাকা; ৫০০ টাকা; ১,০০০ টাকা; ৫,০০০ টাকা; ১০,০০০ টাকা; ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা; ১০,০০,০০০ টাকা; ২৫,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর শাখাসমূহ, তফসিলি ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফার হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৩৫%	৯.৩৫	৮.৫৪	৭.৭১
		২য় বছরান্তে	৯.৮০%	৯.৮০	৮.৯৫	৮.০৮
		৩য় বছরান্তে	১০.২৫%	১০.২৫	৯.৩৬	৮.৪৫
		৪র্থ বছরান্তে	১০.৭৫%	১০.৭৫	৯.৮২	৮.৮৬
		৫ম বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

উৎসে করঃ ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক;

(খ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি (২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নং) অনুযায়ী পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ-৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেড পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতাপাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত;

(ঘ) অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অটিস্টিকদের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অবশ্যই অটিস্টিকদের সহায়তায় ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে;

(ঙ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি);

(চ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ

(ক) ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ টাকা;

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা;

(গ) ফার্মের ক্ষেত্রেঃ সর্বোচ্চ ২(দুই) কোটি টাকা;

(ঘ) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কোটি টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) নমিনি নিয়োগ করা যায়;

(খ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারেন।

৩.৮.৫ তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ১৯৯৮ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৩ (তিন) বছর।

মুনাফার হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
	তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.০৬	৮.১৫
		২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫১	৮.৫৬
		৩য় বছরান্তে	১১.০৪%	১১.০৪	১০.০০	৯.০০

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

উৎসে করঃ ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক;

(খ) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ (অংশ-২) এর বিধি ৪৯-এর উপ-বিধি (২) এ সংজ্ঞায়িত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল এবং ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ এর ১৯ নং) অনুযায়ী পরিচালিত ভবিষ্য তহবিল;

(গ) আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট এ এর অনুচ্ছেদ-৩৪ অনুযায়ী মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, পেলিটেড পোল্ট্রি ফিডস উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, স্থানীয় উৎপাদিত বীজ বিপণন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, উদ্যান খামার প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন এবং ফল ও লতাপাতার চাষ হতে অর্জিত আয়-যা সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত;

(ঘ) অটিস্টিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অটিস্টিকদের সহায়তার জন্য প্রতিষ্ঠিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অবশ্যই অটিস্টিকদের সহায়তায় ব্যবহার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হতে হবে;

(ঙ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি);

(চ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ

(ক) ব্যক্তির ক্ষেত্রেঃ একক নামে ৩০ লক্ষ অথবা যুগ্ম-নামে ৬০ লক্ষ টাকা;

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেঃ ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা;

(গ) ফার্মের ক্ষেত্রেঃ সবোর্চ্চ ২(দুই) কোটি টাকা;

(ঘ) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান, দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) এবং প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কোটি টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(খ) নমিনি নিয়োগ করা যায়;

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যথারীতি প্রতি তিন (৩) মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

৩.৮.৬ পেনশনার সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৪ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ ও ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফা হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৭০%	৯.৭০	৮.৮৭	৮.০৪
		২য় বছরান্তে	১০.১৫%	১০.১৫	৯.২৮	৮.৪২
		৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	১০.৬৫	৯.৭৪	৮.৮৩
		৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	১১.২০	১০.২৪	৯.২৯
		৫ম বছরান্তে	১১.৭৬%	১১.৭৬	১০.৭৫	৯.৭৫

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

উৎসে করঃ পেনশনার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর কোন উৎসে কর কর্তন করা হয় না। ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকার অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী, সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতিগণ, সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং মৃত চাকরিজীবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সন্তান।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ প্রাপ্ত আনুতোষিক (Gratuity) ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থ (চূড়ান্ত) মিলিয়ে একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(খ) নমিনি নিয়োগ করা যায়;

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণের পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করতে পারেন।

৩.৮.৭ পরিবার সঞ্চয়পত্র (প্রবর্তনঃ ২০০৯ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ১০,০০০ টাকা; ২০,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫,০০,০০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ জেলা সঞ্চয় অফিস ও জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরোসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং ডাকঘর থেকে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফা হারঃ

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৫০%	৯.৫০	৮.৬৬	৭.৮৩
		২য় বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.১১	৮.২৫
		৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫৭	৮.৬৬
		৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	১১.০০	১০.০৩	৯.০৭
		৫ম বছরান্তে	১১.৫২%	১১.৫২	১০.৫০	৯.৫০

মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করলে উপর্যুক্ত ছকে উল্লিখিত হারে মুনাফা প্রাপ্য হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা মূল টাকা হতে কর্তন করে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করা হবে।

উৎসে করঃ ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সর্বমোট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ৫% হারে এবং এর অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়।

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) ১৮ (আঠার) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী মহিলা;
(খ) যে কোন বাংলাদেশী শারীরিক প্রতিবন্ধী (পুরুষ ও মহিলা) এবং
(গ) ৬৫ (পঁয়ষট্টি) ও তদুর্ধ্ব বয়সের যে কোন বাংলাদেশী (পুরুষ ও মহিলা) নাগরিক।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমাঃ একক নামে সর্বোচ্চ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) লক্ষ টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) মাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(খ) নমিনি নিয়োগ / পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(গ) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতার মৃত্যুর পর নমিনি সাথে সাথেই সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করে টাকা উত্তোলন করতে পারেন অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যথারীতি মাসে মাসে মুনাফা উত্তোলন করতে পারেন।

বিঃদ্রঃ ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র ও পরিবার সঞ্চয়পত্রে সমন্বিতভাবে একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্মনামে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, পরিবার সঞ্চয়পত্র যৌথ নামে ক্রয় করা যায় না।

৩.৮.৮ ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক(প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

(ক) সাধারণ হিসাব :

১। মুনাফাঃ ৭.৫% (সরল হারে);

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	-	৭.৫০%	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০

২। যারা বিনিয়োগ করতে পারবেন :

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

৩। বিনিয়োগ করতে যা যা প্রয়োজন : ক্রেতার ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি এবং নমিনি থাকলে প্রত্যেকের ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি।

৪। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা : একক নামে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম-নামে সর্বোচ্চ ২০ লক্ষ টাকা।

৫। অন্যান্য সুবিধা: (ক) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়; (খ) এক মাসেরও মুনাফা প্রদেয়।

(খ) মেয়াদী হিসাবঃ

১। মুনাফাঃ মেয়াদান্তে (৩ বছর) ১১.২৮%।

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
			পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	১ম বছরান্তে	১০.২০%	১০.২০	৯.৩১	৮.৪১
		২য় বছরান্তে	১০.৭০%	১০.৭০	৯.৭৭	৮.৮২
		৩য় বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা বিনিয়োগ করলে মেয়াদান্তে ৩৩,৮৪০ (তেত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা পাওয়া যায়। ১০% হারে উৎসে কর কর্তন ৩,৩৮৪.০০ (তিন হাজার তিনশত চুরাশি) টাকা এবং নীট প্রদেয় মুনাফা ৩০,৪৫৬ (ত্রিশ হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) টাকা। তবে ১ (এক) বছর, ২ (দুই) বছর অথবা ৩ (তিন) বছর মেয়াদী হিসাব খোলা যায়। একক অথবা যৌথ নামে যে ভাবেই হোক না কেন মেয়াদী হিসাবে কেবল একটি হিসাব খোলা যায়।

২। যারা বিনিয়োগ করতে পারেনঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

৩। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমাঃ একক হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা অথবা যুগ্ম হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা।

৪। অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক এ হিসাব খুলতে পারেন;

(খ) নমিনি নিয়োগ করা যায়/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(গ) উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ সুবিধা পাওয়া যায়।

৩.৮.৯ ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (প্রবর্তন: ১৯৮১ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ২৫,০০০ টাকা; ৫০,০০০ টাকা; ১,০০,০০০ টাকা; ২,০০,০০০ টাকা; ৫, ০০,০০০ টাকা; ১০,০০,০০০ এবং ৫০,০০,০০০ টাকা।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে অবস্থিত যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি হতে ক্রয় করা যায়।

মেয়াদঃ ৫ (পাঁচ) বছর।

মুনাফার হারঃ মেয়াদান্তে ১২.০০ % (সরল হারে)

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৬-মাস পর, কিন্তু ১২ মাসের পূর্বে	৮.৭০	৮.৭০	৭.৯৮	৭.২৫	৬.৫৩
		১২-মাস পর, কিন্তু ১৮ মাসের পূর্বে	৯.৪৫	৯.৪৫	৮.৬৬	৭.৮৮	৭.০৯
		১৮-মাস পর, কিন্তু ২৪ মাসের পূর্বে	১০.২০	১০.২০	৯.৩৫	৮.৫০	৭.৬৫
		২৪-মাস পর, কিন্তু ৬০ মাসের পূর্বে	১১.২০	১১.২০	১০.২৭	৯.৩৩	৮.৪০
		মেয়াদান্তে	১২.০০	১২.০০	১১.০০	১০.০০	৯.০০

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ

(ক) বৈধ ওয়েজ আর্নার নিজে বা আবেদনপত্রে উল্লিখিত ব্যক্তি বা বাংলাদেশে তার বেনিফিসিয়ারীর নামে বাংলাদেশী টাকা/ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করা যায়;

(খ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ক্রয় করতে পারেন;

(গ) বিদেশে লিয়েনে কর্মরত সরকারি, সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত অথবা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়িগণ নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে এ বন্ড ক্রয় করতে পারবেন।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা: ০১ (এক) কোটি টাকা।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ৪০% থেকে ৫০% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;

(খ) ষান্মাসিকভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(গ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(ঘ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;
(ঙ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;
(চ) এফসি একাউন্ট থাকার বাধ্যবাধকতা নেই;
(ছ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;
(জ) এ বন্ডের মূল অর্থ ইউ.এস. ডলারে গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

৩.৮.১০ ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (প্রবর্তনঃ ২০০২ খ্রিঃ)

মূল্যমান: ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে অবস্থিত যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি হতে ক্রয় করা যায়।

মেয়াদ: ৩ (তিন) বছর।

মুনাফার হারঃ মেয়াদান্তে ৭.৫০%।

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ	বিদ্যমান মুনাফার হার (%)	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০১ (এক লক্ষ এক) হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচলক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ৫,০০,০০১ (পাঁচ লক্ষ এক) হতে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত
০৮	ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০	৫.০০	৪.০০	৩.০০
		৩য় বছরান্তে	৭.৫০	৫.৫০	৪.৫০	৩.৫০

যারা ক্রয় করতে পারবেন: অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা: উর্ধ্বসীমা নেই।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে;
(খ) বাৎসরিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;
(গ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;
(ঘ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;
(ঙ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;
(চ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;
(ছ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ডলারে প্রাপ্য।

৩.৮.১১ ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (প্রবর্তনঃ ২০০২ খ্রিঃ)

মূল্যমানঃ ইউএস ডলার ৫০০; ইউএস ডলার ১,০০০; ইউএস ডলার ৫,০০০; ইউএস ডলার ১০,০০০ এবং ইউএস ডলার ৫০,০০০।

কোথায় পাওয়া যায়ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, দেশে অবস্থিত যে কোন তফশিলী ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার (AD) শাখা এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকের শাখা, এক্সচেঞ্জ হাউস, এক্সচেঞ্জ কোম্পানি, হতে ক্রয় করা যায়।

মেয়াদঃ ৩ (তিন) বছর।

মুনাফার হারঃ মেয়াদান্তে ৬.৫০%

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ	বিদ্যমান মুনাফার হার (%)	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০১ (এক লক্ষ এক) হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচলক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ৫,০০,০০১ (পাঁচ লক্ষ এক) হতে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত
০৯	ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০	৪.০০	৩.০০	২.০০
		২য় বছরান্তে	৬.০০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০	৫.০০	৪.০০	৩.০০

যারা ক্রয় করতে পারবেনঃ অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক।

ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা: উর্ধ্বসীমা নেই।

অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ডলারে প্রাপ্য;

(খ) মূল ও মুনাফা ইউএস ডলারে / বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রদেয়;

(গ) বাৎসরিক ভিত্তিতে মুনাফা প্রদেয়;

(ঘ) বন্ডের বিপরীতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা রয়েছে;

(ঙ) নমিনি নিয়োগ/পরিবর্তন ও বাতিল করা যায়;

(চ) হারিয়ে গেলে, পুড়ে গেলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট বন্ড ইস্যুর সুযোগ রয়েছে;

(ছ) এ বন্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও অর্জিত মুনাফা আয়কর মুক্ত;

(জ) ১৫% থেকে ২৫% পর্যন্ত মৃত্যু-ঝুঁকির সুবিধা রয়েছে।

৩.৮.১২ ডাক জীবন বীমা (প্রবর্তনঃ ১৮৭২ খ্রিঃ)

ডাক জীবন বীমা সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

(১) যারা এ বীমা করতে পারেনঃ ১৯ থেকে ৫৫ বছর বয়সী সকল শ্রেণি ও পেশার বাংলাদেশী নাগরিক।

(২) পলিসির ধরনঃ (ক) জীবন চুক্তি বীমা; (খ) মেয়াদী বীমা; (গ)শিক্ষা মেয়াদী বীমা; (ঙ) বিবাহ বীমা; (ঙ) এন্ডোমেন্ট বীমা।

(৩) অন্যান্য সুবিধাঃ

(ক) আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়;

(খ) প্রিমিয়ামের হার কম, বোনাসের পরিমাণ বেশী;

(গ) ১০০% ঝুঁকি সুবিধা;

(ঘ) আকস্মিক মৃত্যু ও চির-অক্ষমতার মঙ্গল বিধান চুক্তি;

(ঙ) ডাক্তারি পরীক্ষা ব্যতিত পলিসি।

(৪) প্রচলিত বোনাসঃ

বীমার শ্রেণি	প্রতি হাজারে প্রতি বছরে বোনাস
(ক) আজীবন বীমা	৪২.০০ টাকা
(খ) মেয়াদী বীমা	৩৩.০০ টাকা

(৫) বিনিয়োগ করতে যা লাগবেঃ ক্রেতার ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ/পাসপোর্টের ফটোকপি এবং নমিনি থাকলে প্রত্যেকের ২(দুই) কপি (পিপি সাইজ) ছবি।

৩.৮.১৩ বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

১। পুরস্কার: প্রতি ড্র তে প্রতি সিরিজে পুরস্কার

(ক) ৬,০০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার ০১ (এক)টি;
(খ) ৩,২৫,০০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার ০১ (এক)টি;
(গ) ১,০০,০০০ টাকার তৃতীয় পুরস্কার ০২ (দুই)টি;
(ঘ) ৫০,০০০ টাকার চতুর্থ পুরস্কার ০২ (দুই)টি;
(ঙ) ১০,০০০ টাকার পঞ্চম পুরস্কার ৪০ (চল্লিশ)টি।

২। অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

(ক) প্রতি তিন মাস অন্তর (৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর) 'ড্র' অনুষ্ঠিত হয়;
(খ) বন্ডে নির্দেশিত বিক্রয় তারিখ হতে ন্যূনতম ২ (দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড 'ড্র' এর আওতায় আসবে;
(গ) পুরস্কারপ্রাপ্ত বন্ড ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বন্ডে অভিহিত মূল্য পুরস্কারের অর্থের সাথে প্রদান করা হয়;
(ঘ) 'ড্র' অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ হতে দুই বছরের মধ্যে পুরস্কারের টাকা দাবী করতে হয়;
(ঙ) পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থ হতে ২০% উৎসে কর কর্তন করে পুরস্কারের টাকা প্রদান করা হয়।

৩.৯ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিদ্যমান মুনাফার হার (২১/০৯/২০২১ খ্রি: তারিখ থেকে কার্যকর)

ক্রমিক নম্বর	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
১	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৩৫%	৯.৩৫	৮.৫৪	৭.৭১
		২য় বছরান্তে	৯.৮০%	৯.৮০	৮.৯৫	৮.০৮
		৩য় বছরান্তে	১০.২৫%	১০.২৫	৯.৩৬	৮.৪৫
		৪র্থ বছরান্তে	১০.৭৫%	১০.৭৫	৯.৮২	৮.৮৬
		৫ম বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০
২		১ম বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.০৬	৮.১৫

	৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫১	৮.৫৬
		৩য় বছরান্তে	১১.০৪%	১১.০৪	১০.০০	৯.০০
৩	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৭০%	৯.৭০	৮.৮৭	৮.০৪
		২য় বছরান্তে	১০.১৫%	১০.১৫	৯.২৮	৮.৪২
		৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	১০.৬৫	৯.৭৪	৮.৮৩
		৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	১১.২০	১০.২৪	৯.২৯
		৫ম বছরান্তে	১১.৭৬%	১১.৭৬	১০.৭৫	৯.৭৫
৪	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৫০%	৯.৫০	৮.৬৬	৭.৮৩
		২য় বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.১১	৮.২৫
		৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫৭	৮.৬৬
		৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	১১.০০	১০.০৩	৯.০৭
		৫ম বছরান্তে	১১.৫২%	১১.৫২	১০.৫০	৯.৫০
৫	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	-	৭.৫০%	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৬	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	১ম বছরান্তে	১০.২০%	১০.২০	৯.৩১	৮.৪১
		২য় বছরান্তে	১০.৭০%	১০.৭০	৯.৭৭	৮.৮২
		৩য় বছরান্তে	১১.২৮%	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

ক্রমিক নম্বর	**সঞ্চয় স্কিমের নাম**	**মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)**	**বিদ্যমান মুনাফার হার**	**১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত**	**১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০**	**৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০**	**৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব**
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
৭	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৬-মাস পর, কিন্তু ১২ মাসের পূর্বে	৮.৭০	৮.৭০	৭.৯৮	৭.২৫	৬.৫৩
		১২-মাস পর, কিন্তু ১৮ মাসের পূর্বে	৯.৪৫	৯.৪৫	৮.৬৬	৭.৮৮	৭.০৯
		১৮-মাস পর, কিন্তু ২৪ মাসের পূর্বে	১০.২০	১০.২০	৯.৩৫	৮.৫০	৭.৬৫
		২৪-মাস পর, কিন্তু ৬০ মাসের পূর্বে	১১.২০	১১.২০	১০.২৭	৯.৩৩	৮.৪০
		মেয়াদান্তে	১২.০০	১২.০০	১১.০০	১০.০০	৯.০০

শর্তাবলীঃ

(ক) এই আদেশ জারির পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয় স্কিম ক্রয়কালীন হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে এবং যেই মেয়াদের জন্য তাহা ইস্যু করা হইয়াছিল সেই মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে। তবে, পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনঃবিনিয়োগের তারিখের মুনাফার হার প্রযোজ্য হইবে;

(খ) বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমের ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ বিবেচনাপূর্বক প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে;

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার কার্যকর হইবে;

(ঘ) এই আদেশ জারির পরে বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বের বিনিয়োগ বিবেচনায় নিয়ে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে;

(ঙ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে মোট বিনিয়োগের উপর হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে;

(চ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে;

(ছ) সকল সঞ্চয় স্কিমের মুনাফা/সুদ সরল হারে প্রদেয় হইবে।

৩.১০ মুনাফার হার ৪/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখ থেকে কার্যকর

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ	বিদ্যমান মুনাফার হার (%)	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০১ (একলক্ষ এক) হতে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ৫,০০,০০১ (পাঁচ লক্ষ এক) হতে তদূর্ধ্ব পর্যন্ত
০৮	ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০	৫.০০	৪.০০	৩.০০
		৩য় বছরান্তে	৭.৫০	৫.৫০	৪.৫০	৩.৫০
০৯	ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০	৪.০০	৩.০০	২.০০
		২য় বছরান্তে	৬.০০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০	৫.০০	৪.০০	৩.০০

ক্রমিক নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মুনাফার হার
১০	বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড	৬.৫০%

১১। ডাক জীবন বীমা (আজীবন ও মেয়াদী)	
প্রচলিত বোনাসঃ	
বীমার শ্রেণি	প্রতি হাজারে প্রতি বছরে বোনাস
(ক) আজীবন বীমা	৪২.০০ টাকা
(খ) মেয়াদী বীমা	৩৩.০০ টাকা

৩.১১ উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের তথ্য (২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত)

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর অর্জিত মুনাফা হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরে সরকারের বিপুল রাজস্ব প্রাপ্তি হয়। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর

পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফা হতে উৎসে কর কর্তন বাবদ রাজস্ব প্রাপ্তির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র/নং	সঞ্চয় স্কিমের নাম	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর	অর্থবছর
		২০২২-২৩	২০২১-২২	২০২০-২১	২০১৯-২০	২০১৮-২০১৯
১	প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র	২৩৭৭২.০০	২,৭৮৮,৮১৭.৫৮	৬০৭,২৬১.৩৫	৩৪৬,৩৭৭.৪৫	৩৯৮,৫৩৬.৫০
২	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	৫৩৩৫৮১৫২৬.২০	৩,৩৬৯,৯৬৩,১০৯.৯০	২,৭৮১,১২১,৬০৬.৭৮	৮৭১,৫২১,৯৩০.৮০	৪৭৬,২৪৫,০৬১.৫৮
৩	৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র	-	-	-	৩,৪৫৯,৯৬২.০০	-
৪	বোনাস সঞ্চয়পত্র	-	-	-	১৪.০০	৬৬.০০
৫	৬-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	-	-	-	-	-
৬	পরিবার সঞ্চয়পত্র	৬২৫৫০৭৪৫৯.৬০	১১,৯১৮,৯৯৬,৪৩৩.৪৭	১৫,০৯৭,৯১২,২৫৫.১৩	১১,৫৪৯,৩৬৮,২২৫.৮৪	৬,০৩৭,৯২১,০৬৫.২৯
৭	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১৩৩১৮৬৭৩.০০	৬,৩০৬,৯০০,৪৮২.৩১	৭,৯১৮,৩৫২,৭১৬.০০	৫,৪১৮,০৯৭,৮০১.৫৬	২,৯৬২,৯০৫,৮৫১.৯৭
৮	জামানত সঞ্চয়পত্র	-	১,৮০০.০০	-	১,৮০০.০০	১,৩৫০.০০
৯	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	৪০২০৫০৬৭২৬.০০	১০,০৫৯,৯৯১,৩৫৫.২১	৩,২৭২,২৭৯,৫৮৮.৯৪	১,৬২১,২১৪,১৪১.১৭	৯৮৫,৫৮১,০৯৭.৯২
১০	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	৩৬০৪৬২৫৮.০০	৯২২,৪৯৬,০৩৯.০০	১৫০,৮৮৯,৫০১.০০	১৪৪,২১৪,৪৮৯.০০	৪২৪,২৪৬,১৯৪.০০
১১	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	৭৫২৬৮৯০৮১.০০	৬,১৮২,৬৩৮,৩০৫.০০	৩,৬৯৭,২৫১,৪১৫.০০	২,৬০০,৮০৭,৯৮০.০০	১,৬৭২,১১৮,৯৭০.০০
১২	বোনাস হিসাব	-	-	-	-	৯৯.০০
১৩	ডাক জীবন বীমা	-	২২৪,০০০.০০	-	-	-
১৪	বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	৩০১৮০০০.০০	৯,৫৫৮,০০০.০০	৭,৫০৭,০০০.০০	৯,২৩০,০০০.০০	১০,৫১০,৬০০.০০
১৫	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	২৩৭৭২.০০	-	-	-	-
১৬	৩-বছর মেয়াদী জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড	৫৩৩৫৮১৫২৬.২০	-	-	-	৫৭,৩৭৫.০০
১৭	ইউ. এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	-	-	-	-	-
১৮	ইউ. এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	-	-	-	-	-
১৯	বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	-	-	-	-	-
সর্বমোট =		৫৯৮৪৬৯১৪৯৫.৯৮	৩৮৭৭৩৫৫৮৩৪২.৪৭	৩২৯২৫৯২১৩৪৪.২০	২২২১৮২৬২৭২১.৮২	১২৫৬৯৯৮৬২৬৭.২৬

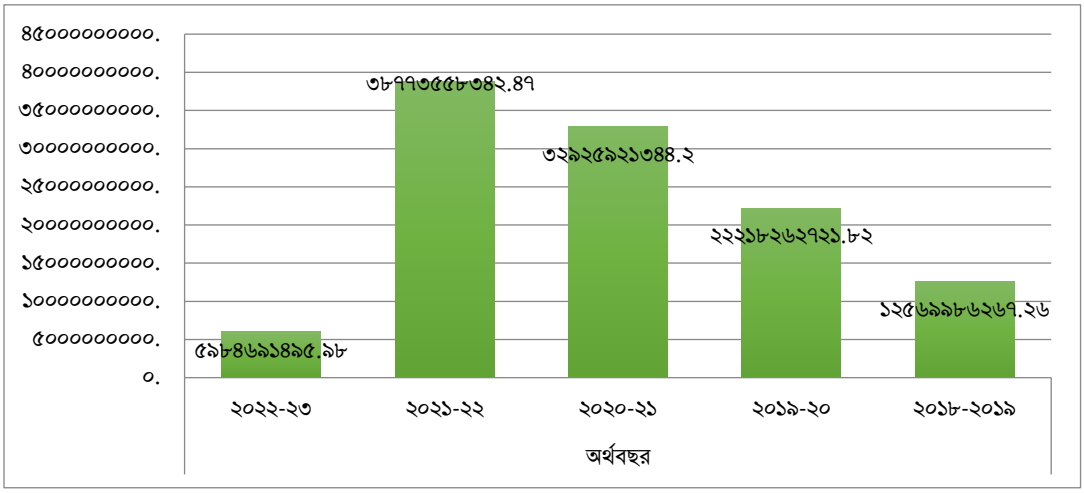

চিত্রঃ উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে ৫ বৎসরের অর্জিত রাজস্ব আয়।

৩.১২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০ ও রুপকল্প ২০৪১এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট।এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর তা বাস্তবায়নে যথাযথ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের সাথে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

চিত্র-২: অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সাথে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ও জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব জেবুন্নেছা করিম।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে জাতীয় সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরেও ১ম স্থান অধিকার করে।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে ৮টি জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। ৮টি জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণের আওতাধীন স্ব স্ব জেলার কর্মকর্তাদের সাথে বার্ষিক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

৩.১৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির সকল নিয়ম অনুসরণ করে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর একটি জন বান্ধব সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রণয়ন করেছে। এ সনদের মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর হতে নাগরিকদের সেবাপ্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে এ অধিদপ্তরে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া টেলিফোনে সেবা প্রদানের জন্য অধিদপ্তরের দু'জন কর্মকর্তা যথা: সহকারী পরিচালক (অডিট ও আইন) ও সহকারী পরিচালক (পরিসংখ্যান) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। যা অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে প্রদর্শন করা আছে। প্রতিশ্রুত সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে জাতীয় সঞ্চয়স্কিম বিষয়ে আইন, বিধিমালা-নীতিমালা বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান, বিভিন্ন সঞ্চয়স্কিম ক্রয় ও নগদায়ন বিষয়ে তথ্য প্রদান, জাতীয় সঞ্চয়স্কিম বিষয়ে অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় করা, প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, সঞ্চয়স্কিম বিক্রয়কারী ব্যাংক ও ডাকঘরকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর কমিশন প্রদান, সঞ্চয়স্কিম সংশ্লিষ্ট পুস্তিকা, প্রচারপত্র, কুপন প্যাড, রেজিস্টার প্রভৃতি সরবরাহ ইত্যাদি।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নাগরিক সনদের মোটা দাগে চারটি উদ্দেশ্য রয়েছেঃ

প্রথমত: জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে সেবার মান নির্ধারণ এবং তাদের মতামত নিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত তা পুনঃনির্ধারণ, যাতে করে অব্যহতভাবে সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবাকে জনবান্ধব করা সম্ভবপর হয়।

দ্বিতীয়ত: জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা যাতে করে তারা সেবা প্রদানকারীদের কাছে সে সব অধিকার দাবি করতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে (যেমন, অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা) সেবা প্রদানকারীদের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত: সেবা প্রদানকারীদের সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের (যেমন, হেল্প ডেস্ক প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে এক ধরণের সৌজন্যতার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

চতুর্থত: সেবার মানোন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন।

মানোন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন।

৩.১৪ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে সঞ্চয় আহরণের সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রা ১১৪২৭৫.০০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট অর্জন ৮০,৮৫৮.৬২ কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৭০.৭৬ শতাংশ । অনুরূপভাবে উক্ত অর্থবছরে সঞ্চয় আহরণে সংশোধিত নীট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৫,০০০.০০ কোটি টাকা যার বিপরীতে নীট অর্জন (৩,২৯৫.৯৪) কোটি টাকা; যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার -৯.৪১ শতাংশ।

২০২২-২৩ অর্থবছর এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন **(কোটি টাকায়)**				
	বিক্রয়	মূল পরিশোধ	মুনাফা পরিশোধ	নীট
লক্ষ্যমাত্রা	১১৪২৭৫.০০	৭৯২৭৫.০০	৪২৬৭৫.০০	৩৫০০০.০০
অর্জন	৮০,৮৫৮.৬২	৮৪,১৫৪.৫৬	৪৪,৭৯৯.৭৪	-৩,২৯৫.৯৪
শতকরা হার	৭০.৭৬%	১০৬.১৬%	১০৪.৯৮%	-৯.৪১%

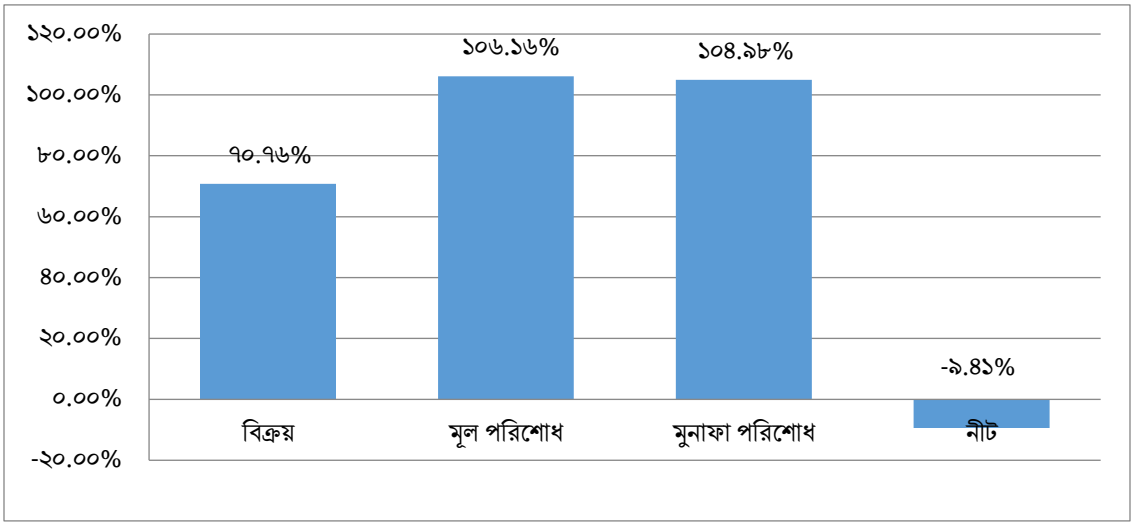

চিত্রঃ জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের শতকরা হার ।

৩.১৫ জাতীয় সঞ্চয় স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এবং সঞ্চয়পত্র সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেন কার্যক্রম সঠিক, সুন্দর ও নির্ভুলভাবে পরিচালনা করার জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি’র সহযোগিতায় জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার চালু করেছে। এ সিস্টেম গ্রাহককে স্বল্পতম সময়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ও নগদায়ন সুবিধা প্রদান করে। মেয়াদপূর্তীর পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন ছাড়া গ্রাহককে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ও মূল অর্থ গ্রহণের জন্য মাসিক/ত্রৈমাসিক/মেয়াদান্তে এখন আর ইস্যু অফিসে আসতে হয় না। মুনাফা ও আসল অর্থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা হয়। জমাকৃত অর্থের তথ্য গ্রাহকের মোবাইল ফোনে এস এম এস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। গ্রাহকদের সুবিধার্থে সফটওয়্যারটিতে সঞ্চয়পত্র scripless করা হয়েছে। এছাড়া গত ০১-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (ক) সাধারণ হিসাব (খ) মেয়াদী হিসাব এবং ৩০/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে (তিন)টি সঞ্চয় বন্ড ওয়েজ আর্নার ভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এ সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। এতে গ্রাহকের সময় ও অর্থ-দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে।

৩.১৬ তথ্য বাতায়ন কার্যক্রম হালনাগাদকরণ

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংযুক্ত অধিদপ্তর। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হলো গ্রাহকভিত্তিক সেবা দিয়ে স্বল্প আয়ের মানুষের আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসা, পাশাপাশি দেশের রাজস্ব ঘাটতি বাজেটে অর্থায়ন করা। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন ৮টি বিভাগীয় অফিস, ৬৪টি জেলা সঞ্চয় অফিস, ১৩টি জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর এর উদ্দেশ্য সফল করতে ও এর অধিনস্ত দপ্তরসমূহে দাপ্তরিক তথ্য প্রবাহ সচল রাখার জন্য www.nationalsavings.gov.bd নামে একটি তথ্য বাতায়ন রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে আমাদের বিষয়, বিদ্যমান স্কিমসমূহ, যোগাযোগ, আইন-বিধি, সংবাদ ও প্রকাশনা, ফটোগ্যালারী,

ডাউনলোড নামে ৭টি মেনু রয়েছে। প্রতিটি মেনুর অধীনে সাব মেনু রয়েছে। তথ্য বাতায়নের সেবা বক্স এ আমাদের দপ্তর, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার), বার্ষিককর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, বিজ্ঞপ্তি/আদেশ/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, বাজেট ও প্রকল্প, আইসিটি কর্নার, আইন ও প্রকাশনা, ফোকাল পয়েন্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম নামে ১৩টি সেবা বক্স রয়েছে। প্রতিটি সেবা বক্স এর অধীন ৪টি করে কন্টেন্ট রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর দাপ্তরিক তথ্য প্রবাহ সচল রাখতে তথ্য বাতায়নের মেনু ও সেবা বক্সসমূহের কন্টেন্টগুলোতে নতুন নতুন তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া বদলী, পেনশন, পি.আর. এল, শোকবার্তা, নোটিশ, অনাপত্তিপত্র, কোটেশন আহবান বিজ্ঞপ্তিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তথ্যবাতায়নের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। সেবা বক্সের ডান পাশের সাইট মেনুতে মহাপরিচালক মহোদয়ের বিস্তারিত প্রোফাইল, অভ্যন্তরীণ সেবা বক্স, গুরুত্বপূর্ণ লিংক, গুরুত্বপূর্ণ টোল এবং জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন রয়েছে। সাইট মেনুর অভ্যন্তরীণ সেবা বক্স এ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত বাংলাদেশ প্রাইজবন্ডের 'ড্র' -এর ফলাফল অনুসন্ধান সফটওয়্যারলিংক সংযোজন করা হয়েছে। ফলে সফটওয়্যারটির মাধ্যমে ২টি পদ্ধতিতে ফলাফল অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রয়েছে। সার্চ বক্সে সরাসরি নম্বর লিখে এবং নম্বর আপলোড করে ফলাফল জানা যাবে। এছাড়া সাইট মেনুর গুরুত্বপূর্ণ লিংক, গুরুত্বপূর্ণ টোল এবং জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.১৭ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমঃ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রিন্ট মিডিয়ায় ২৯টি বিজ্ঞাপন প্রচার;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সঞ্চয় স্কিম সম্পর্কিত লিফলেট-২৩,৭৫০ পিস, সঞ্চয়ের স্লোগান সম্বলিত ব্যাগ/ফোল্ডার-৬০০ পিস, সঞ্চয়ের স্লোগান সম্বলিত নোট প্যাড-১৫৩০ পিস, সঞ্চয়ের স্লোগান সম্বলিত স্মরণিকা-৬০০ পিসসহ বিভিন্ন রকমের প্রচারপত্র মূদ্রণ ও বিতরণ;
- সঞ্চয় অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২৩ প্রকাশ ১০০০ পিস;
- সঞ্চয় সম্পর্কিত স্লোগান মোবাইল ফোনে ৩০,০০০টি ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।
- <u>জেলা পর্যায় সঞ্চয় সপ্তাহ পালন</u>
  "সঞ্চয়ের অভ্যাস করি, সমৃদ্ধ জীবন গড়ি" এ বিষয়টি সামনে রেখে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষে ১২-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত দেশব্যাপী ৭ (সাত) দিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে সঞ্চয় অভিযান ২০২৩ পালিত হয়। সঞ্চয় অভিযান ২০২৩ চলাকালীন জাতীয় সঞ্চয় অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও সঞ্চয়ের উপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

২০২৩ সালে বিভিন্ন জেলায় সঞ্চয় অভিযান পরিচালনাসম্পর্কিত ছবি

চিত্র-৩: জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, শেরপুরের সঞ্চয় অভিযান কার্যক্রম।

৩.১৮ ইনোভেশন কার্যক্রম

- জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর ফলে বিনিয়োগকারীগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে অনলাইন হতে উৎসে কর কর্তনের সনদপত্র প্রদান করা যাচ্ছে;
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর, সঞ্চয় ব্যুরো এক ধারায় সঞ্চয়পত্র লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে খুব সহজে ঘরে বসে মোবাইলের মাধ্যমে সঞ্চয় স্কিমে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানার জন্য সঞ্চয় অ্যাপচালু করা হয়েছে;
- প্রধান কার্যালয় ও এর অধীনস্থ সকল অফিসে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ মেইল চালু করা হয়েছে; Group of NSD Head Office All Oficer (pro.dns.bd@gmail.com)
- সঞ্চয় ব্যুরোগুলোর পুরাতন সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য ই-সেভিংস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে;

- উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ের জনগণ বিশেষত: স্বল্প আয়ের মহিলাদেরকে সঞ্চয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়;
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নামে একটি ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে;
- মুনাফা ও আসল অর্থ Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN) এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা হয়;
- জমাকৃত অর্থের তথ্য গ্রাহকের মোবাইল ফোনে এস এম এস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়;
- সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৩.১৯ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) কর্তৃক আয়োজিত ৩য় বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম।

চিত্র-৪: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) কর্তৃক আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব মহোদয়কে ফুলের শুভেচ্ছা

৩.২০ কমিশনের হার যৌক্তিকীকরণ ও সরকারের ব্যয় সাশ্রয়

সঞ্চয়পত্রের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যমান কমিশন হার পুনঃনির্ধারণ:

বর্তমানে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের প্রায় ১৩০৭টি শাখা এবং ডাক অধিদপ্তরের প্রায় ১৫০০টি শাখা অফিস জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অংশীজন হিসেবে কমিশনের বিনিময়ে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর প্রবর্তিত ১১টি জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জাতীয় সঞ্চয় স্কিম বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ব্যাংক ও ডাকঘরকে ০.৫০% হারে কমিশন প্রদান করে। গত ১ জুলাই' ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অটোমেশন প্রবর্তন করায় সঞ্চয়স্কিমের লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনায় পূর্বের তুলনায় কম জনবল ও কম শ্রম ঘন্টা ব্যয় করতে হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১৬-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখ হতে সঞ্চয়স্কিম বিক্রয়ের উপর প্রদত্ত কমিশন০.৫০% হতে হ্রাস করে ০.০৫% অথবা প্রতিটি নিবন্ধনের বিপরীতে অনধিক ৫০০(পাচঁশত) টাকা; এদু'টির মধ্যে যেটি কম তা যৌক্তিকভাবে পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।এর ফলে কমিশন খাতে প্রতি বছর সরকারের বিপুল অর্থ সাশ্রয় হবে। উদাহরণস্বরূপ,২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয়স্কিমসমূহ বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২৪৬৪৭.৫০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ১০৮,০৭০.৫৩ কোটি টাকা। সেখানে ব্যাংকের অবদান ৮২,১৫০.৭৭ কোটি টাকা এবং ডাকঘরের অবদান ১৩,২০৫.৯০ কোটি টাকা। যা পূর্বের ০.৫০% হারে কমিশন বাবদ ৪৭৬.৭৮ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হত। তবে কমিশনের হার পুন: নির্ধারণ (০.০৫%) করায় এ খাতে সম্ভাব্য ব্যয় হবে ১২৩.৬৭ কোটি টাকা। সুতরাং কমিশন খাতে সাশ্রয় ৩৫৩.১১ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সঞ্চয়স্কিমসমূহ বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,১৪,২৭৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন হয়েছে ৮০৮৫৮.৬২ কোটি টাকা। সেখানে ব্যাংকের অবদান ৬১৫৮৯.০১ কোটি টাকা এবং ডাকঘরের অবদান ১২,০২৫.৬১ কোটি টাকা। যা পূর্বের ০.৫০% হারে কমিশন বাবদ ৩৬৮.০৭ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হত। তবে কমিশনের হার পুন: নির্ধারণ (০.০৫%) করায় এ খাতে সম্ভাব্য ব্যয় হবে ৩৬.৮০ কোটি টাকা। সুতরাং কমিশন খাতে সাশ্রয় ৩৩১.২৭ কোটি টাকা।

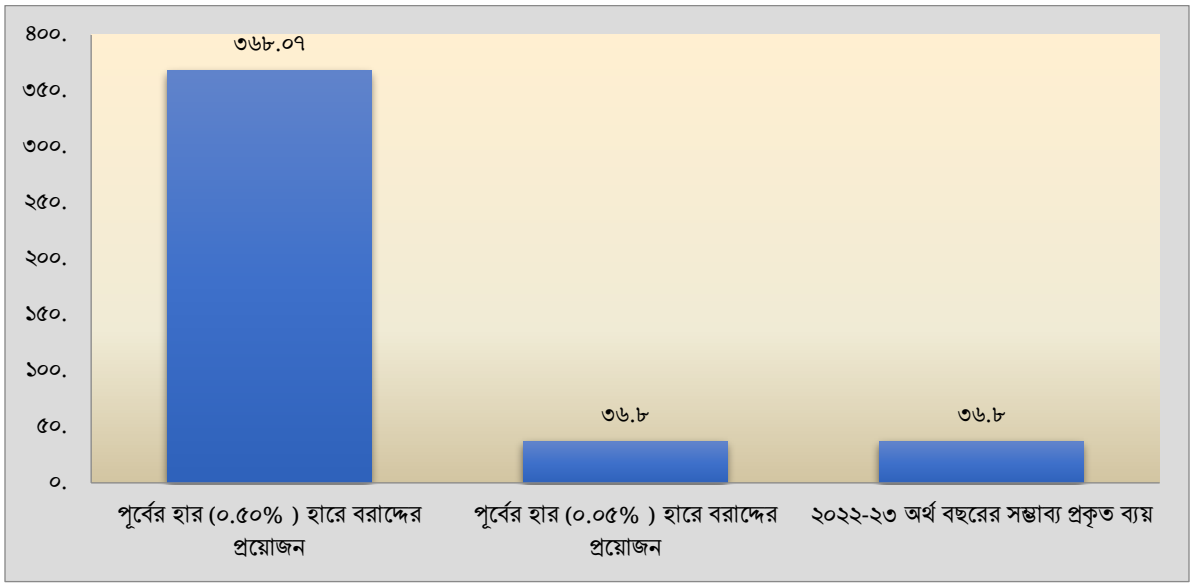

চিত্রঃ সঞ্চয়পত্র বিক্রয় খাতে কমিশনের হার হ্রাস করায় ব্যয় সাশ্রয়

৩.২১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' এ প্রক্ষেপিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জনের এজেন্ডা হিসেবে সরকার ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পরিকল্পনা এবং পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সে মোতাবেক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ রয়েছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ভূমিকার মধ্যে রয়েছে জাতীয় সঞ্চয় প্রচেষ্টা বজায় রাখা যা পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায় এর ৩.২.৩ এ বর্ণিত রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ জিডিপি'র তুলনায় একটি সম্মানজনক জাতীয় সঞ্চয় হার বজায় রেখে আসছে। ২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ২৯.৫ শতাংশ। এই উচ্চ হারের প্রাথমিক উৎস হলো অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। এছাড়া ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড়ে জিডিপি'র ৫.৭ শতাংশ বৈদেশিক শ্রমিকদের মাধ্যমে আগত রেমিট্যান্স প্রবাহের ফলে জাতীয় সঞ্চয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রক্ষেপিত বিনিয়োগের অর্থায়নের সিংহভাগই আসবে জাতীয় সঞ্চয় থেকে, যা ২০১৯ অর্থবছরে সিডিপি'র ২৯.৫ শতাংশ হতে ২০২৫ অর্থবছরে ৩৪.৪ শতাংশে পৌছাবে। তারপরেও ২০১৯ অর্থবছর হতে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে।

৩.৫.৩ এ বর্ণিত : প্রথমত দেশজ সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সঞ্চয়কে গতিশীল করতে হবে।

৫.২.১ এ বর্ণিত: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ২০২১ অর্থবছর মূল্যে (পরিকল্পনার প্রথম বছর) ৬৩.৬ ট্রিলিয়ন টাকা। অতীতের মতো, জাতীয় সঞ্চয়ের আকারে স্থানীয় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (৯৪.৯%) অর্থায়নে প্রভাবশালী ভুমিকা পালন করবে। ৮ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার মোট আর্থিক প্রয়োজনীয়তার বাকী ৫.১% যোগান দেওয়া হবে বৈদেশিক সঞ্চয় থেকে।

৩.২২ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System), সংক্ষেপে জিআরএস (GRS), মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে থাকে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতকিার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অভিযোগ দাখিল কন্টেন্ট এ এর লিংক দেওয়া আছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd)-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে দাখিলযোগ্য অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে সচিবালয়ের গেটে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে দাখিল করা যায়। অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম (সংযোজনী 'খ-১') ব্যবহার করতে হয়।

৩.২২.১ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ভুমিকা নিম্নরূপঃ

- **অনিক ও আপিল কর্মকর্তাঃ**

  সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা প্রতিকারের জন্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। অনিক কর্মকর্তা হলেন পরিচালক (প্রশাসন) এবং আপিল কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) ।

- **ওয়েবসাইটে প্রকাশঃ**

সেবা গ্রহণে বঞ্চিত অভিযোগকারী যাতে খুব সহজে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারে সে জন্য অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতকিার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অনিক ও আপিল কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ প্রকাশ করা হয়েছে।

- **অভিযোগ গ্রহণঃ**

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। (GRS) প্ল্যাটফর্ম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd), ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ করা হয়।

- **অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ**

অনিক কর্মকর্তা প্রথমে অভিযোগের ধরণ বাছাই করেন। অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা ফোনে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত করে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়।

- **প্রশিক্ষণঃ**

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সঠিক বাস্তবায়ণে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উপর ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

৩.২৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল । এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

এন.এসডির প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	অংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/ সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ	সুপারিশ/পরামর্শ
বাজেট ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ (সঞ্চয়)আহরণ দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা; সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণী, শারিরীক প্রতিবন্ধী, ওয়েজ আর্নারসহ অনিবাসি বাংলাদেশী নাগরিক, স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, অবসর প্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক প্রমুখ এর জন্য আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি।	লক্ষ্য ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা ১৭.১ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্ন্তজাতিক সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা।; ১৭.১.১: উৎস অনুযায়ী জিডিপির তুলনায় মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত ১৭.১.২: অভ্যন্তরীণ করের অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত	সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সেবা বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চয় স্কিমের লেনদেন কাযক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক - জাতীয় সঞ্চয় স্কিম ডিজিটেলাজেশন/অটোমেশন করার জন্য একটি সফটওয়ার প্রস্তুত করা - সঞ্চয়পত্র পেপারলেস করা হয়েছে;	১. সকল উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন ও সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ; ২. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন; ৩. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সমস্ত মাঠ অফিসের জন্য নিজস্ব অফিস বিল্ডিং স্থাপন; ৪. বিদ্যমান সেটআপ বাড়িয়ে যুক্তিযুক্ত করণ;	জরুরি ভিত্তিতে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

৩.২৪ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ

১। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধিতে নতুন স্কিম চালু করা।
২। আরো বেশী প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের নিকট জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌছানো।
৩। জাতীয় সঞ্চয় আইন প্রণয়ন।
৪। সাংগঠনিক অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা;
৫। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভাগ ও জেলা সঞ্চয় ব্যুরোর নিজস্ব ভবণ স্থাপন;
৬। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল;
৭। জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বিদ্যমান বিধিমালার কিছু কিছু বিধির সাথে অসামঞ্জস্যতা;
৮। অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সঞ্চয়স্কিম পরিচালনার জন্য নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও সার্ভার স্থাপন;
৯। ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;
১০। নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা;
১১। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদার;
১২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়স্কিম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
১৩। ইননোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১৪। সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।

৩.২৫ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধিতে নতুন স্কিম চালু করা;
২। আরো বেশী প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের নিকট জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সেবা পৌছানো;
৩। জাতীয় সঞ্চয় আইন প্রণয়ন;
৪। সাংগঠনিক অবকাঠামোর সম্প্রসারণ;
৫। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন বিভাগ ও জেলা সঞ্চয় ব্যুরোর নিজস্ব ভবন স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ;
৬। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
৭। জাতীয় সঞ্চয়স্কিম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিদ্যমান বিধিমালার কিছু কিছু বিধির সাথে সামঞ্জস্যতা বিধানে বিধিমালা সংশোধন;
৮। অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সঞ্চয়স্কিম পরিচালনার জন্য নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও সার্ভার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ;
৯। ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করণ;
১০। প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;
১১। নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ;
১২। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করণ;
১৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সঞ্চয়স্কিমে সম্পর্কে অবগত করার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করণ;
১৪। ইননোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ;
১৫। সঞ্চয় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন।

৩.২৬ বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রের স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ প্রত্যাহার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
এনএসসি টাওয়ার (১৮তলা)
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
www.nationalsavings.gov.bd

নং-০৮.০৪.০০০০.০১২.২২.০১৪.২১.৯৭০

তারিখঃ ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৫ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রের স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগ প্রত্যাহার সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন।

সূত্রঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং--০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.১৯/১(২২); তারিখ: ০৭-০৫-২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত প্রজ্ঞাপনটি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো এবং প্রজ্ঞাপনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০১ (এক) প্রস্থ।

(মোঃ আমান উল্যা)
সহকারী পরিচালক (নীতি)
ফোন নং-০২-৪১০৫২৪৬৬
ইমেইলঃ adpolicy67@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, মহাহিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সঞ্চয়পত্র লেনেদনকারী সকল অফিসকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ)।
৩। জাতীয় কর্মসূচী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম টু এনাবল সার্ভিস ডেলিভারি (SPFMS), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (আওতাধীন সঞ্চয়পত্র লেনদেনকারী অফিসসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধসহ)]।
৫। উপপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় বিভাগীয় কার্যালয় (সকল)।
৬। সহকারী পরিচালক/সঞ্চয় অফিসার, জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো (সকল)।
৭। সহকারী পরিচালক/সঞ্চয় অফিসার, জাতীয় সঞ্চয় বিশেষ ব্যুরো (সকল)।

নং-০৮.০৪.০০০০.০১২.২২.০১৪.২১.৯৭০

তারিখঃ ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৫ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি-(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩।সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা (জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। অফিস কপি/গার্ডফাইল/মাস্টার কপি।

(মোঃ আমান উল্যা)
সহকারী পরিচালক (নীতি)

E:\POLICY\5 years\Letters\Letter for 5 years Rules.docx

উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ)	
উপ-পরিচালক (বাজেট, পরিকল্পনা এবং ক্যাশ)	
উপ-পরিচালক (নীতি, অডিট এবং আইন)	✓
উপ-পরিচালক (ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান)	
পরিচালক (নীতি ও অডিট)	

১২৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৮.২২.

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩০ / ০৭ মে ২০২৩

প্রজ্ঞাপন

সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭ (সংশোধিত-২০১৫) অনুযায়ী ৩০.০৬.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্তির তারিখ অর্থাৎ ২৯-০৬-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মুনাফা প্রাপ্ত হবেন এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে খোলা কোন সঞ্চয়পত্র পরবর্তী পুন:বিনিয়োগের সুবিধা প্রাপ্ত হবেন না। তবে বিনিয়োগকারী/বিনিয়োগকারীগণ আগ্রহী হলে একই দিনে অনলাইনে ৫ বছর মেয়াদী হিসাব খুলতে পারবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাঃ

(তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২ ৯৫৪০২০৮।

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৮.২২. ১৯/১(২২)

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩০ / ০৭ মে ২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯। টিম লিডার (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা)/তথ্য প্রধানকারী কর্মকর্তা/ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১২। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৪। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৫। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৬। অফিস কপি/গার্ড ফাইল/মাস্টার কপি।

(তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\Al Amin (Savings)\Notification.docx

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ)	
উপ-পরিচালক (বাজেট, পরিকল্পনা এবং ক্যাশ)	
উপ-পরিচালক (নীতি, অডিট এবং আইন)	
উপ-পরিচালক (ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান)	
পরিচালক (নীতি ও অডিট)	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ)	
পরিচালক (বাজেট ও পরিকল্পনা এবং ক্যাশ)	
পরিচালক (নীতি এবং অডিট ও আইন)	
পরিচালক (ব্যুরো ও পরিসংখ্যান)	
সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল)	
মহাপরিচালক	

নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০১.২০.১৯

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৯
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রজ্ঞাপন

১ জুলাই, ২০২৩ তারিখের পূর্বে ম্যানুয়ালি খোলা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাবের বা ১ জুলাই, ২০২৩ তারিখের পূর্বে কোন মেয়াদী হিসাব স্বয়ংক্রিয় পুনঃবিনিয়োগে প্রবেশ করে থাকলে শুধুমাত্র চলমান এক মেয়াদ পর্যন্ত মুনাফা প্রাপ্য হবেন এবং মেয়াদ শেষে প্রাপ্য মুনাফা যোগ করে একাউন্টের হিসাব বন্ধ থাকবে। তবে আমানতকারী ইচ্ছা পোষণ করলে একই দিনে অনলাইনে নতুন একটি ডিজিটাল মেয়াদী হিসাব খুলতে পারবেন। ১ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাব এর কোন জমা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

১৫-২-২০২৩

তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফ্যাক্স: ০২-৯৫৪০৩০৩

নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০১.২০.১৯/১(১৩)

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৯
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব , ...।
৪) সচিব, ...।
৫) মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ডাক ভবন, ঢাকা।
৬) মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭) যুগ্মসচিব (সকল), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকসাধারণ হিসাবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০১.২০.২০

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৯
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রজ্ঞাপন

১ জুলাই, ২০২৩ তারিখের পূর্বে ম্যানুয়ালি খোলা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সাধারণ হিসাবের বিনিয়োগকারী/বিনিয়োগকারীগণ ১ (এক) বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মুনাফা পাবেন এবং পরবর্তীতে হিসাব বন্ধ থাকবে। তবে বিনিয়োগকারী/বিনিয়োগকারীগণ ইচ্ছা পোষণ করলে একই দিনে অনলাইনে ১টি নতুন ডিজিটাল সাধারণ হিসাব খুলতে পারবেন। ১ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সাধারণ হিসাব এর কোন জমা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

১৫-২-২০২৩

তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফ্যাক্স: ০২-৯৫৪০৩০৩

নম্বর: ০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০১.২০.২০/১(১৩)

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৯
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি :
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব , ...।
৪) সচিব, ...।
৫) মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ডাক ভবন, ঢাকা।

১

সঞ্চয়পত্র বিধিমালা ১৯৭৭ (সংশোধিত ২০১৫ পর্যন্ত) অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের বিধি সংশোধন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩৪

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২৫ জুলাই ২০২২

প্রজ্ঞাপন

সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭ (সংশোধিত-২০১৫) এর বিধি-৫(৫), বিধি-৫(৬) ও বিধি-৫(৭) নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

ক্রম	সঞ্চয়পত্র বিধিমালা ১৯৭৭ (সংশোধিত-২০১৫)	ফান্ডের ধরণ	বিনিয়োগের শর্ত	বিনিয়োগের উর্ধসীমা (টাকা)	সঞ্চয়পত্রের ধরণ
১.	বিধি ৫(৫)	(ক) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২য় খন্ডের ৪৯ এর ২ ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল	(ক) The Income Tax Rules 1984 (Part-II) এর বিধি ৪৯(২) অনুযায়ী ফান্ডটি সংজ্ঞায়িত হতে হবে এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর The First Schedule, Part B অনুযায়ী আয়কর কমিশনার কর্তৃক ফান্ডটি স্বীকৃত হতে হবে। (খ) নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ভবিষ্য তহবিলের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী থাকতে হবে।	ভবিষ্য তহবিলে মোট স্থিতির ৫০%, তবে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা।	৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
		(খ) প্রভিডেন্ড ফান্ড এ্যাক্ট, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নম্বর আইন) অনুযায়ী কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড (এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড)	(ক) প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ড সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারি গেজেট থাকতে হবে। (খ) নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও ভবিষ্য তহবিলের নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক বিবরণী থাকতে হবে।		
২.	বিধি ৫(৬)	ফার্মের আয়	উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত অর্জিত আয়।	২ (দুই) কোটি টাকা	
৩.	বিধি ৫(৭)	(ক) অটিস্টিক সহায়ক প্রতিষ্ঠান (খ) দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের নিবন্ধিত আশ্রয় প্রতিষ্ঠান (অনাথ আশ্রম, শিশু পরিবার, এতিমখানা ইত্যাদি) (গ) প্রবীণদের জন্য নিবন্ধিত আশ্রয় কেন্দ্র	(ক) সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা অফিস কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে। (খ) প্রতিষ্ঠানের নামে TIN থাকতে হবে। (গ) বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা অটিস্টিক/দুঃস্থ/অনাথ শিশু/প্রবীণদের সহায়তায় ব্যবহৃত হবে।	৫ (পাঁচ) কোটি টাকা	

চলমান পাতা-২

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩৪/১(২৩)

তারিখ: ১০ শ্রাবণ ১৪২৯ / ২৫ জুলাই ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রকল্প পরিচালক, Strengthening Public Financial Management Program to Enable Service Delivery (SPFMS), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯। টিম লিডার (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা)/তথ্য প্রধানকারী কর্মকর্তা/ অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
১১। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১২। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৪। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৫। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৬। অফিস কপি/গার্ড ফাইল/মাস্টার কপি।

২৫/০৭/২০২২
(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

C:\Users\IRD Savings 1\Desktop\Notification.docx

ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এ বিনিয়োগের শ্রেণিসীমা ও মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৮ / ০৪ এপ্রিল ২০২২

প্রজ্ঞাপন

The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) অনুযায়ী নিম্নোক্ত দু'টি বন্ডে বিনিয়োগের শ্রেণিসীমা ও মুনাফার হার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হইলঃ

ক্রম	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ	বিদ্যমান মুনাফার হার (%)	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) হতে ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) পর্যন্ত	ইউএস ডলার (US$) ৫,০০,০০১/- (পাঁচলক্ষ এক) হতে তদূর্দ্ধ
০১।	ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০	৫.০০	৪.০০	৩.০০
		৩য় বছরান্তে	৭.৫০	৫.৫০	৪.৫০	৩.৫০
০২।	ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০	৪.০০	৩.০০	২.০০
		২য় বছরান্তে	৬.০০	৪.৫০	৩.৫০	২.৫০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০	৫.০০	৪.০০	৩.০০

- বর্ণিত সঞ্চয় স্কিম দুটির নতুন স্ল্যাব ইউএস ডলার (US$) এ হবে এবং স্কিম দুটির ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা থাকবে না;
- নতুন স্ল্যাবভিত্তিক মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ণিত স্কিম দুটির পূর্বের বিনিয়োগ হিসাবায়ন হবে। তবে নতুন স্ল্যাব চালুর পূর্বে ইস্যুকৃত সঞ্চয় স্কিম দুটির মুনাফার হার ক্রয়কালীন বিদ্যমান হারে প্রযোজ্য হবে;
- বর্ণিত স্কিম দুটির বিনিয়োগের পরিমাণ অন্যান্য সকল সঞ্চয়স্কিম হতে আলাদা হিসাবায়ন হবে; এবং
- স্কিম দুটির লেনদেন সংক্রান্ত সকল রিপোর্ট-বিটার্ণ ইউএস ডলার (US$) এর পাশাপাশি বাংলাদেশী মুদ্রায় (BDT) পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বা:-

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬. ১২/১ (১৫)

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৮ / ০৪ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

চলমান পাতা-২

৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।

১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

১২। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

৪/৪/২২

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

D:\jahid Saving\Saving and Stamps\Notification (2).docx

সঞ্চয়স্কিমসমূহের মুনাফার হার পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ). ৪৭

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৮
২১ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রজ্ঞাপন

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের মুনাফার হার নিম্নোক্তভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হইল:

ছক-১:

ক্রমিক নম্বর	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:		
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)		
১।	৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৩৫%	৯.৩৫	৮.৫৪	৭.৭১
		২য় বছরান্তে	৯.৮০%	৯.৮০	৮.৯৫	৮.০৮
		৩য় বছরান্তে	১০.২৫%	১০.২৫	৯.৩৬	৮.৪৫
		৪র্থ বছরান্তে	১০.৭৫%	১০.৭৫	৯.৮২	৮.৮৬
		৫ম বছরান্তে	**১১.২৮%**	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০
২।	৩-মাস অন্তর মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.০৬	৮.১৫
		২য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫১	৮.৫৬
		৩য় বছরান্তে	**১১.০৪%**	১১.০৪	১০.০০	৯.০০
৩।	পেনশনার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৭০%	৯.৭০	৮.৮৭	৮.০৪
		২য় বছরান্তে	১০.১৫%	১০.১৫	৯.২৮	৮.৪২
		৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%	১০.৬৫	৯.৭৪	৮.৮৩
		৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%	১১.২০	১০.২৪	৯.২৯
		৫ম বছরান্তে	**১১.৭৬%**	১১.৭৬	১০.৭৫	৯.৭৫
৪।	পরিবার সঞ্চয়পত্র	১ম বছরান্তে	৯.৫০%	৯.৫০	৮.৬৬	৭.৮৩
		২য় বছরান্তে	১০.০০%	১০.০০	৯.১১	৮.২৫
		৩য় বছরান্তে	১০.৫০%	১০.৫০	৯.৫৭	৮.৬৬
		৪র্থ বছরান্তে	১১.০০%	১১.০০	১০.০৩	৯.০৭
		৫ম বছরান্তে	**১১.৫২%**	১১.৫২	১০.৫০	৯.৫০
৫।	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-সাধারণ হিসাব	-	৭.৫০%	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৬।	ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব	১ম বছরান্তে	১০.২০%	১০.২০	৯.৩১	৮.৪১
		২য় বছরান্তে	১০.৭০%	১০.৭০	৯.৭৭	৮.৮২
		৩য় বছরান্তে	**১১.২৮%**	১১.২৮	১০.৩০	৯.৩০

চলমান পাতা-২

C:\Users\IRD01\Desktop\Notification.docx

ছক-২:

ক্রমিক নম্বর	সঞ্চয় স্কিমের নাম	মেয়াদ (উত্তীর্ণ হইলে)	বিদ্যমান মুনাফার হার	ক্রমিক ১-৯ এ বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ:			
				১৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫,০০,০০১ টাকা হতে ৩০,০০,০০০	৩০,০০,০০১ টাকা হতে ৫০,০০,০০০	৫০,০০,০০১ টাকা হতে তদূর্ধ্ব
				পুনঃনির্ধারিত মুনাফার হার (%)			
৭।	ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৬-মাস পর, কিন্তু ১২ মাসের পূর্বে	৮.৭০	৮.৭০	৭.৯৮	৭.২৫	৬.৫৩
		১২-মাস পর, কিন্তু ১৮ মাসের পূর্বে	৯.৪৫	৯.৪৫	৮.৬৬	৭.৮৮	৭.০৯
		১৮-মাস পর, কিন্তু ২৪ মাসের পূর্বে	১০.২০	১০.২০	৯.৩৫	৮.৫০	৭.৬৫
		২৪-মাস পর, কিন্তু ৬০ মাসের পূর্বে	১১.২০	১১.২০	১০.২৭	৯.৩৩	৮.৪০
		মেয়াদান্তে	**১২.০০%**	১২.০০	১১.০০	১০.০০	৯.০০
৮।	ইউ.এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড	১ম বছরান্তে	৬.৫০%	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০
		২য় বছরান্তে	৭.০০%	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
		৩য় বছরান্তে	**৭.৫০%**	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
৯।	ইউ.এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড	১ম বছরান্তে	৫.৫০%	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০
		২য় বছরান্তে	৬.০০%	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০
		৩য় বছরান্তে	৬.৫০%	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০

শর্তাবলীঃ

(ক) এই আদেশ জারির পূর্বে ক্রয়কৃত সঞ্চয় স্কিম ক্রয়কালীন হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে এবং যেই মেয়াদের জন্য তাহা ইস্যু করা হইয়াছিল সেই মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে। তবে, পুনঃবিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনঃবিনিয়োগের তারিখের মুনাফার হার প্রযোজ্য হইবে।

(খ) বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমের ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগ বিবেচনাপূর্বক প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(গ) প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পুনঃনির্ধারিত মুনাফা হার কার্যকর হইবে।

(ঘ) এই আদেশ জারির পরে বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্বের বিনিয়োগ বিবেচনায় নিয়ে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(ঙ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর বর্ণিত সকল সঞ্চয় স্কিমে মোট বিনিয়োগের উপর হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(চ) যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর ক্রমপুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে হিসাব করে প্রযোজ্য হারে মুনাফা প্রাপ্য হইবে।

(ছ) সকল সঞ্চয় স্কিমের মুনাফা/সুদ সরল হারে প্রদেয় হইবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২১/৯/২০২১

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

চলমান পাতা-৩

C:\Users\IRD01\Desktop\Notification.docx

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ). ৪৭/৯ (১৮)

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৮ / ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব এর একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল/মাস্টার কপি।

২১/৯/২০২১

(দীপক কুমার বিশ্বাস)
উপসচিব

C:\Users\IBD01\Desktop\Notification.docx

ব্যাংক ও ডাকঘর কর্তৃক সঞ্চয়স্কিম বিক্রয়ের উপর কমিশন পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৪.২০.

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৮ / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রজ্ঞাপন

সরকার অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত ৫ (পাঁচ) টি সঞ্চয় স্কীম বিক্রয়ের উপর কমিশনের বিদ্যমান হার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করিল :

সঞ্চয় পত্রের বিবরণ	কমিশনের হার
(১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র; (২) ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র; (৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্র; (৪) পরিবার সঞ্চয়পত্র; এবং (৫) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক-মেয়াদী হিসাব (মোট জমার উপর)।	০.০৫% অথবা প্রতিটি নিবন্ধনের বিপরীতে অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা; এ দু'টির মধ্যে যেটি কম।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৪.২০.৪৬/১(১৮)

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৮ / ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

চলমান পাতা-২

১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। যুগ্মসচিব (সঞ্চয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১৩। অফিস কপি/গার্ড ফাইল/মাস্টার কপি।

Nusrat
১৬/০৯/২১
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের কার্যক্রম শুধুমাত্র 'সঞ্চয় ব্যুরো' কর্তৃক পরিচালনা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩০

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / ১৮ মে ২০২১

প্রজ্ঞাপন

সঞ্চয়পত্র বিধিমালা, ১৯৭৭ এর বিধি-৩ এ যাহাই বলা থাকুক না কেন, উক্ত বিধিমালার বিধি-৫ এর উপবিধি ৫, ৬ ও ৭ অনুযায়ী সঞ্চয়পত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের কার্যক্রম শুধুমাত্র জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতাধীন 'সঞ্চয় ব্যুরো' কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৩০/১(৮০)

তারিখ: ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / ১৮ মে ২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব.....।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিব.....।
৬। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত সচিব (সকল), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ডাক ভবন, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব (সকল), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১২। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১৩। উপসচিব (সকল), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ,ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

Nusrat
১৯/০৫/২০২১
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

বন্ডে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৭৯ তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

The Wage-Earner Development Bond Rules, 1981 (Amended upto 23 May, 2015); The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এ বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বিষয়ে যাহাই বলা থাকুক না কেন, সরকার ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউ.এস. ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউ.এস. ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড ৩টির বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ১ (এক) কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নির্ধারণ করিল।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৭৯/১(১৫) তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সঞ্চয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

03/12/2020
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\Notification.docx

এন আর বি গণের সিআইপি হিসেবে নির্বাচন বাতিল সংক্রান্ত পজ্ঞাপন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৮০

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

সরকার The Wage-Earner Development Bond Rules, 1981 (Amended upto 23 May, 2015) এর বিধি ১৪(৪); The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এর বিধি ১৪(৪) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এর বিধি ১৪(৪) রহিত করিল। একই সাথে The Wage-Earner Development Bond Rules, 1981 (Amended upto 23 May, 2015); The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এবং U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 (Amended upto 30 June 2012) এ বিনিয়োগকারী এনআরবি-গণের সিআইপি হিসেবে নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮ বাতিল করিল।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০১৭.১৬.৮০/১(১৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সঞ্চয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

Nusrat 03/12/2020
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\Notification.docx

সঞ্চয়পত্রের পুঞ্জিভুত বিনিয়োগসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৭৮

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

প্রজ্ঞাপন

Sanchayapatra Rules, 1977 এবং পরিবার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৯ এ বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বিষয়ে যাহাই বলা থাকুক না কেন সরকার ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র এবং পরিবার সঞ্চয়পত্র তিনটি স্কিমের বিপরীতে সমন্বিত বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা একক নামে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অথবা যৌথ নামে সর্বোচ্চ ১ (এক) কোটি টাকা নির্ধারণ করিল।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল। ইহা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ).৭৮/১(১৫)

তারিখ: ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ০৩ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ/ তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। মহাব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা {তাকে পরবর্তী গেজেটে প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণপূর্বক উক্ত গেজেটের ১০০০ (এক হাজার) কপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল}।
১০। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
১২। অতিরিক্ত সচিব (সঞ্চয়) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

Nusrat
০৩/১২/২০২০
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব

D:\Notification.docx

অটিস্টিকদের শিক্ষা/সহায়ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
সঞ্চয় শাখা
www.ird.gov.bd

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৭৫

তারিখ: ২৪ কার্তিক, ১৪২৭ / ০৯ নভেম্বর, ২০২০

প্রজ্ঞাপন

সরকার Sanchayapatra Rules, 1977 (Amended up to 23 May, 2015) নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

"উপরি- উক্ত Rules এর rule-5 এর Sub-rule (6) এর পর নিম্নরুপ Sub-rule (7) ও Note সংযোজিত হইবে:

"(7) An educational institution established for autistic or any other institution which works to support autistic. Provided that the profit should be used to support autistic and it must be certified by concern District Social Services Office.

Note: Sub-rule (7) will apply to the 'Tin Mash antar Munafa Vittik 3 year Sanchayapatra only.

এবং

Rule 21 এর Sub-rule (2) নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে:

(2) No investment limit for institutions as described in sub-rule (6) and (7) of rule-5"

০২। এই আদেশ জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-
(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সিনিয়র সচিব

নং-০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭(অংশ).৭৫/১(৭)

তারিখ: ২৪ কার্তিক, ১৪২৭ / ০৯ নভেম্বর, ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। সদস্য, আয়কর নীতি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা।
৬। মহা-ব্যবস্থাপক, ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিটার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা {বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় ৫০০ (পাঁচশত) কপি প্রকাশের অনুরোধসহ}।

Nusrat
০৯/১১/2020
(নুসরাত জাহান নিসু)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ০২-৯৫৪০৩০৩।

জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহ

বর্তমানে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনে নিম্নোক্ত ১১ (এগার)টি সঞ্চয়স্কিম চালু আছে।

জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক ও ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রমপরিচালিত

(০১) ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

(০২) ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (৩-বছর মেয়াদী)

(০৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)

(০৪) পরিবার সঞ্চয়পত্র (৫-বছর মেয়াদী)

বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক-এর এডি শাখা কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(০৫) ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড (৫-বছর মেয়াদী)

(০৬) ইউ এস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)

(০৭) ইউ এস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড (৩-বছর মেয়াদী)

(০৮) বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড (১০০ টাকা মূল্যমান)

ডাকঘর কর্তৃক লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত

(০৯) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - সাধারণ হিসাব

(১০)ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক - মেয়াদী হিসাব (৩-বছর মেয়াদী)

(১১) ডাক জীবন বীমা।

জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

এন.এস.সি টাওয়ার (১৮ তলা), ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

www.nationalsavings.gov.bd

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালের চিত্র:

চিত্র-১ : কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালের এজলাস

৪.১ ট্রাইব্যুনালের পটভূমি

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, কাস্টমস ও ভ্যাট সংক্রান্ত আপিল মামলা নিষ্পত্তি করে থাকে। অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮(৯) বলে দি কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অনুযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল ০১টি দ্বৈত বেঞ্চ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে মোট ০২টি দ্বৈত বেঞ্চ গঠন করা হয়। বর্তমানে ০৪ টি (২০১২ সাল থেকে) দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে। এই আপিলাত ট্রাইব্যুনাল দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ সি (৮) মোতাবেক একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য। আপিলাত ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি বেঞ্চ দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত।

৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

ন্যায়ভিত্তিক, ডিজিটালাইজড ও অটোমেটেড আধুনিক ট্রাইব্যুনাল।

৪.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্য

- বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।
- অটোমেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং অনলাইনে আপিল মামলা দায়েরের ব্যবস্থা গ্রহন।
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
- ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক সংস্কার।
- মানব সম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহারের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা।

৪.৪ কার্যাবলী

- আপিল মামলা গ্রহণ; প্রয়োজনে গ্রহণযোগ্যতার শুনানী গ্রহণ।
- বেঞ্চ মার্ক পূর্বক বিভাগীয় মূলনথি ও আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাবের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটে পত্র প্রেরণ।
- শুনানীর তারিখ নির্ধারণপূর্বক শুনানীর পত্র প্রেরণ।
- উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ।
- আপিল মামলার রায় প্রদান।
- দ্বি-মত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভিন্ন দ্বৈত/একক বেঞ্চে প্রেরণ।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন সহায়তাকারী বরাবর প্রেরণ।
- রায়ের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করণ।
- হাইকোর্ট বিভাগের মূলনথি প্রেরণ এবং ছায়ানথি রেকর্ডে সংরক্ষণ।

৪.৫ জনবলের তথ্য

অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৮ (৯) বলে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯৬ অনুযায়ী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ০১ অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে ০২ টি বেঞ্চ ও ৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে ০৪ টি বেঞ্চ ও ৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুমোদিত এবং বর্তমানে কর্মরত পদের হিসাব নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মকর্তা	শূণ্যপদ
০১	প্রেসিডেন্ট	০১	০১	০০
০২	সদস্য (কমিশনার)	০৪	০১	০৩
০৩	সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ)	০৪	০৪	০০
০৪	রেজিস্ট্রার	০১	০১	০০
০৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০০	০১
০৬	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪	০২	০২
০৭	উচ্চমান সহকারী	০২	০১	০১
০৮	ক্যাশিয়ার	০১	০১	০০
০৯	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০৫	০১
১০	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৬	০৬	০০
১১	রেকর্ড কিপার	০১	০১	০০
১২	পেশকার	০৪	০২	০২
১৩	গাড়ী চালক	১১	১০	০১
১৪	ডেসপাস রাইডার	০১	০০	০১
১৫	ডিএমও	০১	০১	০০
১৬	অফিস সহায়ক	১৫	১৩	০২
১৭	নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০১	০০
১৮	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	০০	০১
	মোট	৬৫	৫০	১৫

আপিলাত ট্রাইব্যুনালে শূন্য পদে জনবল নিয়োগের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন প্রেরণ করা হয়।

৪.৬ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের কাযর্ক্রম ও অর্জন

৪.৬.১ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আপিল মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি:

(ক) গৃহীত মোট আপিল মামলা : ১২৯৭ টি
(খ) আপিল মামলা শুনানী : ৪৯১১ টি
(গ) নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা : ৪০৮২ টি
(ঘ) রায় জারি করণ : ৪০৮২ টি

২০২২-২৩ অর্থবছরকে নতুন মাত্রা দেয়ার লক্ষ্যে শুরু থেকেই নব উদ্যমে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকায় দায়েরকৃত কাস্টমস/ভ্যাট সংক্রান্ত আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪০৮২ টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

বিগত তিন বছরের আপিল মামলা নিষ্পত্তির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ :

২০২২-২৩ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্যা -৪০৮২ টি।

২০২১-২২ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্যা -৫০০৩ টি।

২০২০-২১ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলা সংখ্য -১৯৪৩ টি।

আপিল মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম :

- ডিজিটালাইজেশন এর সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইস্যুকৃত শুনানীর চিঠি, কজলিস্ট সমূহ আপিলকারী/রেসপনডেন্ট প্রতিনিধিদের কাছে ম্যানুয়ালী প্রেরণের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ই-মেইলে প্রেরণ এবং এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা অর্থাৎ ই-সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- হালনাগাদ দায়েরকৃত ও শুনানীর জন্য প্রস্তুতকৃত সকল অনিষ্পন্ন আপিল মামলার তালিকা তৈরী করা হয়েছে;
- সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের অনিষ্পন্ন আপিল দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ দপ্তরের শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে;
- শুনানীর সময় সম্বলিত এসএমএস সেবা চালুকরা হয়েছে;

বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে নিষ্পত্তিকৃত আপিল মামলার সংখ্যা (পূর্বের জেরসহ):

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রারম্ভিক জের	আপিল মামলা দায়ের	মোট নিষ্পত্তিযোগ্য মামলা	নিষ্পত্তি	অনিষ্পত্তি
০১	২০১৮-১৯	৭৫২৯	৭২০	৮২৪৯	৮৯২	৭৩৫৭

০২	২০১৯-২০	৭৩৫৭	৬১৯	৭৯৭৬	৮২১	৭১৫৫
০৩	২০২০-২১	৭১৫৫	৯১৮	৮০৭৩	১৯৪৩	৬১৩০
০৪	২০২১-২২	৬১৩০	৯৭৩	৭১০৩	৫০০৩	২১০০
০৫	২০২২-২৩	২১০০	২৫৬৯ (রেকর্ড শাখায় রক্ষিত পুরাতন নথিসহ)	৪৬৬৯	৪০৮২	৫৮৭

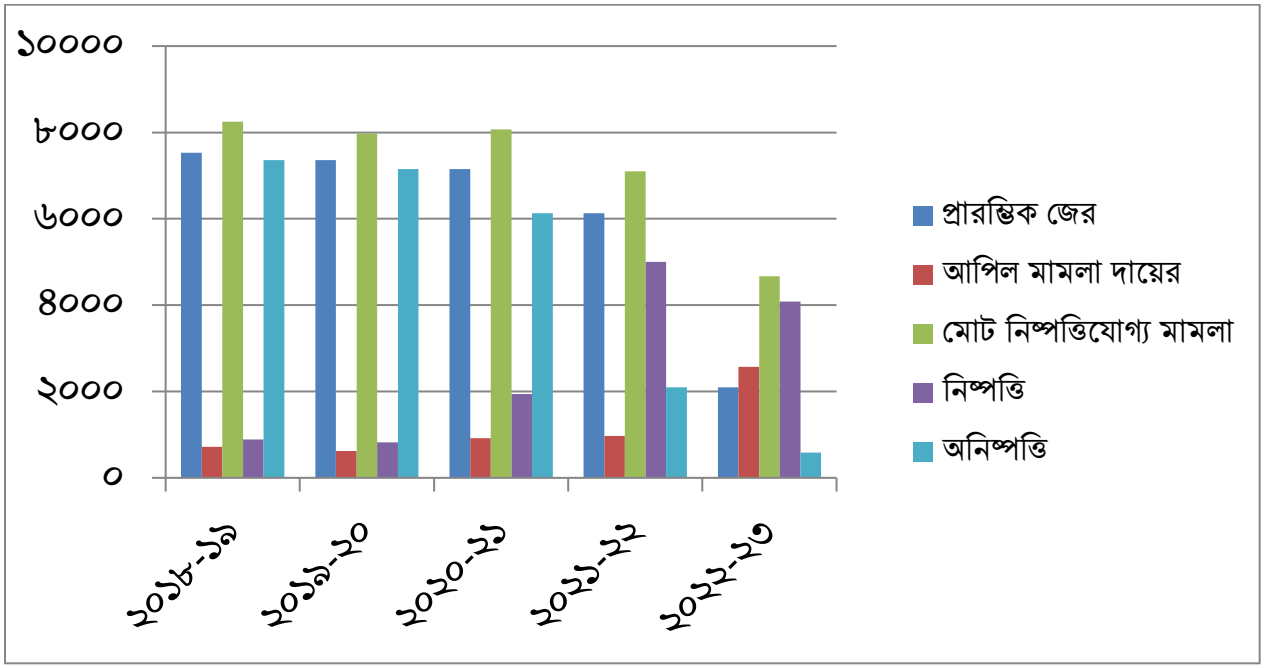

৪.৭ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

(১) নাগরিক সেবা

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>সেবার নাম</th><th>সেবা প্রদান পদ্ধতি</th><th>প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান</th><th>সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি</th><th>সেবা প্রদানের সময়সীমা</th><th>দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td><td>(৫)</td><td>(৬)</td><td>(৭)</td></tr>
<tr><td>১।</td><td>মামলা গ্রহণ</td><td>দলিলাদি সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপিল মামলার নম্বর প্রদান</td><td>গ্রহণ শাখা; ১) ফরম-১ এর মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র; ২) ৩০ (ত্রিশ) টাকা মূল্যমানের কোর্ট ফিসহ আপীল আবেদনের আর্জির কপি (৩ সেট ফটোকপিসহ); ৩) ১৫ (পনের) টাকা মূল্যমানের কোর্ট ফি সহ কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কপি; ৪) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি; ৫) ট্রাইব্যুনালের ফি বাবদ টি, আর চালানের কপি; ৬) মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন পত্রের সত্যায়িত কপি; ৭) বিধি বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান বাবদ টি.আর চালানের কপি।</td><td>আপিল ফি:
<table><tr><td>জড়িত শুল্ক/কর/ দন্ডের পরিমাণ</td><td>ফি</td></tr><tr><td>১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত</td><td>৩০০</td></tr><tr><td>১ (এক) লক্ষ টাকার অধিক</td><td>১২০০</td></tr></table>জমাদান:
<table><tr><td>মামলা</td><td>জমার পরিমাণ</td></tr><tr><td>কাস্টমস</td><td>জড়িত শুল্ক/কর/ দন্ডের ৫০% বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হার</td></tr><tr><td>ভ্যাট</td><td>জড়িত শুল্ক/কর/ দন্ডের ২০%</td></tr></table>আপিল ফি কোড নং-১-১১৩৫-০০১০-২৬৮১ ও জমাদানের অর্থ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোডে টি.আর চালানের মাধ্যমে প্রদান। বিস্তারিত ট্রাইব্যুনালের ওয়েবসাইটের আপিল দায়ের সেবাবক্সে আছে।</td><td>সবকিছু যথাযথ থাকা সাপেক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে মামলা গ্রহণপূর্বক আপিল নম্বর প্রদান</td><td>জুয়েলা খানম
রেজিস্ট্রার
ফোন-০২-২২২২১৮০৭০
মেইল: registrarcevt@yahoo.com</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোনও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২।	শুনানীর নোটিশ জারী	শুনানীর নোটিশ ই-মেইল ও ডাকযোগে প্রেরণ ও কজলিস্ট ওয়েবসাইটে আপলোড।		বিনা মূল্যে		জুয়েলা খানম রেজিস্ট্রার ফোন-০২-২২২২১৮০৭০ মেইল: registrarcevt@yahoo.com
৩।	মামলা নিষ্পত্তি	শুনানী শেষে বিচারাদেশ জারী ও ডাকযোগে প্রেরণ		বিনা মূল্যে	আপিল দায়েরের ৪ বছরের মধ্যে কাস্টমস মামলা ও ২ বছরের মধ্যে ভ্যাট মামলা	
৪।	রায়ের সার্টিফাইড কপি	অনুলিপি প্রস্তুতপূর্বক সীল-স্বাক্ষরসহ কোর্ট ফি সংযোজন করে সরবরাহ।	রেকর্ড শাখা; যথাযথ আবেদনের সাথে ৩০ টাকার কোর্ট ফি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্টিজ পেপার	৩০ টাকার কোর্ট ফি ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্টিজ পেপার	২ (দুই) কর্মদিবস	

(২) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	অর্জিত ছুটি	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	(ক) সাদা কাগজে আবেদনপত্র (খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন/সার্ভিস বুকে ছুটির হিসাবের কপি।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	জুয়েলা খানম রেজিস্ট্রার ফোন-০২-২২২২১৮০৭০ মেইল: registrarcevt@yahoo.com
২।	অর্জিত ছুটি (বহি: বাংলাদেশ)	আবেদন পাওয়ার পর নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	(ক) সাদা কাগজে আবেদনপত্র (খ) নির্ধারিত ফরমে (বাংলাদেশ ফরম নং-২৩৯৫) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রতিবেদন/সার্ভিস বুকে ছুটির হিসাবের কপি।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৩।	নৈমিত্তিক ছুটি	নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর জনপ্রশাসন শাখা হতে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে রেজিস্ট্রারের সুপারিশ থাকলে প্রেসিডেন্ট/সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদন/মঞ্জুরী প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন; জনপ্রশাসন শাখা	বিনা মূল্যে	২ (দুই) কর্মদিবস	জুয়েলা খানম রেজিস্ট্রার ফোন-০২-২২২২১৮০৭০ মেইল: registrarcevt@yahoo.com
৪।	পাসপোর্টের এনওসি	লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর পাসপোর্টের এনওসি প্রদান।	নির্ধারিত ফরমে আবেদন, জাতীয় পরিচয়পত্র/ পূর্বের পাসপোর্টের কপি; জনপ্রশাসন শাখা	বিনা মূল্যে	২ (দুই) কর্মদিবস	
৫।	চাকুরি স্থায়ীকরণ	আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আদেশ জারি।	(কা) সাদা কাগজে আবেদনপত্র (খ) হালনাগাদ এসিআর	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৬।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিআরএল/ অবসর প্রদান	আবেদন পাওয়ার পর প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	১। পেনশন ফরম (লিংক); ২। পিআরএল এর আবেদন; ৩। উত্তরাধীকার এর সনদপত্র; ৪। পাঁচ আংগুলের ছাপ; ৫। পেনশনারের এবং মনোনয়নকারীর ছবি; ৬। সকল প্রকার না-দাবীপত্র; ৭। চাকুরির বিবরণী; ৮। ইএলপিসি।	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৭।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ	বিদ্যমান বিধিমালা অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করে আদেশ জারি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন অগ্রায়ন।	(ক) প্রাপ্ত অভিযোগ; (খ) অভিযোগের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/প্রমাণক;	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৮।	সরকারি বাসা বরাদ্দ	সরকারি বাসা বরাদ্দ নীতিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন অগ্রায়ন।	১। নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদন (ফরমের লিংক) ২। অনলাইনে আবেদন (লিংক) ৩। মূল বেতনের প্রত্যয়নপত্র (প্রাপ্তিস্থান)	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
৯।	আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা	সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা-২০০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	(ক) সমন্বিত সরকারি টেলিফোন নীতিমালা-২০০৪ এর নির্ধারিত ছকে আবেদন। (লিংক)	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
১০।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুর।	প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক গৃহ নির্মাণ ঋণ মঞ্জুরী আদেশ জারী ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন। (খ) জমির দলিল/বায়নাপত্র (গ) ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামা (ঘ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	জুয়েলা খানম রেজিস্ট্রার ফোন-০২-২২২২১৮০৭০ মেইল: registrarcevt@yahoo.com
১১।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মোটরযান ক্রয় অগ্রিম	প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক মোটরযান ক্রয় অগ্রিম মঞ্জুরী করা হয়।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) আবেদনকারীর ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামা	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	
১২।	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম	প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) আবেদনকারীর ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অংগীকারনামা	বিনামূল্যে	১০ (দশ) কর্মদিবস	
১৩।	সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল মঞ্জুরী	বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিটির সুপারিশ উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরী আদেশ জারী ।	(ক) সাদা কাগজে আবেদন (খ) হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন	বিনামূল্যে	১৫ (পনের) কর্মদিবস	
১৪।	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরী	আবেদন পাওয়ার পর সাধারণ ভবিষৎ তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের (আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুযায়ী) আদেশ জারি ।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন (বাংলাদেশ ফরম নং-২৬৩৯) (খ) সাধারণ ভবিষৎ তহবিলে সর্বশেষ জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী	বিনামূল্যে	৭ (সাত) কর্মদিবস	
১৫।	সার্ভিস বুক হালনাগাদ	সার্ভিস বুকে নতুন অর্থ বছরের ইনক্রিমেন্ট, পূর্বের সময়ের চাকুরীর বিবরণ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর প্রদান।	যথাযথ আবেদন; জনপ্রশাসন শাখা	বিনা মূল্যে	২ (দুই) কর্মদিবস	

৪.৮ অভিযোগ নিষ্পত্তি

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এর দপ্তরের অভিযোগ বক্সে বা অনলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকেও কোন অভিযোগ প্রেরিতি হয়নি। কোন ব্যক্তি এ দপ্তরে সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ বক্সে বা অনলাইনে অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে সমস্যা অবহিত করতে পারেন।

ক্রমিক নং	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
০১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জুয়েলা খানম রেজিস্ট্রার (উপ-কমিশনার) ফোন: ০২-২২২২১৮০৭০ ই-মেইল: registrarcevt@yahoo.com	০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস
০২	GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	এস এম হুমায়ূন কবীর প্রেসিডেন্ট কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা। ফোন : ০২-২২২২১৮০৫৮ ই-মেইল: cevt2017@gmail.com	১০ (দশ) কর্মদিবস

৪.৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর অর্জন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় এ দপ্তরের প্রধান কাজ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ। ২৪০০ টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্য সামনে রেখে এ দপ্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৪০৮২ টি আপিল মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ দপ্তর আশানুরুপ সাফল্য অর্জন করেছে। নিম্নে ২০২২-২৩ সময়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় এ দপ্তরের অর্জন উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্যে	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কাযর্ক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক চূড়ান্ত অগ্রগতি (জুলাই/২২-জুন/২৩)		
								লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১	[১] মামলা নিষ্পত্তিকরণ	২৫		[১.১.১] মামলা নিষ্পত্তি	সংখ্যা	৯	২৪০০	২৪০০	৪০৮২	১০০
				[১.১.২] শুনানী গ্রহণ	সংখ্যা	৮	৪৮০০	৪৮০০	৪৯১১	১০০

	ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ		[১.১] মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ	[১.১.৩] মামলার বিচারাদেশ দ্রুত জারিকরণ	সংখ্যা	৮	২৪০০	২৪০০	৪০৮২	১০০
২	[২] সেবার মান বৃদ্ধি	২৫	[২.১] সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে সেবার মান বাড়ানো	[২.১.১] শুনানীর নোটিশ জারি	সংখ্যা	৫	৪৮০০	৪৮০০	৪৯১১	১০০
				[২.১.২] শুনানীর কজলিস্ট সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে আপলোড	সংখ্যা	৫	৪৫	৪৫	৪৯	১০০
				[২.১.৩] আপিলের রায়/আদেশ ডাকে প্রেরণ	সংখ্যা	৫	২৪০০	২৪০০	৪০৮২	১০০
				[২.১.৪] আপিলের রায়/আদেশের তালিকা মাসিক ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে আপলোড	সংখ্যা	৫	১২	১২	১২	১০০
				[২.১.৫] আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ০২ (দুই) কার্য দিবসের মধ্যে সার্টিফাইড কপি সরবরাহ	%	৫	১০০%	১০০%	১০০%	১০০
৩	[৩] দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি	২০	[৩.১] দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন	[৩.১.১] প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	জনঘন্টা	৫	৫০	৫০	৫৭.৯৩	১০০
				[৩.১.২] সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ইনহাউস লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	৫	৪	৪	৪	১০০
				[৩.১.৩] পুরাতন, অকেজো ও ব্যবহারের অনুপোযোগী পণ্য সামগ্রী ধ্বংস/নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করণ	তারিখ	৫	১৫.০৬.২৩	১৫.০৬.২৩	৩১.০৫.২৩	১০০
				[৩.১.৪] কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা এর খসড়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	৫	১৫.০৬.২৩	১৫.০৬.২৩	১২.০৬.২৩	১০০

৪.১০ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রদান

গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ দপ্তরের তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কেউ কোন আবেদন করেননি। নিম্নে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় এ দপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা প্রদান করা হলো:

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	ড.মোঃ মতিউর রহমান সদস্য (কমিশনার) মোবাইল: ০১৯৩২-৭৭৭৬৬৬
বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	জুয়েলা খাম রেজিস্ট্রার (উপ-কমিশনার) ফোন: ০২-২২২২১৮০৭০ মেইল: registrarcevt@yahoo.com
আপীল কর্মকর্তা	এস এম হুমায়ূন কবীর প্রেসিডেন্ট ফোন: ০২-২২২২১৮০৫৮ মোবাইল: ০১৭৫১-৫৪৯৮৮৬ মেইল: cevt2017@gmail.com

৪.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অর্জন

নিম্নে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর আওতায় এ দপ্তরের অর্জন উল্লেখ করা হলো:

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩						অর্জনের হার
					লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	১	সংখ্যা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪	১০০
					অর্জন	১	১	১	১	৪	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০
					অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholdes) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	১	১০০
					অর্জন	১	১	১	১	১	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	২	লক্ষ্যমাত্রা	৩৫ জন	-	৩০ জন	-	৬৫	১০০
					অর্জন	৩৫ জন	-	৩০ জন		৬৫	
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	৬	সংখ্যা ও তারিখ		লক্ষ্যমাত্রা	-	১ ১৭/১১/২২ ৩১/১২/২২	১ ১৯/০৩/২৩	১ ৩০/০৬/২৩		১০০
					অর্জন	-	১ ১৪/১১/২২ ২৮/১২/২২	১ ০২/০৩/২৩	২০/০৬/২৩		
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	আওতাধীন কোন দপ্তর নেই বিধায় প্রযোজ্য নয়।	-		লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		১০০
					অর্জন	-	-	-	-		
[২.১] ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	৩১/০৭/২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/০৭/২২	-	-	-		১০০
					অর্জন	৩১/০৭/২২	-	-	-	৩১/০৭/২২	
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনাসহ)	ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	৩৫%	৬০%	১০০%	১০০%	১০০
					অর্জন	১৫%	৩৫%	৬০%	১০০%	১০০%	
২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	৩৫%	৬০%	১০০%	১০০%	১০০
					অর্জন	১৫%	৩৫%	৬০%	১০০%	১০০%	
২.৪ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৩	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		১০০
					অর্জন	-	-	-	-		
২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার,	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৩	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-		১০০
					অর্জন	-	-	-	-		

আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা											
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	যানবাহনের বিধিসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত	৫	%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০
					অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৩.২ শাখা পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	৫	সংখ্যা	৮	লক্ষ্যমাত্রা	২	২	২	২	৮	১০০
					অর্জন	২	২	২	২	৮	
৩.৩ সকল তথ্য ও দলিলাদি সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপিল আবেদন দাখিলের দিনেই আপিল নম্বর প্রদান	দায়েরকৃত মামলাসমূহের আপিল নম্বর প্রদান	৫	%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০
					অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৩.৪ পক্ষগণকে কমপক্ষে ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে শুনানীর সময়/তারিখ অবহিতকরণ সংক্রান্ত মোবাইল এসএমএস সেবা চালু	শুনানীর সময় সম্বলিত এসএমএস সেবা চালুকরণ	৫	তারিখ	৩১/১২/২২	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১/১২/২২	-	-		১০০
					অর্জন	-	২৮/১২/২২	-	-	২৮/১২/২২	

৪.১২ ইনোভেশন কার্যক্রম

আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি তলবের ক্ষেত্রে পূর্বে ৪ টি ধাপ ছিল। তা কমিয়ে এখন ১ টি ধাপে আনা হয়েছে। নিম্নের ছকে তা উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নাম	পূর্বের ধাপ	বর্তমান ধাপ
০১	আপিল মামলা গৃহীত হলে প্রেসিডেন্ট মহোদয় কর্তৃক বেঞ্চ নির্ধারণ	আপিল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও সেবা সহজ করণের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট মহোদয় বেঞ্চ নির্ধারণপূর্বক আপিল আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব এবং বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করেন।
০২	বেঞ্চ নির্ধারণের পর আপিল নথি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ	
০৩	আপিল মামলার আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের জন্য শাখা সহকারী কর্তৃক আপিল নথি সংশ্লিষ্ট দ্বৈত বেঞ্চে উপস্থাপন	
০৪	সংশ্লিষ্ট দ্বৈত বেঞ্চের সদস্যগণ কর্তৃক আপিল মামলার আবেদনের উপর দফাওয়ারী জবাব ও বিভাগীয় মূলনথি চেয়ে পত্র প্রেরণের আদেশ প্রদান	

৪.১৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি) বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

শান্তি, ন্যায় বিচার, কার্যকরি প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের লক্ষ্যে হয়রানি মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুনানীর নোটিশ/কজলিস্ট ওয়েবসাইটে আপলোড ও মেইলে প্রেরণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আপিলের রায় মাসিক ভিত্তিতে ওয়েবসাইটে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪.১৪ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনা

অনলাইনে আবেদন গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। এর নিমিত্ত দপ্তরের সংগঠনিক কাঠামোতে সহকারী প্রোগ্রামারের পদ সৃজনের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণকে বৈদেশিক প্রশিক্ষনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.১৫ ট্রাইব্যুনালের চ্যালেঞ্জ

- বর্তমানে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে ০৪টি বেঞ্চ থাকলেও এজলাস রয়েছে মাত্র একটি। সে কারণে একটি মাত্র এজলাসে ০৪টি বেঞ্চ পরিচালনা করায় কাঙ্খিত মাত্রায় আপিল নিষ্পত্তি করণে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে;
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পরিবর্তন করা জরুরী;

৪.১৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ডিজিটালাইজেশন এর সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আপিলাত ট্রাইব্যুনালে অনলাইনে আপিল দায়ের, শুনানীর নোটিশ প্রাপ্তি এবং নিষ্পত্তিকৃত আপিলের রায় প্রেরণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- আপিলাত ট্রাইব্যুনালের শুন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে;
- শুনানীর সময় সম্বলিত এসএমএস সেবা চালুকরণ করা হয়।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালের স্থির চিত্র:

চিত্র-২: দপ্তর সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

চিত্র-৩: আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

চিত্র-৪: কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালে কর্মরত ০৩ (তিন) জন বিজ্ঞ সদস্য (জেলা ও দায়রা জজ) মহোদয়গণের বদলি জনিত বিধায় কালীন সময়

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের স্থির চিত্র:

চিত্র-১: ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের এজলাস

৫.১ পরিচিতি

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল আয়কর বিষয়ে ফ্যাকচুয়াল (Factual) পয়েন্টে সর্বোচ্চ কোয়াসি জুডিশিয়াল কোর্ট। তবে লপয়েন্টে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যায়। আপীলাত যুগ্ম/অতিঃ কর কমিশনার এবং কর কমিশনার(আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ করদাতা এবং উপ-কর কমিশনার ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল মামলা দায়ের করতে পারেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল আয়কর অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান ও নিজস্ব নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বাধীন সত্তা ট্রাইবুনালের ভাষা ইংরেজি।

তদানীন্তন পাকিস্থানের করাচীতে প্রতিষ্ঠিত ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের একটি বেঞ্চ ১৯৫৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। স্বাধিনতার পর, ১৯৭২ সালে ঢাকায় হেড অফিস ও ৩টি বেঞ্চ নিয়ে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে ৮টি দ্বৈত বেঞ্চ রয়েছে যার ৫টি ঢাকায় এবং ১টি চট্টগ্রামে, ১টি খুলনায় এবং ১টি রংপুরে অবস্থিত। প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যারা যৌথভাবে রায় প্রদান করে থাকেন। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের শীর্ষ পদটি প্রেসিডেন্ট হিসাবে অবহিত করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একজন সদস্যকে সরকার এ পদে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন।

চাকুরীরত কর কমিশনারগণকে সাধারণত ট্রাইবুনালের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্তমান/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, বর্তমান/অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ, অবসর প্রাপ্ত কর কমিশনার, চার্টার্ড একাউনটেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউনটেন্ট, ইনকামটেক্স প্র্যাকটিশনার/এডভোকেটগণকেও সরকার ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করতে পারেন।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের দ্বৈত বেঞ্চসমূহ মামলার শুনানী গ্রহনান্তে আয়কর আইনের আওতায় রায় প্রদান করে থাকে। প্রত্যেকটি দ্বৈত বেঞ্চ ২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। রায় প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের মধ্যে মতদ্বৈততা সৃষ্টি হলে প্রেসিডেন্ট অন্য এক বা একাধিক সদস্যকে উক্ত মামলার শুনানী গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে বৎসরে গড়ে ৭০০০ মামলা নিষ্পত্তি করা হয়। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের সাংগঠনিক কাঠামোর(কর্মকর্তাদের) সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপঃ-

৫.২ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের সাংগঠনিক কাঠামোর (কর্মকর্তাদের) সংক্ষিপ্ত চিত্র

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

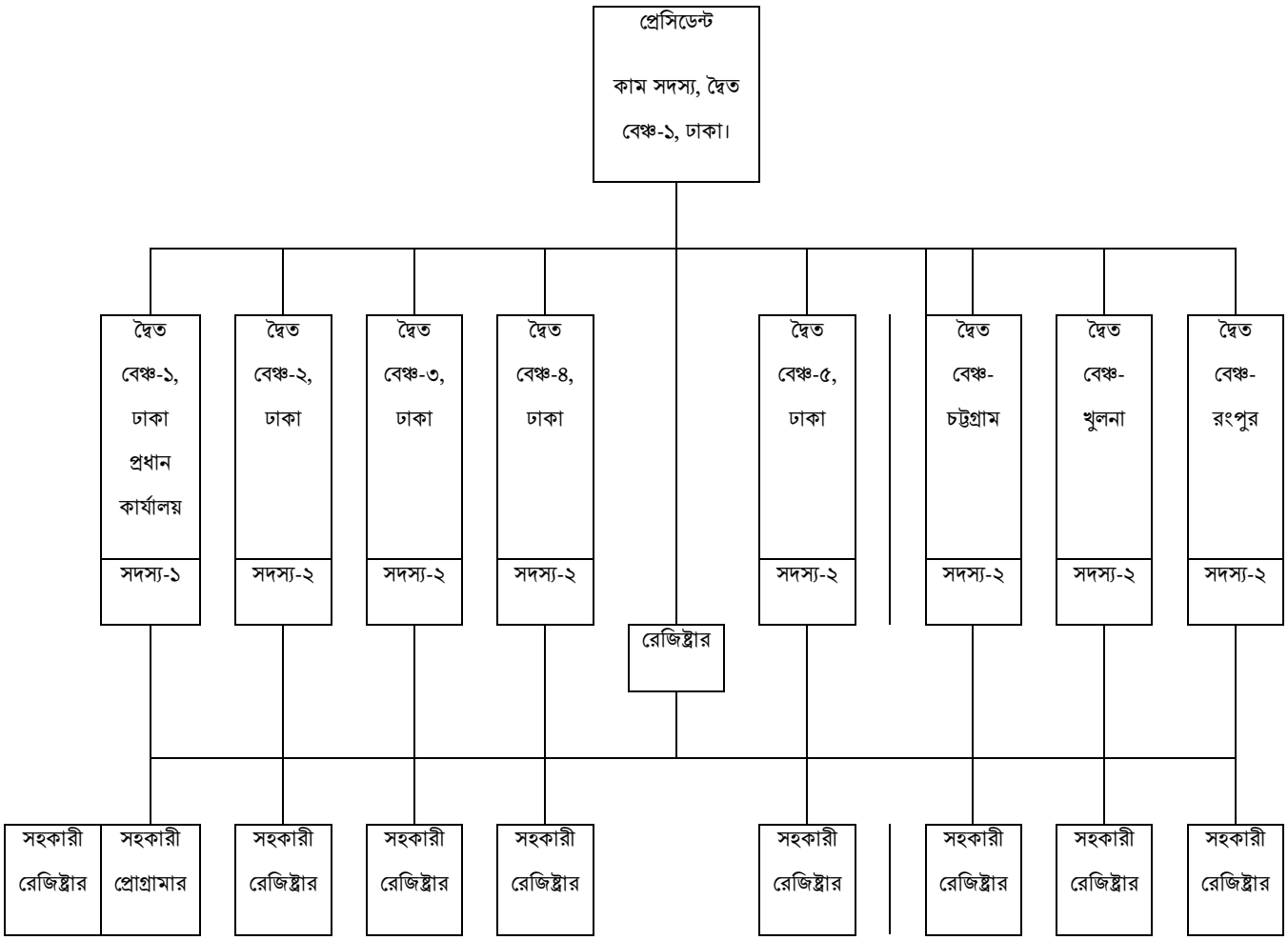

৫.৩ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কার্যাবলীঃ

আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সর্বোচ্চ আপীল ফোরাম। আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত ও গতিশীল করে সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালক করে থাকে। এক্ষেত্রে কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত করাদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পক্ষগণ (করদাতা ও কর বিভাগ) এর ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। উক্ত দায়েরকৃত মামলাগুলে শুনানী, নিষ্পত্তি ও জারী করাই এ ট্রাইবুনালের প্রধান কার্যাবলী।

কর্মকর্তাদের দায়িত্বঃ

ক্র/নং	পদের নাম	দায়িত্ব
০১.	প্রেসিডেন্ট	ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রধান হিসেবে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, আর্থিক মঞ্জুরী কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক যাবতীয় কর্মকান্ডের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে দায়েরকৃত কর মামলা শুনানী ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০২.	সদস্য	দায়েরকৃত কর মামলা শুনানী ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে জেষ্ঠ্য সদস্য সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০৩.	রেজিষ্ট্রার	আপীল গ্রহণ,নিবন্ধন,বিতরণ, শুনানীর নোটিশ ও আদেশের কপি জারিকরণ এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০৪.	সহকারী রেজিষ্ট্রার	রেজিষ্ট্রারের পক্ষে আপীল গ্রহণ , শুনানীর নোটিশ ও আদেশের কপি জারিকরণ এবং সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অপরদিকে সদস্য মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
০৫.	সহকারী প্রোগ্রামার	ডিজিটাল ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, ওয়েব সাইট আপলোড ও হালনাগাদ করণ, ই-জিপি বাস্তবায়ন করণ, আইবাস++ পরিচালনা করণ এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে কারিগরী কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন। উল্লেখ্য, আলোচ্য পদটি নবসৃষ্ট। নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

৫.৪ বিদ্যমান জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ট্রাইবুনালে অনুমোদিত প্রথম শ্রেণীর পদ ২৬টি তন্মেধ্যে ১৩টি পদ শুন্য আছে, ৩য় শ্রেণীর অনুমোদিত পদ ৭৭টি তন্মেধ্যে ৩০টি পদ শুন্য আছে এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৫০ টি পদের মধ্যে ৩৩টি পদ শুন্য আছে (৩১-০৭-২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত)।

৫.৫ মামলা নিষ্পত্তি

ক. মামলা নিষ্পত্তিঃ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের মূল কাজ দাখিলকৃত আপীল মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা। করদাতা এবং আয়কর বিভাগ উভয় পক্ষের দাখিলকৃত আপীলসমূহ ট্রাইবুনালের ৮টি দ্বৈত বেঞ্চের মাধ্যমে শুনানী গ্রহনান্তে নিষ্পত্তি করা হয়। দায়েরকৃত মামলা দায়েরের তারিখ হতে ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয় এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের রায়ের কপি ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলার মোট সংখ্যা ছিল ৭৯৮৭ টি। পূর্ববর্তী বৎসরের অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা(জের) ছিল ২২১০ টি। অর্থাৎ মোট নিষ্পত্তিযোগ্য আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ১০১৯৭ টি। তন্মেধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৯১১০ টি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা ছিল

৭৯৭৬টি। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের দাখিলকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ-

স্বারনী-১: ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ

আপীল মামলার সংখ্যা			
অর্থ বৎসর	**দায়েরকৃত**	**নিষ্পত্তিকৃত**	**বৎসর শেষে পেন্ডিং**
পূর্বের জের			২২১০
২০২২-২৩	৭৯৮৭	৯১১০	১০৮৭

৫.৬ সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলী

৫.৬.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

(ক) আয়কর সংক্রান্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সর্বোচ্চ আপীল ফোরাম। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সামগ্রিক আয়কর ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে করদাতা ও আয়কর বিভাগের মধ্যে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিপূর্বক আয়কর আহরণ কার্যক্রমকে তরান্বিত ও গতিশীল করে। সরকারের রাজস্ব আদায় লক্ষমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কর আপীল অঞ্চল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত কর আদেশের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ পক্ষগণ(করদাতা ও কর বিভাগ) ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করে থাকেন। যে মাসে কর মামলা দায়ের করা হয়, সে মাসের শেষ তারিখ হতে ৬'মাসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা এবং আদেশের তারিখ হতে রায়ের কপি ১'মাসের মধ্যে পক্ষগণের নিকট জারি করা আইনের মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ট্রাইবুনালে দাখিলকৃত কর সংক্রান্ত মামলাগুলো শুনানী ও নিষ্পত্তি করণসহ প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড সম্পন্ন করা হয়েছে।

করমামলা দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সূচকে ২০২২-২০২৩ বছরে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নরুপ :

২০২১-২০২২ বছরের শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ	২২১০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে দায়েরকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ	৭৯৮৭ টি
২০২২-২০২৩ বছরে নিষ্পত্তিকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ	৯১১০ টি
২০২২-২০২৩ বছর শেষে অবশিষ্ট কর মামলার সংখ্যাঃ	১০৮৭ টি

করমামলা সংক্রান্ত অন্যান্য সূচকে ২০২২-২০২৩ বছরের অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নরুপ :

২০২২-২০২৩ বছরে নিবন্ধনের সংখ্যাঃ	৭৯৮৭ টি
২০২২-২০২৩ বছরে নিবন্ধন শেষে বেঞ্চ সমূহে মামলা বিতরণের সংখ্যাঃ	৭৯৮৭ টি
২০২২-২০২৩ বছরে শুনানীর নোটিশ জারীকরণের সংখ্যাঃ	১৩৮৭০ টি

২০২২-২০২৩ বছরে শুনানী গ্রহনের সংখ্যাঃ	১১৫২০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে আদেশ জারীর (সরাসরি ও ডাকযোগে) সংখ্যাঃ	১০৯১০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে এডিআরে মামলার অনুমতির সংখ্যাঃ	৯৫ টি
২০২২-২০২৩ বছরে এডিআর পুন:জীবিত মামলার সংখ্যাঃ	৪০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে সার্টিফাইড কপির আবেদনের সংখ্যাঃ	১১৬৯ টি
২০২২-২০২৩ বছরে সার্টিফাইড কপির নিষ্পত্তির সংখ্যাঃ	৫৭৬ টি

(খ) ই-গর্ভন্যান্স বাস্তবায়নের লক্ষে ট্রাইবুনালে নৈতিকতা কমিটি ফোকাল পয়েন্ট এবং তথ্য প্রদান ইউনিট হালনাগাদ করনসহ ইন্টারনেট সুবিধা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েব সাইডে প্রকাশসহ দেয়ালে টাংগানো, ওয়েবসাইট হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে। ওয়েবসাইটে ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, তথ্য প্রদান ইউনিট এর নাম, কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। যার ফলে জনগণ ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরাসরি জানতে পারছে। প্রশাসনিক কাজের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে নৈতিকতা কমিটির সভা ও ফোকাল পয়েন্টের সভা, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচেছ। মতামত বক্স দৃষ্ট্যমান স্থানে স্থাপন পূর্বক নির্দিষ্ট মতামত সম্বলিত ফরম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অর্জিত নম্বর ৯৭.৯০ প্রাপ্ত হয়ে ২য় স্থান অর্জন হয়েছে)। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক মূল্যায়ন প্রতিবেদন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন (চূড়ান্ত মূল্যায়নে ২৫ এর মধ্যে ২৫ নম্বর অর্জিত হয়েছে), তথ্য অধিকার সংক্রান্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ই-গর্ভন্যান্স মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট যথানিয়মে ব্যয় করা হচেছ। ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথি সংরক্ষণ করা হচেছ। তাছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত যাবতীয় বাজেট সংক্রান্ত প্রতিবেদন/তথ্য এবং নন-ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) আইবাস ++ বাজেট ও ই-জিপিতে টেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।

(ঙ) প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে হেলপ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেইজবুক চালু আছে।

(চ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল জাতীয় তথ্য বাতায়নে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।

(ছ) ডি-নথি কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(জ) মহামারী করোনা নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে ।

(ঝ) নব সৃজিত ০১টি সহকারী প্রোগ্রামার পদে এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৪টি সহকারী রেজিষ্ট্রার পদে নিয়োগের লক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঞ) আগারগাঁওস্থ নব নির্মিত রাজস্ব ভবনের ১০ম তলায় (লিফট -৯) ঢাকাস্থ ৫টি দ্বৈত বেঞ্চের প্রশাসনিক ও বিচারিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৫.৭ নিয়োগ কার্যক্রম নিম্নরূপ

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়কৃত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১০ টি শূন্য পদে লোক নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৮ মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৯ টি (ইন হাউজ প্রশিক্ষন (এপিএ, শুদ্ধাচার, ইনোভেশন, তথ্য, অভিযোগ ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত) এবং দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য প্রশিক্ষন)	১৩৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১। ডি নথি বিষয়ক প্রশিক্ষন/ওয়ার্কশপ কর্মশালা ২টি	০৪ জন
২। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিত করণ কর্মশালা(প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত)।	০২ জন
৩। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিত করণ কর্মশালা(ট্রাইবুনাল কর্তৃক আয়োজিত)।	১৫ জন
৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর প্রশিক্ষন কর্মশালা	০২ জন
৫। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষন কর্মশালা	০২ জন
৬। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সার্বিক দক্ষতা ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষন কর্মশালা	০২ জন
৭। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ৬টি লার্নিং সেশন	২৫৬ জন

৫.৯ ইনোভেশন কার্যক্রম

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ

অনলাইনে মামলা দায়ের চালু করণ
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চ-এ হেল্প ডেস্ক চালু করণ
Wifi সংযোগ চালু করণ (ডিজিটাল সেবা)
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চে ন্যুনতম ১০ (দশ) দিনের কজলিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ (ডিজিটাল সেবা)
এস আই পি (SIP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চের অফিসারদের এবং কর্মচারীদের ওয়াশ রুমের সামনে পাপোষ ওস্যান্ডেলের ব্যবস্থা করণ
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চে মামলা শুনানীর জন্য ধার্যকৃত তারিখ করদাতা/করদাতার প্রতিনিধি ও কর বিভাগের প্রতিনিধি কে মোবাইল ম্যাসেজ এর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো করণ।
শুনানীর কজলিস্ট নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করণ।
প্রত্যেক দ্বৈত বেঞ্চের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম ও পদবীসহ অবস্থান সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রতিটি দপ্তরের প্রবেশদ্বারে দৃশ্যমান করণ
সিসি ক্যামেরা সংযোজন করা হয়েছে।
মামলা দায়েরের প্রসেস ম্যাপ

৫.৯.১ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে

ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আওতায়

- বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বার্ষিক ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে;

সেবা সহজীকরন এর আওতায়

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সেবা সহজীকরণের আওতায় ১টি সেবা সহজীকরন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের প্রশিক্ষন এর আওতায়

- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কর্মশালা ১ টি এবং কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৪ টি প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ইনোভেশন টিমের প্রশিক্ষন শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

উদ্ভাবন খাতে (কোডনম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ এর আওতায়-

- উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৩ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে;
- বাজেট বাস্তবায়ন করা হয়েছে ১.৮৮ লক্ষ টাকা।

সক্ষমতা বৃদ্ধির আওতায়

- ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে ০১ দিনের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- ডি-নথির কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করণের আওতায়

- তথ্য বাতায়নে সকল তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে;

দেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম ১টি উদ্যেগ পরিদর্শনকৃত কার্যক্রমের আওতায়

- দেশে বাস্তবায়িত ১টি উদ্যোগ (গাজীপুরে অবস্থিত সজীব ওয়াজেদ উপগ্রহ ভূ কেন্দ্র পরিদর্শন ও স্যাটেলাইট ও সংশ্লিষ্ট সেবা সম্পর্কে ধারণা অর্জিত হয়েছে) পরিদর্শন করা হয়েছে।

সুবিধা

- আপীলকারীগণ (করদাতা/করবিভাগ) সহজেই অনলাইনে আপীল দায়ের করনে সুবিধা এবং দৈনন্দিন শুনানীর কজলিষ্ট এবং তালিকা ওয়েব সাইটে দেখতে পাচ্ছেন।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়নের আওতায়

- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনার ১ম, ২য়, অর্ধবার্ষিকী, ৩য়, ৪র্থ ও বাষিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে;
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনকর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক মূল্যায়নে ৫০ নম্বরের মধ্যে ৪৮.৫০ নম্বর অর্জন হয়েছে।

৫.১০ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' এ প্রক্ষেপিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জনের এজেন্ডা হিসেবে সরকার ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পরিকল্পনা এবং পূর্বের ধারাবাহিকতায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করেছে। ৮ম পরিকল্পনায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সে মোতাবেক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ কর বিভাগের ভূমিকা রয়েছে। কর বিভাগের মধ্যে রয়েছে রাজস্ব আদায় প্রচেষ্ট বজায় রাখা । উল্লেখ্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে নহে। তথাপিও কর বিভাগের রাজস্ব আহরনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজস্ব আদায়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল অন্যতম অংশীদার।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০২১ অর্থ বছর হতে ২০২৫ অর্থ বছরের মধ্যে রাজস্ব আহরণের হার বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াবে। এক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর আদায়ে গতিশীল করতে কর সংক্রান্ত কার্যক্রমে একমাত্র বিচারিক সংস্থা ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালকে গতিশীল করতে হবে।

৫.১১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

জাতিসংঘ ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা ঘোষনা করেছে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG নামে পরিচিত। SDG-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল । এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG তে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

টিএটি'র প্রতিশ্রুতি	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রতিশ্রুতি/লক্ষ্য অর্জনে ট্রাইবুনাল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	অংশিকভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে/ সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা হয়নি এমন ক্ষেত্রসমূহ	সুপারিশ/পরামর্শ
রাজস্ব (কর) আহরণের স্বার্থে দায়েরকৃত কর আপীল মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা।	টেকসই উন্নয়নে এবং রাজস্ব (কর) সংগ্রহে অভ্যন্তরীন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।	১। দায়েরকৃত কর মামলা সমূহ প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন করে শুনানীর নোটিশ জারী করা; ২। শুনানীকৃত কর মামলার শুনানীর তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করা; ৩। দ্রুত শুনানী ও নিষ্পত্তি করা; ৪। দ্রুত আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট জারি করা; ৫। ১ম শ্রেনির রেজিষ্ট্রার পদের এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগবিধি সংশোধনের লক্ষ্যে স্বয়ং সম্পুর্ন প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।	১। সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারন; ২। ১ম শ্রেনির রেজিষ্ট্রার পদের এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগবিধি সংশোধন করন;	১। জরুরি ভিত্তিতে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে নব সৃজিত ১টি সহকারী প্রোগ্রামার পদে এবং ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা সহকারী রেজিস্ট্রারের শুন্য ০৪টি পদে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা । ২। জরুরি ভিত্তিতে ১ম শ্রেনির রেজিষ্ট্রার পদের এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির নিয়োগবিধি সংশোধন করা।

৫.১২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১-এর যথাযথ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সংহতকরণে সচেষ্ট। এ জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য বলে সরকার মনে করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকেই ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তা বাস্তবায়নে যথাযথ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিবের সাথে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের

আওতাধীন ৭টি দপ্তর/সংস্থার ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ৯৭.৯০ নম্বর অর্জন করে ২য় স্থান অর্জন করেছে।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের অগ্রগতির তথ্য:

২০২২-২০২৩ বছরে দায়েরকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ	৭৯৮৭ টি
২০২২-২০২৩ বছরে নিষ্পত্তিকৃত কর মামলার সংখ্যাঃ	৯১১০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে নিবন্ধনের সংখ্যাঃ	৭৯৮৭ টি
২০২২-২০২৩ বছরে নিবন্ধন শেষে বেঞ্চ সমূহে মামলা বিতরণের সংখ্যাঃ	৭৯৮৭ টি
২০২২-২০২৩ বছরে শুনানীর নোটিশ জারীকরণের সংখ্যাঃ	১৩৮৭০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে শুনানী গ্রহনের সংখ্যাঃ	১১৫২০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে আদেশ জারীর (সরাসরি ও ডাকযোগে) সংখ্যাঃ	১০৯১০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে এডিআরে মামলার অনুমতির সংখ্যাঃ	৯৫ টি
২০২২-২০২৩ বছরে এডিআর পুন:জীবিত মামলার সংখ্যাঃ	৪০ টি
২০২২-২০২৩ বছরে সার্টিফাইড কপির আবেদনের সংখ্যাঃ	১১৬৯ টি
২০২২-২০২৩ বছরে সার্টিফাইড কপির নিষ্পত্তির সংখ্যাঃ	৫৭৬ টি
দপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে লার্নিং সেশন আয়োজন।	০৬টি

৫.১৩ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

সরকারি অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল একটি জনবান্ধব সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ প্রণয়ন করেছে। এ সনদের মাধ্যমে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল হতে নাগরিকদের কী কী সেবা প্রদান করা হয় তা পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে লিখিতভাবে, টেলিফোনে এবং সরাসরি নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান করে থাকে। নাগরিকদের প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানের জন্য এই ট্রাইবুনালের প্রতিটি দ্বৈত বেঞ্চে একটি হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রণীত নাগরিক সেবার মাধ্যমে তাদের প্রত্যাশার সাথে সংগতি রেখে সেবার মান নির্ধারণ এবং তাদের মতামত নিয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত তা পুনঃনির্ধারণ, যাতে করে অব্যহতভাবে সেবার মানোন্নয়ন এবং সেবাকে জনবান্ধব করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত: জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা যাতে করে তারা সেবা প্রদানকারীদের কাছে সেসব অধিকার দাবি করতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে (যেমন, অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা) সেবা প্রদানকারীদের সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

তৃতীয়ত: সেবা প্রদানকারীদের সামর্থ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগের (যেমন, হেল্পডেস্ক প্রতিষ্ঠা) মাধ্যমে তাদের আচরণের উন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানে এক ধরণের সৌজন্যতার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো।

চতুর্থত: সেবার মানোন্নয়ন, জনগনের অংশগ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন।

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির কার্যক্রম বিবরণ

(ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকৃত)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

ভিশন ও মিশনঃ

ভিশনঃ একটি ন্যায় ও আইনানুগ এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কর আপীলাত ট্রাইবুনালকে প্রতিষ্ঠিত করা।

মিশনঃ ক্ষুব্ধ করদাতা ও কর বিভাগের দাখিলকৃত আপীলসমূহ দ্রুততার সাথে এবং অনধিক ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা।

৫.১৩.১ প্রতিশ্রুত সেবাসমূহঃ

৫.১৩.১.১ নাগরিক সেবা

ক্র/ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কর আপীল মামলা গ্রহণ	আপীলকারী/আপীলকারীর পক্ষে প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ রেজিষ্ট্রার/সহকারী রেজিষ্ট্রারের বরাবরে দাখিলকৃত আপীল গ্রহণ।	আবেদনের নির্ধারিত পূরণকৃত ফরম, আপীলের কারণ, আপীল আদেশের ১টি সার্টিফাইড কপিসহ ৪সেট, কর নির্ধারণী (সংশোধন আদেশ যদি থাকে তা সহ) আদেশের ৪ সেট, ১০০০/- টাকার ট্রাইবুনাল ফি, ক্ষমতাপত্র এবং ১০% কর পরিশোধের প্রমানপত্র (প্রতি কর বছরের জন্য ৪ সেট)	১০০০/- টাকা ট্রাইবুনাল ফি ১-১১৪৩-০০১৫-১৮৭৬ কোডে চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করতে হবে	৬ মাস (নিস্পত্তির সময়সীমা ৬ মাস) বিধি অনুযায়ী	(ক) রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭৩ মোবাঃ ০১৭৪৭-৭৩৫৬০৭ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd (খ) সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৭২১২৯০ (গ) সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, খুলনা। ফোনঃ ০৪১-৮১৩৯৯৪ (ঘ) সহকারী রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ, রংপুর। ফোনঃ ০৫২১-৫৬৮৭২
২	শুনানী গ্রহণ	আবেদনকারীর ঠিকানায় শুনানীর দিন ধার্য করে শুনানীর নোটিশ জারী করণ। (মোবাইলে অবহিতকরণসহ)	সংশ্লিষ্ট মামলার প্রয়োজনীয় কাগজাদি, লিখিত জবাব ও সংশ্লিষ্ট কাগজের প্রমাণপত্র। (মামলার বাদী ও বিবাদীর নিকট সংরক্ষিত)	বিনামূল্যে	দায়েরের তারিখ হতে ৬০ কার্য দিবসের মধ্যে	রেজিষ্ট্রার ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭৩ মোবাঃ ০১৭৪৭-৭৩৫৬০৭ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd সহকারী রেজিষ্ট্রার, দ্বৈত বেঞ্চ-২,৩,৪ ও ৫, ঢাকা/দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রাম এবং দ্বৈত বেঞ্চ, খুলনা।

						ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-২: ০২-২২২২১৮০৫৪ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-৩: ০২-২২২২১৮০৪৮ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-৪: ০২-২২২২১৮০৫৭ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ-৫: ০২-২২২২১৮০৫১ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রামঃ ০৩১-৭২১২৯০ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ,খুলনাঃ ০৪১-৮১৩৯৯৪ ফোনঃ দ্বৈত বেঞ্চ, রংপুরঃ ০৫২১-৫৬৮৭২
৩	আদেশ জারী	আদেশের কপি চূড়ান্ত করে বিজ্ঞ সদস্যদের স্বাক্ষর গ্রহণ। অত:পর জারীকরণের লক্ষ্যে রেজিষ্ট্রার/সহকারী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ। প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরান্তে ইস্যু করে আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগনের নিকট জারীকরণ।	সংশ্লিষ্ট দ্বৈত বেঞ্চ	বিনামূল্যে	১ মাস (বিধি অনুযায়ী)	-ঐ-
৪	আপীল আদেশের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ	আবেদন গ্রহণ। মূল নথি থেকে অনুলিপি যাচাই/তৈরী পূর্বক সিলসহ প্রয়োজনীয় কোর্ট ফি সংযোজনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর।	আবেদন পত্র এবং কপিং ফি এর মূল চালান।	প্রতি সেটের জন্য ১৫/- (পনের) টাকার কোর্ট ফি এবং নির্ধারিত হারে জমাকৃত কপিং ফি (যা ১-১১৪৩-০০১৫-১৮৭৬ কোডে চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করতে হবে)।	৭ কার্য দিবসের মধ্যে (কপিং ফি এবং কোর্ট ফি প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে)।	-ঐ-

৫	বিবিধ চিঠি/পত্রাদি গ্রহণ এবং নিস্পত্তি	চিঠি/পত্রাদি গ্রহণ, ডায়েরী করণ এবং কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনসহ নিস্পত্তি করন।	করদাতার প্রতিষ্ঠানের প্যাডে/সাদা কাগজে সরাসরি/ডাকযোগে চিঠিপত্র প্রেরণ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করা)	১০/- টাকার কোর্ট ফি।	৭ কার্য দিবসের মধ্যে	-ঐ-

৫.১৩.১.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি হান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	দ্বৈত বেঞ্চ চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর দাখিলীয় মামলার নিবন্ধন নম্বর	প্রতিমাসে দাখিলীয় মামলার বিবরণ প্রধান দপ্তরে প্রেরণ। অতপরঃ রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নিবন্ধন করন।	দাখিলকৃত মামলার বিবরণী এবং দ্বৈত বেঞ্চ চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর	বিনামূল্যে	৫ কার্য দিবসের মধ্যে	রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭৩ মোবাঃ ০১৭৪৭-৭৩৫৬০৭ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd
২	বাজেট বরাদ্দ/বিভাজন	সরকার কর্তৃক বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্বৈত বেঞ্চ, চট্টগ্রাম ,দ্বৈত বেঞ্চ, খুলনা এবং দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুরের বরাদ্দকৃত সকল খাতে বাজেট বরাদ্দ করন।	ক) বেঞ্চসমূহের প্রস্তাব। খ) সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান।	বিনামূল্যে	৭ কার্য দিবসের মধ্যে	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭১ মোবাঃ ০১৭১১-৩৬৫৬৮৮ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd
৩	প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত পত্র	বিদ্যমান দ্বৈত বেঞ্চ সমূহ হতে প্রাপ্ত পত্র ডায়েরী করন, উপস্থাপন করন এবং নিস্পত্তি করন	প্রস্তাব/আবেদন	বিনামূল্যে	৭ কার্য দিবসের মধ্যে	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭১ মোবাঃ ০১৭১১-৩৬৫৬৮৮ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd

৫.১৩.১.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি হান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

১	লজিষ্টিকস(কর্মচারী নিয়োগ, আসবাবপত্র, কার, কম্পিপউটার ও ফটোকপিয়ার সরবরাহ, টেলিফোন সংযোজন এবং ষ্টেশনারী মালামাল সহ অন্যান্য লজিষ্টিকস সরবরাহ করণ)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ছাড়পত্র নিয়ে জনবল নিয়োগ পূর্বক সকল বেঞ্চে পদায়ন করা এবং বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে অন্যান্য লজিষ্টিক ক্রয় করে সরবরাহ করা।	সকল বেঞ্চ হতে লজিষ্টিকস এর জন্য প্রধান দপ্তরে চাহিদা প্রেরণ। প্রধান দপ্তর	বিনামূল্যে	১) জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে ১ বছরের মধ্যে (বিধি অনুযায়ী) ২) সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ কার্য দিবসের মধ্যে। ৩) অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে।	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭১ মোবাঃ ০১৭১১-৩৬৫৬৮৮ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭৩ মোবাঃ ০১৭৪৭-৭৩৫৬০৭ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd
২	ছুটি	নৈমিত্তিক ছুটি, অর্জিত ছুটি, বহিঃ বাংলাদেশ এবং শ্রান্তি বিনোদন ছুটির আবেদন গ্রহণ ও নিস্পত্তি।	ছুটির আবেদন পত্র। প্রাপ্য ছুটির হিসাবসহ ছুটির কারন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডাক্তারী সনদসহ)।	বিনামূল্যে	নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ৩ কার্য দিবসের মধ্যে। অর্জিত ছুটি মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ১০ কার্য দিবস)	প্রেসিডেন্ট ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭১ মোবাঃ ০১৭১১-৩৬৫৬৮৮ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd
৩	বিভিন্ন অগ্রিম	নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন এবং জমাকৃত টাকার হিসাব বিবরণী দাখিল সাপেক্ষে মঞ্জুরী করন	সিএও অফিস কর্তৃক প্রদত্ত জমাকৃত টাকার হিসাব বিবরণী ও জিপিএফ অগ্রিম উত্তোলনের নির্ধারিত ফরম।	বিনামূল্যে	১০ কার্য দিবসের মধ্যে।	প্রেসিডেন্ট, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭১ মোবাঃ ০১৭১১-৩৬৫৬৮৮ ই-মেইলঃ president@tat.gov.bd
৪	পদোন্নতি	বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সুপারিশের আলোকে কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করন।	জেষ্ঠ্যতার তালিকা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং সার্ভিস বহি	বিনামূল্যে	৬০ কার্য দিবসের মধ্যে (বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সুপারিশ স্বাপেক্ষে)।	রেজিষ্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। ফোনঃ ২২২২১৭৯৭৩ মোবাঃ ০১৭৪৭-৭৩৫৬০৭ ই-মেইলঃ registrar@tat.gov.bd

আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সিটিজেন চার্টার লিঙ্ক আকারে যুক্ত করতে হবে।

আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা

ক্রমিক নং	প্রতিশ্রুতি/কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির জন্য করণীয়
১)	নির্ধারিত ফরমে সম্পূর্ণভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র জমা প্রদান।

২)	সঠিক মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবামুল্য পরিশাধ করা।
৩)	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা।

কাঙ্খিত সেবা না পেলে বা সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে যোগাযোগের মাধ্যম:
১। রেজিষ্ট্রার (অনিক কর্মকর্তা)
ফোনঃ ২২২২১৭৯৭৩
মোবাঃ ০১৭৪৭-৭৩৫৬০৭
২। আপীল কর্মকর্তা: যুগ্ম সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫.১৩.২ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম

- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিক ০৪টি সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেক হোল্ডারগনের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে ০২ টি প্রশিক্ষন আয়োজন করা হয়েছে।
- ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতশ্রুতি হালনাগাদ করা হয়েছে।

৫.১৪ বার্ষিক মূল্যায়ন

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে চূড়ান্ত বার্ষিক মূল্যায়নে ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বর অর্জন করা হয়েছে।

৫.১৫ অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System), সংক্ষেপে জিআরএস (GRS), মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ও এই প্লাটফর্ম ব্যবহার করে থাকে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অভিযোগ দাখিল কন্টেন্ট এ এর লিংক দেওয়া আছে।
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.tat.gov.bd)-এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করা যায়।ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ দাখিল করা যাবে। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে দাখিলযোগ্য অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে সচিবালয়ের গেটে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে দাখিল করা যায়। অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরম (সংযোজনী 'খ-১') ব্যবহার করতে হয়।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ভুমিকা নিম্নরূপঃ

অনিক ও আপিল কর্মকর্তাঃ

সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা প্রতিকারের জন্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। অনিক কর্মকর্তা হলেন রেজিস্ট্রার এবং আপিল কর্মকর্তা হলেন যুগ্মসচিব (শুল্ক), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।

ওয়েবসাইটে প্রকাশঃ

সেবা গ্রহণে বঞ্চিত অভিযোগকারী যাতে খুব সহজে সেবা-সংক্রান্ত অভিযোগ সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারে সে জন্য অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের

ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সেবা বক্সের অধীন অনিক ও আপিল কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে।

অভিযোগ গ্রহণঃ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়িত্বপ্রাপ্ত অনিক কর্মকর্তা রয়েছে। (GRS) প্ল্যাটফর্ম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা-সংক্রান্ত ওয়েবসাইট (www.tat.gov.bd), ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে) দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে।

অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

অনিক কর্মকর্তা প্রথমে অভিযোগের ধরণ বাছাই করেন। অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে (ইমেইল, ই-ফাইল অথবা ফোনে) অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে (সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত করে অথবা ডাকযোগে) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১টি অভিযোগ পাওয়া যায় । যা যথাসময়ে নিষ্পত্তি করে অভিযোগকারীকে জ্ঞাত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণঃ

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সঠিক বাস্তবায়ণে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়কের উপর ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেক হোল্ডারগণের সমন্বয়ে সভা আয়োজন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের মূল্যায়নকৃত প্রকৃত অর্জনঃ

২০২২-২৩ অর্থ বছরের চূড়ান্ত মূল্যায়নে মোট ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বর অর্জন করা হয়েছে।

৫.১৬ তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার" অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রদক্ষেপ নিম্নরুপঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও আপিল কর্তৃপক্ষঃ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ২(ক) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং ধারা ১০ অনুযায়ী দ্বৈত বেঞ্চ ১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ঢাকার জন্য ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট, দ্বৈত বেঞ্চ- চট্টগ্রামের জন্য ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট, দ্বৈত বেঞ্চ- খুলনার জন ১টি তথ্য প্রদান ইউনিট এবং দ্বৈত বেঞ্চ- রংপুরের জন্য ০১ টিসহ সর্বমোট ৪টি তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন করা হয়েছে। উক্ত ৪টি তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছে। এছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে রেজিষ্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রার এর বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে উক্ত পদ দুইটির পরবর্তী ধাপের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রধান হিসাবে আপিল কর্তৃপক্ষ হলেন প্রেসিডেন্ট।

ওয়েব সাইটে প্রকাশ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবা বক্সের অধীন আপিল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কন্টেন্ট এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ এর তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফরম প্রকাশ করা হয়েছে।

নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিম্নরুপ:

ক্র/নং	তথ্য প্রদান ইউনিট	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, অফিসের ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর	বিকল্প দায়িত্ব কর্মকর্তার নাম, পদবী, অফিসের ঠিকানা, মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর	মন্তব্য
১.	দ্বৈত বেঞ্চ-১, ২, ৩, ৪ ও ৫, ঢাকা, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা।	জনাব মোঃ এনামুল হক রেজিস্ট্রার (চঃ দঃ) ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, ঢাকা। রাজস্ব ভবন (১০ তলা) প্লট এফ ১/এ, আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল নং- ০১৭৪৭-৭৩৫৬০৭ ই-মেইল: enamultat1965@gmail.com	মিজ আলেয়া বেগম সহকারী রেজিস্ট্রার, দ্বৈত বেঞ্চ-৪, ঢাকা রাজস্ব ভবন (১০ তলা) প্লট এফ ১/এ, আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল নং-০১৯২২-৩৮৯৫০৪ ই-মেইল: alyea46.1968@gmail.com	
২.	দ্বৈত বেঞ্চ-চট্টগ্রাম, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, চট্টগ্রাম।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-চট্টগ্রাম, কেয়া মঞ্জিল, বাড়ি নং-পিবি-১/১৪, রোড নং-২২, সিডিএ আ/এ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং-০১৭১২-২২৯৩৩২ ই-মেইল: mizanraa@yahoo.com	জনাব মোঃ আবু সাঈদ সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-চট্টগ্রাম, কেয়া মঞ্জিল, বাড়ি নং-পিবি-১/১৪, রোড নং-২২, সিডিএ আ/এ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং-০১৮১৮-৬৭০৬৭০ ই-মেইল: masactg1975@gmail.com	
৩.	দ্বৈত বেঞ্চ-খুলনা, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, খুলনা।	জনাব মোঃ রায়হান আলী সহকারী রেজিস্ট্রার, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-খুলনা, ১৪, স্যার ইকবাল রোড, শামস ভবন (৪র্থ তলা) খুলনা। মোবাইল নং-০১৭১২-৪৯৩৫৭৪ ই-মেইল: rayhan_tat@yahoo.com	জনাব সৈয়দ তৌহিদুর রহমান উচ্চমান সহকারী ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-খুলনা, ১৪, স্যার ইকবাল রোড, শামস ভবন (৪র্থ তলা) খুলনা। মোবাইল নং-০১৭১৬-৮৩০০০৩ ই-মেইল: syedtouhidurahman@gmail.com	
	দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, রংপুর।	জনাব শেখ ফুলবর রহমান সাঁট লিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর, বাড়ি নং-৮০, রোড নং-০২, নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, রংপুর-৫৪০০। মোবাইল নং-০১৭১৮-৫০৬৬৫৭। ই-মেইল: nowshadtax657@gmail.com	জনাব রিয়াজুল ইসলাম উচ্চমান সহকারী ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-রংপুর, বাড়ি নং-৮০, রোড নং-০২, নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, রংপুর-৫৪০০। মোবাইল নং-০১৭৫০-৫৯৫২২০। ই-মেইল: riazulislamraza@gmail.com	

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনসহ অফিসের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ডে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে থাকে।

চাহিদার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল গ্রাহক বা নাগরিকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করে । যা ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (নির্দেশিকা মতে যাবতীয় তথ্যসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করনের লক্ষ্যে এ ট্রাইবুনালের যাবতীয় তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ৩টি সভা এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩টি প্রশিক্ষন আয়োজন করা হয়েছে।
- তথ্য অবমুক্ত করণ নীতিমালা -২০১৫ প্রকাশঃ

ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল তথ্য অধিকার কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজস্ব তথ্য অবমুক্ত করণ নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে চূড়ান্ত মূল্যায়নে ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৩.৮০ নম্বর অর্জন করা হয়েছে।

৫.১৭ শুদ্ধাচার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০২২-২০২৩ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল এর অর্জনঃ

নং	কার্যক্রমের নাম	সূচকের মান	অর্জিত মান
১	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	১৭	১৭
২	আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	১৩	১৩
৩	শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম	২০	২০
	সর্ব মোট	৫০ (ওয়েটেড স্কোর- ১০)	৫০ (ওয়েটেড স্কোর- ১০)

চূড়ান্ত মূল্যায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনে ৭টি দপ্তরের মধ্যে ২য় স্থান অর্জন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত নম্বর ৪২ অর্জন হয়েছ।

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের নাম:

১. নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত।
২. সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের ৪টি সভা অনুষ্ঠিত।
৩. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ৪টি প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত।
৪. কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২টি উন্নত কর্মপরিবেশ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৫. ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

৬. ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের মধ্যে ৮০.২৭% বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
৭. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন।

৫.১৮ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

আপীল মামলার সংখ্যা			
অর্থ বৎসর	**দায়েরকৃত**	**নিষ্পত্তিকৃত**	**বৎসর শেষে পেন্ডিং**
পূর্বের জের	-	-	১৮০২
২০১৮-১৯	৮৬২৬	৮৪৯৩	১৯৩৫
২০১৯-২০	৬৫৪০	৬৮০১	১৬৭৪
২০২০-২১	৭০৫৪	৭৩৫৮	১৩৭০
২০২১-২২	৮৮১৬	৭৯৭৬	২২১০
২০২২-২৩	৭৯৮৭	৯১১০	১০৮৭

সারণী-১:বিগত ৫ বৎসরে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

উল্লেখ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বড় করদাতার সংখ্যা ও জটিল মামলার সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একই জনবল ও লজিস্টিক সুবিধা নিয়ে এ চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করা হচ্ছে।

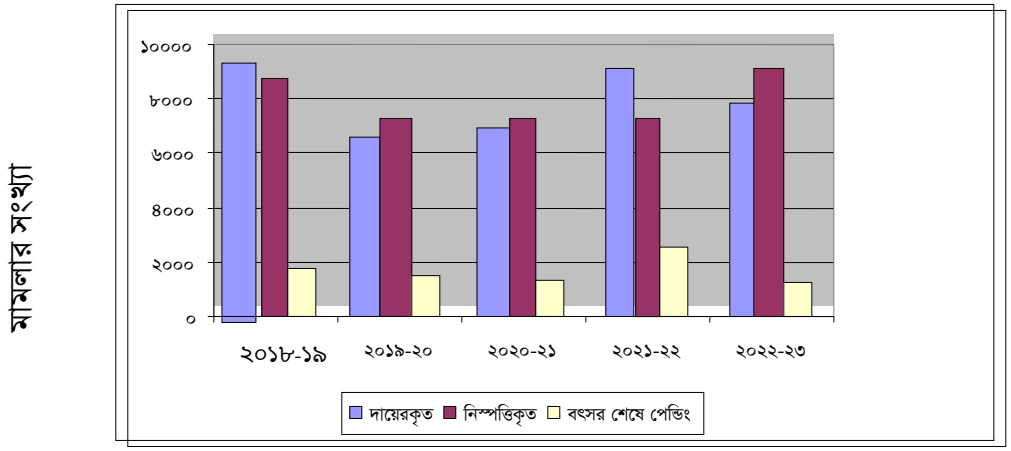

লেখ চিত্রঃবিগত ৫ বৎসরের আপীল মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির গতিধারা।